CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৯ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 16 October 2022 ■ আগরতলা ১৬ অক্টোবর, ২০২২ ইং ■ ২৯ আশ্বিন ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার চতুর্থ বর্ষপূতিঅনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মানিক সাহা সম্মাননা প্রদান করেছেন। ছবি নিজস্ব।

কাল জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচন ৯৮৬৬ ভোটার প্রতিনিধি অংশ নেবেন

প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রয়েছেন মল্লিকার্জুন ও শশী থারুর

।। **অভিজিৎ রায়চৌধুরী।। নয়াদিল্লী, ১৫ অক্টোবর।।** ১৭ অক্টোবর সোমবার জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচন। এই নির্বাচনে ভোটার প্রতিনিধি রয়েছেন ৯৮৬৬ জন। তাঁরা দলের সভাপতি নির্বাচনে অংশ নেবেন। সভাপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রয়েছেন প্রবীণ কংগ্রেস নেতা মল্লিকার্জন খারগে এবং রাজ্য সভার বিরোধী দলনেতা তথা কংগ্রেসের বরিষ্ঠ নেতা ডঃ শশী থারুর। দলের এই সাংগঠনিক নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দলের অভ্যন্তরে জোর তৎপরতা শুরু হয়ে গিয়েছে।

প্রসঙ্গত, ১৩৭ বছরের পুরনো এই দলের ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায় এই পর্যন্ত চারবার সভাপতির জন্য নির্বাচন হয়েছে। এই নিয়ে পঞ্চম বার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চলছে। এদিকে, প্রদেশ কংগ্রেসের ৬১ জন প্রতিনিধি ভোটা দেবেন। একটি সূত্রে জানা গিয়েছে, যদিও গান্ধী পরিবারের কোন সদস্য এআইসিসি সভাপতির জন্য দৌড়ে নেই, তবে এটা অনুমান করা যায় যে প্রবীণ কংগ্রেস নেতা খারগে গান্ধী পরিবারের সমর্থন পেতে পারেন।

রাহুল গান্ধী যিনি প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি তিনি বর্তমানে ভারত জোড়ো যাত্রায় রয়েছেন। তাই তিনি ভোট দেবেন বালারিতে। সেখানে প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে ভোটের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে। কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী তাঁর রাজনৈতিক ক্যারিয়ারের সূচনা করেছিলেন বালারি থেকে। বালারি কেন্দ্রে ১৯৯৮ সালে তিনি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। তখন তিনি বিজেপি প্রার্থী প্রয়াতা সুষমা স্বরাজকে পরাজিত করেছিলেন। উল্লেখ্য, এআইসিসি অন্তর্বর্তী সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী এবং প্রিয়াঙ্কা গান্ধী ১৭ অক্টোবর এআইসিসি সদর দফতরে ভোট দেবেন। ১৯ অক্টোবর এআইসিসি অফিসে ভোট গণনা অনুষ্ঠিত হবে।

খিলপাড়ায় যুবকের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ অক্টোবর।। পারিবারিক কলহের জেরে ফাঁসিতে আত্মহত্যা করল এক যুবক। ঘটনা উদয়পুর খিলপাড়া ভাঙ্গারপাড় এলাকায়। মৃত ব্যক্তির নাম অভিজিৎ চন্দ্র দাস । জানা যায় ২০১৮ সালে অভিজিৎ বিয়ে করেছিল। তারপর তাদের একটি ফুটফুটে পুত্র সন্তানও জন্ম হয়।

তারপর থেকে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে কথা কাটাকাটি চলছিল। অভিজিতের শ্বশুরবাড়ি জানা যায় চন্দ্রপুর মুড়াপাড়া এলাকায়। প্রতিদিনকার মতো অভিজিতের মা মানুষের বাড়িতে কাজ করার জন্য গিয়েছিল সে সময় বাড়িতে কেউ না ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জলের দাবীতে যতনবাড়িতে পথ অবরোধ এলাকাবাসীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ অক্টোবর।। যতনবাড়ি ডেপাইছড়ি মধ্য পাড়ায় পানীয় জলের দাবিতে পথ অবরোধ করলেন জনগণ। অবরোধের ফলে অবরোধ স্থলে দুদিকে অসংখ্য যানবাহন আটকে পড়ে। তাতে দুর্ভোগ চরম আকার ধারণ করে।

যতনবাড়ি ডেপাইছড়ি মধ্য পাড়া এলাকায় পরিশ্রুত পানীয় জলের দাবিতে পথ অবরোধ করলেন ডেপাইছড়ি এলাকার প্রমিলা বাহিনী। ঘটনার বিবরণে জানানা যায় ,যতনবাড়ি ডেপাইছড়ির মধ্য পাড়া এলাকায় বিগত চার দিন ধরে পানীয় জলের সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে সাধারণ মানুষের। পরবর্তী সময়ে পরিশ্রুত পানীয় জল না পেয়ে জনগণ এই পথ অবরোধে শামিল হন। এলাকার লোকজনরা ওয়াটার প্ল্যান্টে গিয়ে পানীয় জলের ব্যবস্থা করে দেবার জন্য অনুরোধ করেন। এছাড়াও বিভিন্ন আধিকারিকের কাছে গিয়েছিলেন। তবে কোন হেলদোল না দেখে অবশেষে সকাল নয়টা নাগাদ যতনবাড়ি থেকে চেলাগাং যাওয়ার পথে ডেপাইছড়ি মধ্য পাড়ার এলাকায় লোকজনরা রাস্তা অবরোধ করেন। এই পথ অবরোধের ফলে রাস্তার দুধারে আটকে পড়ে বহু যানবাহন। পরবর্তী সময়ে ডিডাব্লিউএস এরআধিকারিকের সাথে বাক বিতন্ডা হয়। এই এলাকার জনগন পানীয় জল পরিষেবা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ষাটোর্ধ ব্যক্তির বিরুদ্ধেশ্লীলতাহানির অভিযোগ গৃহবধূর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ অক্টোবর।। ৬০ বছর বয়সের ব্যক্তির দ্বারা শ্লীলতাহানীর শিকার এক গৃহবধূ। লজ্জায় মুখ পুড়লো সংস্কৃতির শহর খোয়াইর। ঘটনার বিবরণে জানা যায় খোয়াইর পশ্চিম গনকি এলাকার বাসিন্দা বিষ্ণুপদ দেব, বয়স আনুমানিক ৬০ বছর। সে আচমকা এলাকার এক বাড়িতে যায়।

সেই সময় বাড়ির মালিক ওনার অসুস্থ মাকে নিয়ে হাসপাতালে গিয়েছিলেন। বাড়িতে একা ছিলেন ঐ ব্যক্তির স্ত্রী। একাকীত্বের সুযোগ নিয়ে বিষ্ণুপদ দেব ঐ মহিলার শ্লীলতাহানী করে বলে অভিযোগ। নির্যাতিতা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দুই বাইখের সংঘর্ষে গুরুতর আহত এক যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ অক্টোবর।। কলসিমুড়া কাঁঠালতলী চৌমুহনীতে দুটি বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে এক যুবক গুরুতর ভাবে আহত হয়েছে। আহত যুবককে জিবি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় ,শনিবার দুপুর ১ টা নাগাদ কলসিমুড়া কাঁঠালতলী চৌমুহনীতে দুটি বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। তাতে গুরুতরভাবে আহত হয় শাকিল মিয়া নামে এক যুবক। তার বাড়ি নজরপুর এলাকায়। জানা যায় বক্সনগর দক্ষিণপাড়া এলাকার রমিজ নামে এক ব্যক্তি তার নতুন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ত্রিপুরা মেডিকেল কলজকে রিমস বা নিগ্রিমসের মতো মানোন্নয়ন করার চেষ্টা চলছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ অক্টোবর।। ত্রিপুরার স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়নে সরকার নিরন্তর প্রয়াস জারি রেখেছে। ত্রিপুরার অভ্যন্তরেই সমস্ত ধরনের উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার জন্য স্বাস্থ্য পরিকাঠামোগুলির উন্নয়নে সরকার অগ্রাধিকার দিয়েছে। ত্রিপুরার প্রত্যেকটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রকে হেলথ অ্যান্ড ওয়েলনেস সেন্টারে রূপান্তরের কাজ চলছে। আজ আগরতলার রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের ২ নং হলে আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার চতুর্থ বর্ষপূর্তি এবং আয়ুষ্মান ভারত ডিজিটাল মিশনের প্রথম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত রাজ্যভিত্তিক অনুষ্ঠানে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা।

তাঁর কথায়, আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা সারা বিশ্বের মধ্যে অন্যতম একটি বৃহৎ স্বাস্থ্যবীমা প্রকল্প। এই প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বিশ্বের দরবারে প্রশংসিত হয়েছেন। এই প্রকল্পে যোগ্য সুবিধাভোগী পরিবারকে চিকিৎসার জন্য বার্ষিক ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ক্যাশলেস সহায়তা প্রদান করা হয়, যা আর্থিকভাবে দুর্বল শ্রেণীর মানুষের জন্য চিকিৎসা পরিষেবার ক্ষেত্রে অনেকটাই স্বস্তি নিয়ে এসেছে।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে ত্রিপুরা অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় কোনও অংশেই পিছিয়ে নেই। ভালো পরিষেবার জন্য চিকিৎসক এবং রোগীর মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে উঠা অত্যন্ত জরুরি। সেই সঙ্গে চিকিৎসকদের উপর রোগী ও তার পরিজনদের আস্থা রাখতে হবে। বিশ্বাস রাখতে হবে তাদের চিকিৎসা পরিষেবার উপর। পাশাপাশি হাসপাতালে আসা রোগী ও তার পরিজনদের সাথে ভালো ব্যবহার করতে হবে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের।

ত্রিপুরা মেডিক্যাল কলেজটিকে রিমস বা নিগ্রিমসের মতো করে মানোন্নয়ন করা, এইমস হাসপাতাল গড়া, ডেন্টাল কলেজ স্থাপনের বিষয়ে সরকারের প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি তাঁর ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী সুস্থ শৈশব ও সুস্থ কৈশোর অভিযান কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নে আশাকর্মী ও স্বাস্থ্যকর্মীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগরতলায় দুই চোর গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ অক্টোবর।। দুই কুখ্যাত চোরকে আটক করতে সক্ষম হল পশ্চিম আগরতলা থানার পুলিশ। শুক্রবার মধ্যরাতে তাদেরকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতদের স্বীকারোক্তি মূল্যে চুরি যাওয়া একটি টিভি উদ্ধার করা হয়েছে। শনিবার পশ্চিম আগরতলা থানায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সদর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক অজয় কুমার দাস জানান কিছু দিন পূর্বে পশ্চিম ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে বিলোনীয়ায় স্ট্রং রুমে রাখা হল ইভিএম

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১৫ অক্টোবর।। ত্রিপুরা রাজ্যের আসন্ন ২০২৩ বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে নির্বাচন কমিশনের প্রস্তুতিপর্ব এখন একেবারেই তুঙ্গে। সর্বদলীয় প্রতিনিধি এবং আধিকারিকদের উপস্থিতিতে সুরক্ষিতভাবে মজুত করা হয়েছে ভোটিং মেশিন সহ প্রয়োজনীয় ভোটসামগ্রী।

রাজ্যের নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে জেলার ৭টি বিধানসভা কেন্দ্রে- নির্বাচনী ভোট প্রক্রিয়ার সম্পন্ন করার জন্য শুক্রবার রাতে বিলোনিয়া মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে জেলা নির্বাচনী সদর দপ্তরে এসে পৌঁছেছে সর্বমোট ৬৫১ টি ব্যালাট ইউনিট, ৬৫৬ টি কন্টোল ইউনিট এবং ৬৪৫ টি ভিভিপ্যাড।

নির্বাচন কমিশনের নিয়ম মোতাবেক উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের তত্ত্বাবধানে- শাসক এবং বিরোধী দল- তথা সর্বদলীয় প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে করা নজরদারির মধ্য দিয়ে গুদামজাত করা হয় ইভিএম অর্থাৎ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কেন্দ্র জনজাতিদের সমস্যা সমাধান না করলে তেইশে নির্বাচনে একাই লড়বে মথা ঃ প্রদ্যুৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ অক্টোবর।। তিপ্রা মথার চেয়ারম্যান প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মন শনিবার দাবি করেছেন যে ২০২৩ সালের বিধানসভা নির্বাচন হল ১৩ লক্ষ 'তিপ্রসা' তথা জনজাতি মানুষের সাংবিধানিক অধিকার অর্জনের এবং অস্তিত্বের জন্য বেঁচে থাকার শেষ লড়াই।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক হল উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ যারা ত্রিপুরার 'তিপ্রসা' জনগণকে লিখিতভাবে আশ্বস্ত করতে পারে যে তাদের সাংবিধানিক অধিকারগুলি সমাধান করা যেতে পারে। যদি কেন্দ্রীয় সরকার থেকে সমস্যার সমাধান না করা হয়, তাহলে তিপ্রা মথা ২০২৩ সালের নির্বাচনে লড়বে তাদের নিজস্ব শক্তিতে। শনিবার আগরতলায় সাংবাদিক সম্মেলনে তিপ্রা মথার চেয়ারম্যান প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন একথা বলেন।

তিনি বলেন যে তিপ্রা মথায় যেকোনও রাজনৈতিক নেতার যোগদান নিঃশর্ত। কারণ এই আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলটি 'তিপ্রসা' জনগণের ভাল কাজের জন্য লড়াই করছে। তিনি রাজনৈতিক নেতাদের মথা থেকে দলীয় টিকিট পেয়ে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার স্বপ্ন না দেখার আহ্বান জানান।

তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করলেন এসটিজিটি চাকরি প্রত্যাশীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ অক্টোবর।। ২০২২ সালে এসটিজিটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণরা শনিবার রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করে। ২০২২ সালে এসটিজিটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বেকাররা জানায় ২০২২ সালে এস টি জি টি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সকলকে একসাথে নিয়োগের দাবিতে ইতিপূর্বে তারা শিক্ষা মন্ত্রীর দ্বারস্থ হয়েছিল।

শিক্ষা মন্ত্রী জানিয়েছেন অর্থ দপ্তর অনুমোদন দিলে সকলকে একসাথে নিয়োগের ক্ষেত্রে কোন ধরনের বাধা থাকবে না। তাই তারা এইদিন অর্থ দপ্তরের মন্ত্রী তথা উপমুখ্যমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিল। কিন্তু উপমুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের বাইরে থাকার কারণে তারা এইদিন উপমুখ্যমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করতে ব্যর্থ হয়। পরবর্তী সময় উপমুখ্যমন্ত্রী রাজ্যে আসলে তারা

উপমুখ্যমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করবে। এইদিন তারা রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করে। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রীও জানিয়েছেন অর্থ দপ্তর অনুমোদন দিলে তাদের সকলকে একসাথে নিয়োগের ক্ষেত্রে কোন বাধা থাকবে না। তারা আশাবাদী সরকার তাদের কথা বিবেচনা করে ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

রাজ্যে কিছুটা কমেছে করোনার দৈনিক সংক্রমণ, ২৪ ঘণ্টায় আক্রান্ত ৫, সুস্থ ৭

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ অক্টোবর।। ত্রিপুরায় করোনার দৈনিক সংক্রমনে কিছুটা লাগাম টানা গিয়েছে। তবে, করোনার নমুনা পরীক্ষা কম হওয়ার জন্য তা সম্ভব হয়েছে, সেকথাও অস্বীকার করার সুযোগ নেই। দৈনিক সংক্রমণ বর্তমানে ৪.৫২ শতাংশ থেকে এক লাফে নেমে ১.৯৩ শতাংশ হয়েছে। তেমনি সক্রিয় রোগীর সংখ্যাও কমে ৭৫ হয়েছে। কারণ, আক্রান্তের তুলনায় সুস্থতার সংখ্যা বেশি হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় ৫ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ পাওয়া গেছে। ৭ জন সুস্থ হয়েছেন এবং মৃত্যুর কোন খবর নেই। এদিকে, জেলাভিত্তিক দৈনিক সংক্রমণে এবার পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা সকলকে পিছনে ফেলে এগিয়ে গেছে।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিন অনুসারে, গত ২৪ ঘণ্টায় আরটি-পিসিআর ৫ জনের এবং রেপিড অ্যান্টিজেনের মাধ্যমে ২৫৪ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে, রেপিড অ্যান্টিজেনে ৫ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেছে। ফলে, দৈনিক সংক্রমণের হার বর্তমানে কমে দাঁড়িয়েছে ১.৯৩ শতাংশ। বর্তমানে ত্রিপুরায় করোনায় আক্রান্ত সক্রিয় রোগী রয়েছেন ৭৭ জন।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ১০৭৮৮৯ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ১০৬৮০৯ জন সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়ে সুস্থ হয়েছেন। রাজ্যে বর্তমানে করোনা-আক্রান্তের হার হয়েছে ৪.১৫ শতাংশ। তেমনি, সুস্থতার হার হয়েছে ৯৯.০০ শতাংশ। এদিকে, ০.৮৭ শতাংশ হয়েছে মৃত্যুর হার। এছাড়া ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ৯৩৬ জন করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিনে আরও জানা গিয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে পশ্চিম জেলায় ৩ জন, সিপাহিজলা জেলায় ১ জন, এবং উত্তর জেলায় ১ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। বাকি পাঁচ জেলায় গত ২৪ ঘণ্টায় কেউ করোনা আক্রান্ত হননি।

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৯ ▫ সংখ্যা ১০ ▫ ১৬ অক্টোবর ২০২২ ইং ▫ ২৯ আশ্বিন ▫ রবিবার ▫ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

উন্নয়নের চাবিকাঠি কৃষকদের হাতেই অর্পিত

দেশের উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি দেশের কৃষকদের হাতেই অর্পিত। অথচ দেশের কৃষক প্রায় সবচাইতে বেশি অবহেলা বঞ্চনা ও তিরস্কারের শিকার। দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করিতে হইলে কৃষি ও কৃষকদের উন্নয়নে সরকারকে আরো অধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে। কেননা কৃষি উন্নয়ন ছাড়া দেশের সার্বিক উন্নয়ন কোনোভাবেই চিন্তা করা যায় না। করোনাকালে দেশের কৃষকরা তাহা প্রমাণ করিয়া দিয়েছেন। দেশের শিল্প কোন কারখানা যখন বন্ধ হইয়া পরিয়া ছিল তখনো দেশের কৃষকরা চাষাবাদ বন্ধ করেন নাই। প্রকৃত অন্নদাতা তার ভূমিকা পালন করিয়াছেন দেশের কৃষকরা। বিভিন্ন সমীক্ষা ও পরিসংখ্যানে ইহা স্পষ্টভাবে প্রতিয়মান হইয়াছে যে,চরম বৈষম্যের সমাজ যত আছে পৃথিবীতে তাহার মধ্যে একটি হইল ভারত। এখানকার শীর্ষস্থানীয় ১ শতাংশ পরিবারের হাতে দেশের এক পঞ্চমাংশের বেশি আয় কুক্ষিগত। আয়ের মোট ৫৭ শতাংশ ভোগ করিতেছে উপরের দিকের ১০ শতাংশ পরিবার। নীচের দিকের ৫০ শতাংশ পরিবার বাচিয়া আছে জাতীয় আয়ের মাত্র ১৩ শতাংশ ভাগ-বাটোয়ারা করিয়া নিয়া। ওয়ার্ল ইনইকোয়ালিটি রিপোর্ট ২০২২ থেকে আরও জানা যাইতেছে একজন পূর্ণবয়স্ক ভারতীয় নাগরিকের বার্ষিক আয় বা জাতীয় গড় আয়ের পরিমাণ ২,০৪,২০০ টাকা। সেখানে সবচেয়ে নীচের ৫০ শতাংশ মানুষের গড় আয়ের অঙ্ক ৫৩,৬১০ টাকা। বিপরীতক্রমে, সর্বোচ্চ ১০ শতাংশ নাগরিক ১১,৬৬,৫২০ টাকা ভোগ করিতেছে। গত শতকের আশির দশকে বিনিয়ন্ত্রিত উদার অর্থনীতির জয়গান শুরু হইতেই আয় এবং ধন বৈষম্য রকেট গতি নিয়াছে। আয় এবং বৈষম্য বাড়িয়া চলিয়াছে। এই দু'ধরনের বৃদ্ধির রকম নানা দেশে নানা প্রকার। তবে ছবিটা শালীনতার সীমা ছাড়াইয়াছে যেসব দেশে তাহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, ভারত ও ব্রাজিল। তুলনায় কম হইলে বর্ধিত বৈষম্যের শিকার চীন এবং ইউরোপের অনেক দেশ। মুক্ত বাণিজ্য এবং আর্থিক বিশ্বায়নের তিনদশক পূর্তির পর, ২০২১-এ বৈষম্যের কদর্য চেহারা মানবিক বিশ্বকে ম্রিয়মাণ করিয়াছে। তবে, এসব দেখে ধনী দেশগুলি হাত গুটাইয়া বসিয়া থাকেনি। দারিদ্রের ভয়াবহতা রুখিতে কয়েকটি সরকার উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ করিয়াছে। আর সেখানেই বেশিরভাগ উন্নয়নশীল ও গরিব দেশের খামতি হইয়া উঠিয়াছে প্রকট। নতুন করিয়া প্রাসঙ্গিক হইয়া উঠিয়াছে দারিদ্রের বিরুদ্ধে লড়াইতে 'সোশ্যাল স্টেট'-এর গুরুত্ব।

ভারতকে আমরা কোন শ্রেণিতে রাখিব? সমাজের সবার মধ্যে কল্যাণকামী রাষ্ট্রের আশীর্বাদ পৌঁছিয়া দিতে জওহরলাল নেহরু মিশ্র অর্থনীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইন্দিরা গান্ধী পর্যন্ত তাহা অব্যাহত ছিল। কিন্তু আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতার দোহাই দিয়া পরবর্তী সরকারগুলি পুরনো নীতি বিসর্জন দেয়। রাজীব গান্ধী, নরসিমা রাও, মনমোহন সিং জমানা পরিষ্কার আঁকড়াইয়া ছিল মার্কিন পন্থা, পরামর্শ। মার্কিন পন্থা অন্ধ অনুকরণের বিপদ সমাজের নিম্নস্তরে স্পষ্ট হইতেই মনমোহন পাশাপাশি কিছু 'দেশি' সংস্কারে আন্তরিক হন। তাহার মধ্যে ছিল কৃষকের আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে কিছু পদক্ষেপ এবং ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পের মাধ্যমে দুর্বলতম পরিবারগুলির জন্য কিছু কর্মসংস্থান ও আয়ের নিশ্চয়তা প্রদান। মূলত কংগ্রেস তথা ইউপিএ সরকারের আর্থিক নীতির মুণ্ডপাত করিয়াই ২০১৪ সালে কেন্দ্রের ক্ষমতা দখল করেন নরেন্দ্র মোদি। তাঁহার প্রতিশ্রুতি ছিল, বিপুল কর্মসংস্থান এবং দেশবাসীর আয়ের ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন। দুর্নীতি, অস্বচ্ছতা দ্রুত দূর করিবার মাধ্যমেই এই চমক দেখাইবে তাঁহার সরকার। ভারতীয় অর্থনীতি এখনও বহুলাংশের কৃষি নির্ভর। জিডিপি এবং কর্মসংস্থানে কৃষির অবদান অনস্বীকার্য। একথা মনে রাখিয়াই, প্রধানমন্ত্রী হওয়ার দু'বছরের মাথায় নরেন্দ্র মোদি কৃষক সমাজকে আশ্বস্ত করিয়াছিলেন যে ২০২২ সালের ভিতরে তাহাদের আয় দ্বিগুণ

হইবে। প্রতিশ্রুতি তাহার জায়গাতেই দাঁড়াইয়া আছে। ছ'বছর পরেও কৃষকের আয় মোটেই দ্বিগুণ হয়নি। এত বছরে তাহাদের আয় বাড়িয়াছে ২৭ শতাংশ। এই বৃদ্ধিকে কোনওভাবেই উল্লেখযোগ্য বলা যাইবে না। কারণ, ইতিমধ্যে জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়াছে অনেক বেশি। মুদ্রাস্ফীতিকে পাশে রাখিয়া তুলনা করিলে এটাই পরিষ্কার হয় যে সাধারণ কৃষকের আয় বাস্তবে কমিয়া গিয়াছে। আঘাতের বাকি আছে আরওডবল ইঞ্জিন সরকারের রাজ্য মধ্যপ্রদেশে কৃষকের আয় এই সময়কালে কমিয়া গিয়াছে! কৃষকের আয়ের অবনমন ঘটিয়াছে ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা ও নাগাল্যান্ডেও। কৃষকের আয়বৃদ্ধির বর্তমান প্রবণতা কোনওভাবেই এবছরের ভিতরে তা দ্বিগুণ হওয়ার ভরসা দেয় না। বঞ্চিত নির্যাতিত অন্নদাতারা সব মিলাইয়া হতাশ। কৃষিকে 'রাজ্যের বিষয়' বলিয়া দায় এড়াইতে চাইলেও পার পাইবেন না দিল্লীশ্বর। কারণ হাততালি কুড়াইবার সময় শেষ হইয়া গিয়াছে।

পুসা ধান ক্ষেত পরিদর্শন করলেন কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী তোমর

নয়াদিল্লি, ১৫ অক্টোবর (হি.স.) : শনিবার ভারতীয় কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট পুসার ধান ক্ষেত পরিদর্শন করলেন কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী নরেন্দ্র সিং তোমর। এ সময় তিনি সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। এ সময় মন্ত্রী সরাসরি ধান বপনের মাধ্যমে উৎপাদিত আগাছার প্রতিরোধী জাত (ডিএসআর পদ্ধতি) প্রবর্তন করেন, যেমন পুসা বাসমতি ১১২১, পুসা বাসমতি ১৯৭৯ এবং পুসা বাসমতি ১৫০৯, পুসা বাসমতি ১৯৮৫ এর উন্নতি করে তৈরি ও পর্যালোচনা করা হয়।উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী নরেন্দ্র সিং তোমর এবং রাজ্যের মন্ত্রী কৈলাশ চৌধুরী আজ দিল্লির পুসায় তিনটি উন্নত বাসমতি ধানের জাত, পুসা বাসমতি ১৮৪৭, পুসা বাসমতি ১৮৮৫ এবং পুসা বাসমতি ১৮৮৬-এর ক্ষেত্র পরিদর্শন করেছেন।

নদীতে তলিয়ে যাওয়া বিএসএফ জওয়ানের দেহ উদ্ধার

জঙ্গিপুর(মুর্শিদাবাদ), ১৫ অক্টোবর (হি.স.) : ২৪ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে নিখোঁজ থাকার পর উদ্ধার হল এক বিএসএফ জওয়ানের দেহ। মৃতের নাম অমিত কুমার (৩৬)। তিনি উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা ছিলেন। বিএসএফের ১১৫ নম্বর ব্যাটালিয়নের কনস্টেবল পদে কর্মরত ছিলেন তিনি। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ১৩ অক্টোবর বৃহস্পতিবার রাত ১১টা নাগাদ মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গিপুরে গঙ্গা নদীতে স্পিডবোটে চেপে টহলদারি দিচ্ছিলেন অমিত কুমার। সেই সময় হঠাৎই তিনি নদীতে পড়ে যান। শুক্রবার নদীতে ডুবুরি নামিয়ে তাঁর খোঁজ চালানো হয়। শনিবার বহুরা ক্যাম্পের কাছাকাছি একটি নদীতে তাঁর দেহটি ভেসে ওঠে। তাঁর দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য জঙ্গিপুর সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে পাঠায় রঘুনাথগঞ্জ থানার পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসবে অপ্রশংসিত নায়কদের কি স্মরণ করা হচ্ছে?

নিত্যানন্দ ঘোষ

যে গডসে জাতির জনককে হত্যা করে নিন্দিত হয়েছিল আপামর দেশবাসীর কাছে, তাঁকেও স্মরণের কথা মোদীজিরা কি বলছেন? দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে আরএসএসের অবদান হল বিশ্বাঘাতকতার। মোদীজিরা এটি বিলক্ষণ জানেন। আর জানেন বলেই স্বাধীনতার ৭৫ বছরের ইতিহাসকে নগ্নভাবে পাল্টে ফেলার মরিয়া প্রচেষ্টা তাঁদের। যে শ্যামাপ্রসাদ নেহরু মন্ত্রিসভায় স্থান পেয়ে দেশে পাবলিক সেক্ট গড়ে তোলার নেহরুর প্রস্তাবকে কার্যকর করতে মন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন এবং পণ্ডিত নেহরু ১৯৫৬ সালে 'ইন্ডিস্ট্রিয়াল রেজাল্যুশন পলিসিতে পাবলিক সেক্টর গড়ে তুললেন, স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসবে মোদীজিরা পাবলিক সেক্টর বেচে দিয়ে তাঁদের শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন।

রাষ্ট্রীয় মদতে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে চলছে স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব। চলারই কথা। একটা পের দত পতি যে কোমত নাগরিকেরই গর্বের বিষয়। ব্রিটিশরা ১৯৪৭ সালে ক্ষমতা হস্তান্তরের পর ভারতবর্ষ স্বাধীন রাষ্ট্র হয়ে ওঠে। প্রতিটি নাগরিক সেইদিন (১৫ আগস্ট, ১৯৪৭) বাধভাঙা উচ্ছাসে নিজেদের স্বাধীন বলে গণ্য করেছিলেন। যে মধ্যপন্থী ও নরনপর্থী নেতার আত্মত্যাগে ব্রিটিশ ভারত ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল তাদের স্মরণ করা প্রতিটি দেশবাসীর অবশ্য কর্তব্য। যেমন পর্দার আড়াল থেকে ইতিহাসে আলোচিত বহু দেশপ্রেমীর আত্মত্যাগ আমাদের আজও অজানা থেকে গিয়েছে। ইংরেজিতে যাঁদের বলা হয় আনসাং হিরোজ। সংঘ ঘনিষ্ঠ ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) পরিচালিত জাতীয় গণতান্ত্রিক জোটের (এনডিএ) কেন্দ্রীয় সরকার কি স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসবে সেইসব অপ্রশংসিত বীরদের মনে রেখেছে? তাদের কি প্রচারের আলোয় তুলে ধরেছে বা ধরছেষ রাষয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস) এবং তাদের রাজনৈতিক সংগঠন বিজেপি বরং উল্টোটাই করথেছ। বিদ্যালয়ে রাষ্ট্র এখন হিন্দুত্ববাদী নেতাদের স্বাধীনতা আন্দোলনে অবদানের কথাই বেশি করে প্রচার করছে। হেডগেওয়ার, গোলওয়ালকার, সাভারকার, শ্যামাগরসাদ, নাথুরাম গডসেরাই স্বাধীনতা অমৃত মহোৎসবের প্রচারের পুরোভাগে ঠাই পাচ্ছেন। অথচ এই সমস্ত সংঘ নেতাদের স্বাধীনতা আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য, অবদান ছিল না। তাদের এখন পাঠ্যক্তকে ঠাই করে দেওয়া হচ্ছে। এই সংঘ নেতাদের বিরংদ্ধে ব্রিটিশদের সঙ্গে সহযোগিতা করে স্বাধীনতা আন্দোলনকে পিছিয়ে দেওয়ার, ভণ্ডুল করার অভিযোগ ছিল। সেই কলঙ্ক মুছতেই কি ইতিহাস বুননের আরএসএস ধারাকে চ্যাম্পিয়ন করার অপচেষ্টাঃ ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ইতিহাস কি এখন থেকে আরএসএসের ধারায় ধাবমান হবে? স্বাধীনতা অমৃত মহোৎসব অন্তত সেই দিক চিহ্ন স্পষ্ট করতে চাইছে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে চরমপন্থী তিন নেতা খারা লাল-বাল-পাল (লোলা লাজপত রায়, বালগঙ্গাধর তিলক ও বিপিনচন্দ্র পাল) নামে খ্যাত তাদের কথা কি সংঘ নেতাদের মুখে শোনা যায়? অরবিন্দ ঘোষও (পরে ঋষি অরবিন্দ হয়ে ওঠেন-রাজনীতি থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে) অন্যতম চরমপন্থী নেতা ছিলেন। এরা যে কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলেন তার তিনটি দিক ছিল। প্রথম, এরা চেয়েছিলেন যে ব্রিটিশ শাসনের ফলে ভারতবাসীরা যে হীন অবস্থায় পতিত হয়েছে তার থেকে উদ্ধার পেতে হলে নিজেদেরই সচেষ্ট হতে হবে, তার জন্য সংগ্রাম করতে হবে। মুক্তির পথ ক্ষুরধারের মতো, মহান আত্মত্যাগ, অপরিসীম ধৈর্য তার

পাথেয়। তাদের ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ছাড়া ভারতবাসী কখনও নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে না, এ হীনমন্যতা চরমপন্থীদের ছিল না। বিদেশি শাসনকে এই বিশ্বীরা সর্বাঃকরণে ঘৃণা করতেন, স্বরাজ বা পূর্ণ স্বাধীনতাই ছিল তাদের প্রতি লক্ষ্য। তৃতীয়ত, এঁরা জানতেন, সে লক্ষ্যে পৌঁছতে হবে গণ আন্দোলনের পথ ধরে। এই সব কাজে অগ্রসর হতে জনসাধারণের উপর গভীর আস্থা রেখেছিলেন। জাতীয় আন্দোলনের ওই পর্বে রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে কার্জনের আবির্ভাবে চরমপন্থীদের আন্দোলনও প্রসারিত হল। লর্ড কার্জনের শাসননীতি জনতার আক্রমণের লকস্ত হয়ে ওঠেন। সেই সময় যেটুকু স্বায়ত্বশাসনের সুযোগ ছিল, সেখানেও কার্জনের শাসননীতির দ্বারা হস্তক্ষেপ ঘটল। কলকাতা কর্পোরেশনে ভারতীয়দের সদস্য সংখ্যা হ্রাস পেল। শিক্ষা সংস্কারের নামে বা বিশ্ববিদ্যালয়গুলির স্বাতন্তা কেড়ে নিয়ে সরকারি কর্তৃত্বের বোঝা আরও বেশি করে চাপানো হল। কার্জন কর্তৃক ইউনিভার্সিটি কমিশন গঠন হল, যে কমিশন সরকারের কাছে যে সম সুপারিশ পেশ করেছিল তার কয়েকটি ছিল-দ্বিতীয় শ্রেণির কলেজগুলি তুলে দিতে হবে, আইনের ক্লাস বন্ধ করতে হবে এবং ছাত্রদের (বেতন বৃদ্ধি করতে হবে। সিনেট সদস্যদের সংখ্যা ও কার্যকাল কমিয়ে আনার সুপারিশও করল। শিক্ষাবিভাগ যাতে সরকারি নিয়ন্ত্রণে আসে তার সব বন্দোবস্ত পাকা হল।

ঠিক ১১৭ বছর আগে কার্জন যা করেছিলেন অমৃত মহোৎসব উদযাপনকারী সরকারেরও নয়া শিক্ষানীতির (নিউ এডুকেশন পলিসি) অনেক মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। সেই সময় শিক্ষালাভের সুযোগ আর্থিক দিক দিয়ে দরদ্য হবার ফলে নিম্নবিত্তদের পক্ষে কেরানি বা শিক্ষক হিসাবে চাকরি লাভের পথ বন্ধ করা হয়েছিল। বর্তমানে সংঘ-ঘনিষ্ঠ কেন্দ্রীয় সরকারও নয়া শিক্ষানীতি লাগু করে সাধারণ ঘরের ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষালাভের সুযোগ পেতে বঞ্চিত করছে। শিক্ষার কেন্দ্রীকরণ, সানদায়িকীকরণ (গৈরিকীকরণ) কর্পোরেটাইজেশন জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০-র যো কস্তুরীরঙ্গন কমিশন সুপারিশ করেছে) তিনটি মূলস্তম্ভ এনডিএ সরকারের। এর ফলে ১৯০৫-এর মতোই নিম্নবিত্ত ও দরিদ্র ছাত্রছাত্রীরা শিলীলাভে পুরোপুরি বঞ্চিত হবে। তফাৎ অবশ্য আছে। তখন ছিল বিদেশি শাসক, এখন দেশীয় শাসক। শিক্ষাই নয়, বিদেশিদের কাছে সব বেচে দিতে চাইছে। লিটনের দমননীতিকে অনুসরণ করে কার্জন প্রবর্তন করেছিলেন ইন্ডিয়ান অফিসিয়াল সিক্রেটস (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট"। এছাড়া কার্জনের কুখ্যাত কাজের মধ্যে ছিল বঙ্গভঙ্গ আইন। সর্বস্তরে বিক্ষোভের জেরে বঙ্গভঙ্গ আইন শেষ পর্যন্ত ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হয় ব্রিটিশ প্রশাসন। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের জোয়ার স্বদেশি ও বয়কটের ভাবাদর্শকে নতুন তাৎপর্য দান করেছিল। এই আনরেলনের পুরোভাগে ছিলেন চরমপন্থীরা ও মধ্যপন্থীরা। কেন্দ্রের বর্তমান শাসকগোষ্ঠীর অন্যতম অভিযোগ হচ্ছে স্বাধীনতা আন্দোলনে মুসলমানদের কোনও অবদান নেই। অথচ স্বদেশি আন্দোলনের সুচনায় অসংখ্য মুসলমান নাগরিক আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। পর্দা ছেড়ে মহিলারা পথে নেমেছিলেন মিছিলে যোগ দিতে কিংবা পিকেটিংয়ে অংশগ্রহণ করতে। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে যে বিদেশি পণ্য বয়কটের কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল, সেটি প্রথম যার মাথায় খেলে তাদের অন্যতম ছিলেন পাটনার লিয়াকৎ হোসেন। ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়েতে ধর্মঘটের অন্যতম উদ্যোক্তাও ছিলেন তিনি। সেই সময় বরিশালে সংগঠিত এক সম্মেলন ব্রিটিশ পুলিশ নির্মমভাবে লাঠি চালিয়ে ছত্রভঙ্গ করে একজন মুসলমান নেতা- আবদুল রসুল। স্বদেশি শিল্পের উদ্যোগী ছিলেন আবদুল হালিম গজনাভি। ব্রিটেনে তিনি চামড়ার জিনিস বয়কট করার আন্দোলনের শিরোমণিও ছিলেন তিনি। বাংলার বাইরে বিপ্লবী আন্দোলন ছড়িয়ে দেবার উদ্যোগে কালাম আজাদ। হিন্দু-মুসলমান এক্যের কথা ধ্বনিত হয়েছে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অশিনীকুমার দত্ত, রবীন্দ্রনাথ, নেতাজি সুভাষচন্দ্র প্রমুখের কণ্ঠে। সংঘ বাহিনী কি এসব জানে না? জানে। জানে বলেই ইতিহাসের ধারা কেবল হিন্দুত্ববাদের পথে ধ্বনিত করার অপচেষ্টা করছে স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসবে।

সংঘ বাহিনী কি জানে ১৮৫৭-তে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আগুন যখন জ্বলে উঠেছিল, সেই পরিস্থিতিতে হিন্দু ও মুসলমান পাশপাশি দাঁড়িয়ে লড়াই করেছিলেন সাধারণ (কেমন) বিদেশি শত্রুর বিরুদ্ধে। বিদেশি শাসকের অত্যাচার তো হিন্দুর ওপর হয়েছিল মুসলমানদের বাদ দিয়ে, একথা ইতিহাসে কেউ কখনও লেখেননি। উল্টে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ বিদ্রোহ রানা পার বুসগযানারে মাপা কঠোর নীতি অবলম্বন করেছিল। তাদের ধারণা ছিল বিদ্রোহের প্রাথমিক দায়িত্ব মুসলমানদেরই এবং বিদ্রোহ ঘটেছে তাদেরই নেতৃত্বে ইতিহাসবিদরা হিসেব করে দেখেছেন যে বিদ্রোহের সময় ও বিদ্রোহের অব্যবহিত পরে শুধু দিল্লিতেই অন্তত ২৭,০০০ মুসলমানকে হত্যা করা হয়েছিল। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ পরেও বহুদিন ধরে মুসলমানদের গভীর সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখত। ঠিক এখনও যেমন সংঘ বাহিনীর বীরপুরঙ্গবেরা মুসলমানদের সন্দেহের চোখে দেখে। শাহিনবাদ আন্দোলনে (যা দিল্লিসহ বিভিন্ন রাজ্যের কেন্দ্রে গড়ে উঠেছিল) যাঁরা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন থাঁদের সংঘ বাহিনী টার্গেট করেছিল। মুসলমান হওয়ার কারণেই হয়ত ছাত্রনেতা উমর খালেদ, সাংবাদিক সিদ্দিক কাপ্পানরা রাষ্ট্রের চোখে বিদ্রোহ তাই জেলে তাঁদের স্থান। যেমন জেলে স্থান হয়েছে আরবান নকশ্যাল নামধারী কতিপয় অধ্যাপক, সমাজকর্মী, ব্যবহারজীবী, কবি, পাদ্রী প্রমুখদের। অশীতিপর ওয়ররাও সর্বোচ্চ আদালতের রায়ে এখন জামিনে মুক্ত। স্ট্যান স্বামী তো জেল হেফাজতেই শহিদ হয়েছেন বিজেপি পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকারের জমানায়। সুতরাং অমৃত মহোৎসব সবার জন্য নয়। স্বাধীনতা আন্দোলনের আনসাং হিরোসা পর্দার আড়ালেই থেকে যান, ঘটা করে পালিত হয় অমৃত মহোৎসব অমৃত মহোৎসবকালে দেশের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি কর্পোরেট পুঁজি ও স্বজনতুষ্টিবাদী পুঁজির (ক্রোনি ক্যাপিটাল) হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। গত ৭ আগস্ট ২০২২-এ কলকাতার রুবি সংলগ্ন এক হলঘরে নাগরিক মঞ্চ আয়োজিত এক আলোচনাসভায় জওহরলাল নেহরুর আমলে তৈরি হওয়া পাবলিক সেক্টর পরে যা মহারত, মিনিরত্ব বা নবরত্ব নামে পরিচিত ছিল সেগুলি মোদি জমানায় বেচে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। নবরত্ব ছাড়াও অন্যান্য পাবলিক সেক্টরকেও বেচে দেওয়া হয়েছে বা হচ্ছে বলে জানালেন অর্থনীতিবিদ, ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃত্ব ও পাবলিক সেক্টরে কাজ করেছেন বা করছেন এমন সব বিশেষজ্ঞরা। সেদিনকার গোলটেবিল আলোচনার শিরোনাম ছিল "পাবলিক সেক্টর ইন ইন্ডিয়া"। ইন্দিরা গান্ধির আমলে যে ব্যাঙ্কের জাতীয়করণ হয়েছিল তা আজ ব্যক্তিমালিকানাধীন সংস্থায় পরিণত হতে চলেছে।

ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্স (পরে এয়ার ইন্ডিয়া) একসময় ব্যক্তিমালিকানাধীন থেকে পাবলিক সেক্টরের আওতায় আসে। বর্তমানে তা পুনরায় ত্ত ব্যক্তিমালিকানাধীন হয়েছে। এলআইসি-ও প্রাইভেট থেকে পাবলিক হয়েছিল, বর্তমানে তা আবার প্রাইভেট হচ্ছে। এলআইসি-র শেয়ার অংশীদারিত্ব) আগে (১৯৭১-এ) ৭৫-৮০ শতাংশ ভারত সরকারের কাছে ছিল। এলআইসি-র প্রফিট (লভ্যাংশ) বাজেট ঘাটতি মেটানোর জন্য কাজে লাগত। এলআইসি আজও প্রফিট করে যাচ্ছে কিন্তু বর্তমান সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ১০০ শতাংশ শেয়ারই প্রাইভেট হাতে তুলে দেবে। আলোচনায় এই দিন জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বিশ্বজিৎ ধর বলেন, সরকার যা হাতে পাচ্ছে তাই বিক্রি করে দিচ্ছে। তার বক্তব্য, দেশের বিদেশি মুদ্রা সঞ্চয় ফেরেন এক্সচেঞ্জ রিজার্ভ) সাংঘাতিকভাবে কমে গিয়েছে। ফলে সরকার এখন সব কিছু প্রাইভেট সেক্টরের হাতে তুলে দিচ্ছে। ওষুধ শিল্পে পাবলিক সেক্টরকে সরিয়ে দেওয়ার কুফল ভালমাত্রায় অনুভূত হচ্ছে। প্রতিটি পাবলিক সেক্টরের রিসার্চ আন্ড ডেভলপমেন্ট ইউনিট ছিল। ভারতবর্ষের টেকনোলজি সেলফ রিলায়েন্ট হলে পুরো চেহারাটা বদলে যাবে বলেও তিনি মন্তব্য করেন। অথচ মোদিজি প্রতিদিন আত্মনির্ভর ভারতের কথা বলেন, লোকাল ফর ভোসাপের কথা বলে দেশকে (ধোঁকা দিচ্ছেন, সম্পত্তি বেছে দিচ্ছেন বক্তব্য লেখকেরা) অধ্যাপক ধরের অভিমত, পাবলিক সেক্টর রক্ষার লড়াইয়ে ট্রেড ইউনিয়নের যথেষ্ট ভূমিকা আছে। তাদের চিহ্নিত করতে হবে প্রফিট মেকিং ইউনিট ও লক মেকিং ইউনিটগুলিকেত। তিনি বলেন, পাবলিক সেক্টর ইউনিটে লস মেকিং ইউনিটের য়ে প্রফটি মেকিং ইউনিট বেশি। ২০১০-২১ এর তথ্যে জানা যাচ্ছে, ৯ লক্ষ কোম্পানি লক মেকিং (যা প্রায় ৪৮ শতাংশ) আরও ৪ শতাংশ কোনও প্রফিট করে ৪০ শতাংশ কোম্পোনি। যারা কিছুই প্রফিট করে না তাদের কাছেই পাবলিক সেক্টর ইউনিট দেওয়ার হবে, এদের ট্যাক্সও ছাড় দেওয়া হচ্ছে। নয়ের দশকে (গত শতাব্দী) বিশ্বজুড়ে বিশ্বায়ন (গ্লোবালাইজেশন) নিভীকরণ (প্রাইভেটাইজেশন) ও উদারীকরণ (লিবারইজেশন) চালু হয়েছিল। বর্তমানে দি ইকনমিস্ট পত্রিকা জানাচ্ছে, গ্লোবালাইজেশন এখন পিছু হটেছে । এই পরিস্থিতিতে শিল্পকে রক্ষা করতে হলে স্পেস বাড়ানো দরকার বলেও অধ্যাপক ধর মনে করেন। ইলেকট্রনিক্স ও অটোমোবাইলস-এর ক্ষেত্রে প্লোবাল ভ্যালু চেইঞ্জ-এ এগুলি প্রথম হয়েছে। অনেকে কো-অপারেটিভের মাধ্যমে শিল্প বাচানোর নিদান দিলে অধ্যাপক ধর জানান, কেন্দ্রীয় সরকার কো-অপারেটিভ নিয়ে একটা বিল আনছে। এই বিলের উদ্দেশ্য হল কো-অপারেটিভস সরকারই নিয়ন্ত্রণ করবে। এতদিন জানা ছিল ইনফরমানল সেক্টরে শ্রমিক সংখ্যা প্রায় ৫০ শতাংশ মোট শ্রমিকের। অধ্যাপক ধর বলেন, ই-শ্রমে নথিভুক্ত করে ইনফরমাল সেক্টরে শ্রমিক সংখ্যা দাড়িয়েছে ২০ শতাংশে। অর্থাৎ ইনফরমাল সেক্টরে যে শ্রমিকের সবচেয়ে দুরবস্থা, পরিযায়ী শ্রমিকরা কোভিড-১৯ ছড়িয়ে পড়ার পর সরকারের (মোদি সরকারের) অপরিকল্পিত লকডাউন ঘোষণাতে পরিস্ফুট। শুধু তাই নয়, পরিযায়ী শ্রমিকদের কোনও হিসাব না আছে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে, না আছে রাজ্য সরকারগুলির কাছে। সুতরাং ই-শ্রম পোর্টালে তাদের অন্তর্ভুক্তি করে দিলেই সরাকর বিড়ম্বনার হাত থেকেও রেহাই পাবে। সে সংখ্যা কম দেখানো হচ্ছে।

সরকার অমৃত মহোৎসব ঘটা করে উদযাপন করছে, করতেই পারে। কিন্তু আইএলও ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশন) নির্দিষ্ট লেবার স্ট্যান্ডার্ড ও এনভায়রনমেন্ট স্ট্যান্ডার্ড কি মানা হয়? পশ্চিমি দেশ, বিশেষ করে ইউকে, ইউরোপিয় ইউনিয়ন, কানাভাতে এই দুটি স্ট্যান্ডার্ড মানা হয়। আইএলও ১৩৮ কথা বলা আছে। সরকার কি এসব মানে?

সম্প্রতি অর্থনীতিবিদ প্রণব বর্ধন একটি দৈনিকে (১০ আগস্ট, ২০২২) এক লেখায় বলেছেন- রাষ্ট্র হিসাবে ভারতের আর্থিক সামর্থ্য অত্যন্ত সীমিত। তার ফলে, রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের পরিসরও সীমিত। ২০১৯-২০ সালে ভারতে কর ও জিডিপি-র অনুপাত ছিল ১৭ শতাংশ। একটি গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে এই অনুপাতটি অনেকখানি কম তো বটেই, আজ থেকে ৩০ বছর আগে এই অনুপাত যা ছিল, এটি তার চেয়েও সামান্য কম। এই অর্থাভাবের কারণেই ভারতীয় রাষ্ট্রে মুর হয়ে যাওয়া সরকারি কর্মীর পদও খালিই থেকে যায়, তা ছাড়া পন তুলনায় অনেক কম পদ মঞ্জুর হয়, লেখাতেই অধ্যাপক বর্ধন বিভশালীদের ভোগ করা পরিমাণের কথাও বলেছেন যা জিডিপি-র প্রায় আট শতাংশ। একটু উল্লেখ করা যাক- পরোক্ষ করের বোঝা স্বপিতর উপরে তুলনায় বেশি। ভারতে পরোক্ষ কর বাবদ আদায় হওয়া রাজস্বের পরিমাণ ধারাবাহিকভাবে বেড়ে চলেছে। তাছাড়াও, বিভিন্ন ধরনের কর ছাড়, সুবিধা এবং মূলত সমাজের বিত্তশালী অংশের ভোগ করা ভর্তুকির পরিমাণ এই দেশে জিডিপির প্রায় আট শতাংশ। মধ্যবনত শ্রেণিকে খুশি করার জন্য ২০১৯ সালে করহীন আয়ের সীমা বাড়িয়ে দ্বিগুণ করা হল। দেশে এমনিতেই আয়করদাতার সংখ্যা অতি সীমিত- এই ছাড়ের সীমা বাড়ানোর ফলে তাদের বড় অংশ আয়করের আওতার বাইরে চলে গেলেন। সে বছর সেপ্টেম্বর মাসেই কিন্তু সরকার এক ঝটকায় কর্পোরেট বা বড় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের ওপর করের হাস কমিয়ে দিল অনেকখানি। তার ফলে রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ যতটা কমল, তা সে বছর স্বস্থেত্রের জন্য বাজেট বরাদ্দের প্রায় অর্ধেক। এর থেকে বোঝা যায়, ধনীদের প্রভূত রাজনৈতিক প্রতিপত্তি এবং যোগাযোগ ভাবে আর্থিক দিক থেকে রাষ্ট্রের হাত-পা বেঁধে রাখে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ৭৫ বর্ষে সরকার যে অমৃত মহোৎসব করছে তা কি সাধারণ মানুষের দুঃখ দুর্দশা লাঘব করার সংকল্পে করছে নাকি তাদের গোপন অ্যাজেন্ডায় ভবিষ্যতের ভারতবাসীর ভাগ্যকে নির্ধারণ করতে চাইছে। অবশ্য আরএসএসের গোপন আযাজেন্ডা এখন খোলা আযাজেন্ডায় পরিণত।

এই প্রতিবেদনের শুরুতে উল্লেখ করা হয়েছে, চরমপন্থীদের স্বাধীনতা আন্দোলনে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের কথা। সেই ভারতবর্ষে বৈপ্লবিক সন্ত্রাসের উত্তব ও ক্রমবিকাশ ঘটেছে যুক্তবঙ্গে, মহারাষ্ট্রে, পঞ্জাবে, দক্ষিণ ভারতেও। গুপ্ত সমিতিগুলি নানাভাবে কাজ করছে। সেগুলির মধ্যে কলকাতা ও ঢাকার অনুশীলন সমিতি, কলকাতার যুগান্তর এবং মহারাষ্ট্রের সাভারকার ভতৃদবয়ের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত মিত্র মেলা' সুপরিচিত হয়ে উঠেছিল। সাভারকার দেশত্যাগের করেছিলেন। সমগ্র পশ্চিম ভারত জুড়ে তার অনেকগুলি শাখা গড়ে উঠেছিল। নাসিক, পুণা এবং বোম্বাই বোমা তৈরির কেন্দ্র হয়েছিল। সশস্ত্র বিপ্লবীরা ভাইসরয়ের প্রাণনাশের চেষ্টা করেছিলেন। একটি বিদায় সভায় নাসিকের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জ্যাকসনকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়া হয়েছিল। এই ঘটনার আগে ভারতীয় তরুণদের দ্বীপান্তর ও ফাঁসি দেওয়ার প্রতিবাদে সাভারকারের এক অনুগামী এম এল ধিংড়া লন্ডনে ইন্ডিয়া অফিসের পদস্থ কর্মচারী কার্জন ওয়াইলিকে হতা করেন। তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। ধিংড়া-যোগে সাভারকার ধরা না পড়লেও অন্য কেসে ধরা পড়েন। তার ভাই গণেশকে আন্দামানে পান্তর দেওয়া হয়। পরে লগন থেকে দামোদর সাভারকার ধরা পড়েন। এই জেলে থাকাকালীন দুই ভাইই, ব্রিটিশদের অনুগত হয়ে থাকতেন। জেলে বন্দিদের সঙ্গে পশুদের মতো আচরণ করার প্রতিবাদে করবেন। সাহায্য তারা করেওছিলেন। অমৃত মহোৎসবে মোদিভিরা কোন সাভারকারকে মনে করতে বলছেন? চরমপী মিত্র মেলা' সংগঠনের সাভারকার, না আন্দামান জেলে বদলে যাওয়া ব্রিটিশদেরগু অনুগত সাভারকারষ একই কথা প্রযোজ্য হেডগেওয়ার, গোলওয়ালকার ও গডসে সম্বকেও। যে গডসে ভাতির ভনককে হত্যা করে নিন্দিত হয়েছিল আপামর দেশবাসীর কাছে, তাকেও স্মরণের কথা মোদিজিরা কি বলছেন? দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে আরএসএসের . অবদান হল মোদিজিরা এটি বিলক্ষণ জানেন। আর জানেন বলেই স্বাধীনতার ৭৫ বছরের ইতিহাসকে নন্মভাবে পাল্টে ফেলার মরিয়া প্রচেষ্টা তাঁদের। যে শ্যামাপ্রসাদ নেহরু মন্ত্রিসভায় স্থান পেয়ে দেশে পাবড্রিলক সেক্টর গড়ে তোলার নেহরুর প্রস্তাবকে কার্যকর করতে মন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন এবং পণ্ডিত নেহরু ১৯৫৬ সালে 'ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেজোল্যাশন পলিসি'তে পাবলিক সেক্টর গড়ে তুললেন, স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসবে মোদিজিরা পাবলিক সেক্টর বেচে দিয়ে তাঁদরে শ্যামাপ্রসাদ মুখ্যোপাধ্যায়কে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন। এও কি সম্ভব? স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসবে এভাবেই বুঝি মোদিজিরা তাঁদের পূর্বাসূরীদের কীর্তিকে জলাঞ্জলি দিয়ে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করছেন?

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

মানিক ভট্টাচার্যের ঘনিষ্ঠের টিচার্স ট্রেনিং সেন্টারে তালা ভেঙে তল্লাশি ইডির

কলকাতা, ১৫ অক্টোবর (হি. স.) : শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে অভিযুক্ত মানিক ভট্টাচার্য ইতিমধ্যেই গ্রেফতার হয়েছেন ইডির হাতে। আর এবার তাঁর আরও একটি অফিসে শনিবার সাতসকালে তল্লাশি অভিযান চালাল ইডি আধিকারিকদের একটি দল। শনিবার সকালে মহিষবাথানে মানিক ঘনিষ্ঠ তাপস মণ্ডলের টিচার্স ট্রেনিং সেন্টারে হানা ইডি আধিকারিকদের। চলছে জোর তল্লাশি।

দুর্নীতি সংক্রান্ত আরও নানা তথ্যের খোঁজে এদিন সকালে ইডি আধিকারিকরা মহিষবাথানে হানা দেন। তালা বন্ধ থাকায় ঢুকতে কিছুটা বেগ পেতে হয়। চাবিওয়ালা খুঁজে আনা হয়। প্রায় ঘণ্টাখানেকের চেষ্টায় তালা ভেঙে শাটার খুলে অফিসের ভিতরে ঢোকেন তদন্তকারীরা। ওই অফিস থেকে বেশ কিছু ছবি উদ্ধার করা হয়েছে। এছাড়া নানা ধরনের নথিপত্র মিলেছে। ব্যাংকের স্লিপ এবং বেশ কয়েকটি খাম পাওয়া গিয়েছে। ওই খামের ভিতরে কী রয়েছে, সেটাই এখন দেখার। ইডি আধিকারিকদের অনুমান, এই টিচার্স ট্রেনিং সেন্টারের সঙ্গে নিয়োগ দুর্নীতির কোনো না কোনো যোগসূত্র থাকতে পারে।স্থানীয় সূত্রে পাওয়া খবর অনুযায়ী, প্রায় ২০১২ সাল থেকে এই ট্রেনিং সেন্টার চলছে। তদন্তে পাওয়া সূত্র বলছে এই শিক্ষক ট্রেনিং সেন্টারের মালিক মানিক ঘনিষ্ঠ। কিন্তু আচমকা মাস দুয়েক আগেই বন্ধ হয়ে যায় এই কোচিং সেন্টারটি। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, তড়িঘড়ি খুলে ফেলা হয় সমস্ত হোর্ডিং। মিনার্ভা এডুকেশন সোসাইটির নামে এই কোচিং সেন্টারটি ভাড়া নেওয়া হয়। বাড়ি মালিক জানাচ্ছেন, গত কয়েক মাস ধরেই বাকি পড়ে ভাড়া। যারা ভাড়া নিয়েছেন তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা যাচ্ছে না।

উল্লেখ্য, শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে গ্রেফতার প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতি তথা তৃণমূল বিধায়ক মানিক ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে শুধুমাত্র বেআইনি নিয়োগ নয়, বেনিয়মে শিক্ষকদের বদলির সুপারিশ দেওয়া অভিযোগও উঠে এসেছে। আর এবার তাঁর ঘনিষ্ঠের নামে থাকা এই টিচার্স ট্রেনিং সেন্টারকে ঘিরেও তৈরি হয়েছে একাধিক জল্পনা।

১৭ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী কিষান সম্মান ২০২২ এর উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী মোদী

নয়াদিল্লি, ১৫ অক্টোবর (হি.স.) : আগামী ১৭ অক্টোবর ভারতীয় কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের (আইএআরআই) পুসা মেলা মাঠে দুদিনের প্রধানমন্ত্রী কিষান সম্মান সম্মেলন ২০২২-এর উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শনিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে এখবর জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী নরেন্দ্র সিং তোমর। এদিন তোমর বলেন, প্রধানমন্ত্রী মোদী সরাসরি সুবিধাভোগীদের স্থানান্তরের (ডিবিটি) মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি (পিএম-কিসান) প্রকল্পের অধীনে কৃষকদের ১৬ হাজার কোটি টাকার ১২তম কিস্তি প্রদান করবেন। এ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী এগ্রি স্টার্টআপ কনক্লেভ ও প্রদর্শনীরও উদ্বোধন করবেন। এছাড়াও, কেন্দ্রীয় রাসায়নিক ও সার মন্ত্রক ৬০০ পিএম-কিষাণ সমৃদ্ধি কেন্দ্র উদ্বোধন করবেন এবং ভারত ইউরিয়া ব্যাগ - কৃষকদের জন্য এক দেশ-এক সার নামে একটি ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্প চালু করা হবে।

তোমর আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী মোদী কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রক এবং রাসায়নিক ও সার মন্ত্রক দ্বারা আয়োজিত প্রধানমন্ত্রী কিষান সম্মান সম্মেলন-২০২২-এ কোটি কোটি কৃষক, কৃষি স্টার্টআপ, গবেষক, নীতি-নির্ধারক, ব্যাঙ্কার, অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের ভাষণ দেবেন। এক কোটিরও বেশি কৃষক এই অনুষ্ঠানে ভার্চুয়াল অংশ নেবেন। ৭৩২টি কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র, ৭৫টি ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ এগ্রিকালচারাল রিসার্চ (আইসিএআর) এবং ৭৫টি রাজ্য কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ৫০ হাজার প্রাথমিক কৃষি সমবায় সমিতি এবং দুই লক্ষ কমিউনিটি সার্ভিস সেন্টার -এর মতো বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান অনলাইনে সংযুক্ত হবে।

শিন্ডে সরকারের আর্জি মেনে সাইবাবার মুক্তির নির্দেশে স্থগিতাদেশ সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ১৫ অক্টোবর (হি. স.) : মাওবাদী সংস্রবের অভিযুক্ত প্রাক্তন অধ্যাপক জি এন সাইবাবাকে জেলবন্দি রাখার নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। শনিবার জরুরি ভিত্তিতে শুনানির পরে বিচারপতি এম আর শাহ এবং বিচারপতি বেলা ত্রিবেদীকে নিয়ে গঠিত শীর্ষ আদালতের বেঞ্চ এ বিষয়ে বম্বে হাই কোর্টের শুক্রবারের নির্দেশের উপর স্থগিতাদেশ জারি করেছে।

বম্বে হাই কোর্টের বিচারপতি রোহিত দেও এবং অনিত পানসরের ডিভিশন বেঞ্চ শুক্রবার সাইবাবা এবং তাঁর সঙ্গীদের সাজার নিম্ন আদালতের রায় খারিজ করে জানিয়েছিল, তাঁদের বিরুদ্ধে মাওবাদী সংস্রবের কোনও

আদালতগ্রাহ্য তথ্য প্রমাণ দিতে পারেনি মহারাষ্ট্র পুলিশ। পাশাপাশি, প্রয়োজনীয় অনুমোদন ছাড়া চার্জ গঠনের প্রক্রিয়া নিয়েও প্রশ্ন তুলেছিল নাগপুর বেঞ্চ। কিন্তু এর বিরোধিতা করে মহারাষ্ট্র সরকার।

৮ ডিসেম্বর মামলার পরবর্তী শুনানি। তত দিন পর্যন্ত নাগপুর সেন্ট্রাল জেলে বন্দি থাকতে হবে প্রতিবন্ধী সাইবাবা এবং তাঁর সঙ্গীদের। প্রতিবন্ধী এবং অসুস্থ সাইবাবাকে গৃহবন্দি রাখার জন্য তাঁর আইনজীবীতের তরফে আবেদন জানানো হলেও মহারাষ্ট্র সরকারের আপত্তি মেনে নিয়ে তা খারিজ করে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। শুক্রবার নাগপুর বেঞ্চের রায় ঘোষণার পরেই নাগপুর সেন্ট্রাল জেলে বন্দি প্রতিবন্ধী সাইবাবা এবং তাঁর সহ-অভিযুক্ত চার জনের মুক্তির নির্দেশকে সুপ্রিম কোর্টে চ্যালেঞ্জ জানায় মহারাষ্ট্রের বিজেপি-শিন্ডেসেনা সরকার। আবেদন গ্রহণ করে শনিবার বেলা ১১টায় জরুরি ভিত্তিতে শুনানির সিদ্ধান্ত নেয় শীর্ষ আদালত। তাঁকে।

শনিবার সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, সাইবাবা এবং তাঁর সঙ্গীদের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ রয়েছে। তাই তাঁদের মুক্তির সিদ্ধান্ত পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। নাগপুর সেন্ট্রাল জেলে বন্দি অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক সাইবাবা এখন শারীরিক ভাবে চলচ্ছক্তিহীন। হুইল চেয়ার ব্যবহার করতে হয় তাঁকে। তাই সাইবাবাকে জেলবন্দি রাখার জন্য মহারাষ্ট্র সরকারের এই তৎপরতা নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রশ্ন তুলেছে মানবাধিকার সংগঠনগুলি।

কোচবিহারে ব্রাউন সুগার সহ গ্রেফতার ৩

কোচবিহার, ১৫ অক্টোবর (হি.স.) : ২০০ গ্রাম ব্রাউন সুগার সহ তিন যুবককে গ্রেফতার করল কোচবিহার জেলা পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ। শনিবার নিউ কোচবিহার রেলস্টেশন ও খাগড়াবাড়ি এলাকা থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতদের মধ্যে ইলিয়াস খান (১৯) ও ফারুক শেখ (২৭) মালদার কালিয়াচকের বাসিন্দা। আরেক অভিযুক্ত নুরজামালের বাড়ি পুন্ডিবাড়ি থানার দামোদরপুরে। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কুমার সানি রাজ জানিয়েছেন, উদ্ধার হওয়া ২০০ গ্রাম ব্রাউন সুগারের দাম আনুমানিক ১০-১২ লক্ষ টাকা। মালদা থেকে দু'জন পুন্ডিবাড়ির ওই যুবককে ব্রাউন সুগার দিতে এসেছিল। তিনজনকেই গ্রেফতার করা হয়েছে।

দিল্লিতে তলব, ইডি দফতরে হাজিরা দিতে হবে সুকন্যাকে

বীরভূম, ১৫ অক্টোবর (হি স)। অনুব্রত মণ্ডলের মেয়েকে দিল্লির সদর দফতরে ডেকে পাঠাল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। গরু পাচার মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সুকন্যা মণ্ডলকে ২৭ অক্টোবর হাজিরা দিতে হলা হয়েছে। অনুব্রত মণ্ডলের গ্রেফতারির পর গরু পাচার মামলায় যত তদন্ত এগিয়েছে ততই জড়িয়ে পড়েছেন সুকন্যা। তাঁর নামে-বেনামে একাধিক সম্পত্তির হদিশ পেয়েছেন তদন্তকারীরা। সায়গল হোসেনকে হেফাজতে পেতে দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ পিএমএলএ আদালতে আবেদন জানিয়েছে ইডি। সেই আবেদনের ভিত্তিতে সোমবারই শুনানি হবে আদালতে। এরইমধ্যে আবার সুকন্যাকে দিল্লিতে ইডির ডেকে পাঠানো নিয়ে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। গরু পাচার মামলায় অনুব্রত মণ্ডলকে গ্রেফতার করেছে সিবিআই। জেলা হেফাজতে রয়েছেন বীরভূমে তৃণমূলের জেলা সভাপতি। তাঁর পাশাপাশি সুকন্যার সম্পত্তিও তদন্তকারীদের আতস কাঁচের তলায়। তাঁর নামে রয়েছে রাইস মিল-সহ কোটি টাকার সম্পত্তি ও ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স। প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষিকা হয়ে এত টাকার মালিক হলেন কীভাবে? এই প্রশ্নই ঘুরছে তদন্তকারীদের মাথায়। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চায় ইডি। আগামী সোমবারের মধ্যে এ সংক্রান্ত নথি জমা দিতে বলা হয়েছে সিবিআইয়ের তরফে। যে সংস্থা সিবিআইয়ের নজরে, সূত্রের খবর, সেই সংস্থার ডিরেক্টর হিসাবে নাম রয়েছে বিদ্যুৎবরণ গায়েনেরও। তিনিও নজরে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার।

মানিক ঘনিষ্ঠ অভিযুক্তদের অফিস-বাড়িতে ইডি তল্লাশি

উত্তর ২৪ পরগনা, ১৫ অক্টোবর (হি স)। বারাসাতের দেবীপুরে একটি ইনস্টিটিউট চালাতেন মানিক ভট্টাচার্য ঘনিষ্ঠ তাপস মণ্ডল। শনিবার সকালে সেখানে হানা দেয় ইডি।ইডি সূত্রের খবর, শ্রীগোপাল মল্লিক লেনের ওই বহুতলের মালিক শৈবাল ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, ওই বাড়ির একটি ঘর ভাড়া নিয়ে জনৈক তাপস মণ্ডল ১৯৯২-৯৩ সালে মিনার্ভা এডুকেশনাল অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার সোসাইটি নামে একটি কোচিং সেন্টার চালাতেন। পরে একটি ঝামেলার কারণে তাঁকে সেই বাড়ি থেকে উঠে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। ইডি মনে করছে এই একই নামের মহিষবাথানের ট্রেনিং সেন্টারটির মালিকও এই তাপস মণ্ডলই।শনিবার শ্রীগোপাল মল্লিক লেনের বাড়ির মালিক জানতে পারেন, একাধিক জায়গায় নিজের স্থায়ী ঠিকানা হিসেবে ওই বাড়ির নাম করতেন তাপস। সেই সূত্রেই শনিবার ওই বাড়িতে হানা দেন ইডি আধিকারিকরা।বারাসতের আর এক বাসিন্দা চন্দন মাইতির বাড়িতেও হানা দেয় ইডি। এঁদের বিরুদ্ধে নিয়োগ দুর্নীতিতে প্রত্যক্ষ ভাবে যুক্ত থাকার প্রমাণ মিলেছে বলে দাবি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাটির। এ ছাড়া মহিষবাথানের একটি ট্রেনিং সেন্টারের অফিসে হানা দিয়েছিলেন ইডি আধিকারিকরা।

মহিষবাথানে দরজা বন্ধ থাকায় কার্যত পাঁচিল টপকে ঢোকেন ইডি-র অফিসাররা। কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে ঘিরে চলে তল্লাশি। শাটারের তালা ভেঙে ভিতরে ঢোকেন ইডি আধিকারিকরা।

বাঁশবাগানে যুগলের ঝুলন্ত দেহ আশঙ্কা প্রেমে বাধা থেকে আত্মঘাতী

হুগলি, ১৫ অক্টোবর (হি. স.) : শনিবার হামিরাগাছি ব্রাহ্মণপাড়ার একটি বাঁশবাগানে এক যুগলকে সকালে একই দড়িতে ঝুলতে দেখা যায়। মৃত তরুণের বাড়ির অদূরেই ওই বাঁশবাগান। এলাকাতেও বিষণ্ণতার ছায়া। জলজ্যান্ত দুটো প্রাণ এভাবে চলে যাওয়ার ধাক্কা সামলাতে পারছেন না পড়শিরাও।অভিযোগ, প্রেমে বাধা পেয়ে তার জেরে আত্মঘাতী হলেন প্রেমিক-প্রেমিকা। মৃতদের এক জন প্রাপ্তবয়স্ক হলেও দ্বিতীয় জন নাবালিকা। মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে হরিপাল থানার মালিয়া গ্রামে। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। দুজনেই হরিপাল থানা এলাকার বাসিন্দা।পড়শিদের দাবি, দুজনের দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠতা। কিন্তু বাড়ির লোকজন এই সম্পর্ক মানতে চাননি। ২০২০ সালে দুজনে একবার পালিয়েও গিয়েছিল। সেই সময় তরুণের বিরুদ্ধে নাবালিকাকে অপহরণের অভিযোগ করে পরিবার। পুলিশ দুজনকে উদ্ধার করে। কিন্তু ওই ঘটনায় তিন মাস জেলে ছিলেন তরুণ। তার পরও দুজনের সম্পর্ক ভাঙেনি, জানাচ্ছেন পড়শিরা। যোগাযোগও ছিল।

পুলিশ সূত্রে খবর, মাঝেমধ্যে এক আত্মীয়ের বাড়িতে গিয়ে কিশোরী কয়েকদিন করে থেকে আসত। এবারও সেই জন্যই বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল। তাও দিনচারেক আগেকার ঘটনা। কিন্তু তার পর যে মেয়ের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হবে, সে কথা ভাবতে পারেননি কেউ। কার্যত এক অবস্থা তরুণের পরিবারেও। শোকে বিহ্বল দুই বাড়ি। কথা বলার ভাষাটুকুও হারিয়েছেন তাঁরা।

তল্লাশি চালিয়ে অস্ত্রশস্ত্র ও কার্তুজ উদ্ধার নানুরে

নানুর, ১৫ অক্টোবর (হি. স.) : তল্লাশি অভিযান চালিয়ে বীরভূমের নানুরে অস্ত্র উদ্ধার। শনিবার ভোর রাতে বীরভূমের নানুর থানার হাটসেরান্দি গ্রামের কাছে রাস্তার উপর তল্লাশি চালিয়ে অস্ত্রশস্ত্র ও কার্তুজ উদ্ধার করেছে পুলিশ। ঘটনায় দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।পুলিশ সূত্রে খবর, এদিনের তল্লাশি অভিযানে একটি দেশি পিস্তল, একটি ৭.৬৫ এমএম পিস্তল, ছয় রাউন্ড কার্তুজ ও একটি মোটর বাইক উদ্ধার হয়েছে। ঘটনায় মিঠুন শেখ ও জহির শেখ নামে দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। সূত্রের খবর, ধৃতেরা অস্ত্রগুলি বিক্রির উদ্দেশ্যে বোলপুরের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বিপজ্জনক দেশ পাকিস্তান, কড়া আক্রমণ মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন-র

ওয়াশিংটন, ১৫ অক্টোবর (হি.স.) : পাকিস্তানকে কড়া আক্রমণ করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। পাকিস্তানকে অত্যন্ত বিপজ্জনক দেশ হিসেবে বর্ণনা করে তিনি এর বিরুদ্ধে সমন্বয় ছাড়াই পারমাণবিক অস্ত্র সংগ্রহের অভিযোগ তোলেন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ইতালি ও হাঙ্গেরিকেও টার্গেট করেছেন। মার্কিন মধ্যবর্তী নির্বাচনের জন্য তহবিল সংগ্রহ সংক্রান্ত একটি ইভেন্টে বাইডেন বলেন, পাকিস্তান বিশ্বের অন্যতম বিপজ্জনক দেশ। পাকিস্তান কোনো ধরনের সমঝোতা ছাড়াই পারমাণবিক অস্ত্র মজুত করে রেখেছে। এই পরিস্থিতি সমগ্র বিশ্বের জন্য বিপজ্জনক। তিনি হাঙ্গেরি এবং ইতালিকেও টার্গেট করে বলেন, গণতন্ত্র ইস্যুতে

বিশ্বব্যাপী চলমান আলোচনার দিকে তাকালেই সত্যতা দেখতে পাবেন। ন্যাটোর সদস্য হওয়া সত্ত্বেও হাঙ্গেরি গণতন্ত্রের ব্যাপারে আন্তরিক নয়। উল্লেখ্য, হাঙ্গেরির প্রধানমন্ত্রী ভিক্টর অরবানকে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের খুব কাছের বলে মনে করা হয়। একইভাবে তিনি ইতালির ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন। পাকিস্তান, হাঙ্গেরি ও ইতালির মতো দেশ থেকে সতর্ক থাকার কথাও বলেছেন তিনি।

শুক্রবারও অপরিবর্তিত জ্বালানির দাম

নয়াদিল্লি, ১৫ অক্টোবর (হি.স.) : শনিবারও দেশে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম স্থিতিশীল রয়েছে। ফলে টানা চারমাসেরও বেশি সময় পার হয়ে গেলেও অপরিবর্তিত থাকল জ্বালানির দাম।শনিবার ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন এক বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, দিল্লিতে পেট্রোল প্রতি লিটার ৯৬.৭২ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৮৯.৬২ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।মুম্বইতে এক লিটার পেট্রোল পাওয়া যাচ্ছে ১০৬.৩১ টাকায় এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯৪.২৭ টাকায়। চেন্নাইতে এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০২.৬৩ টাকা এবং ডিজেলের ৯৪.২৪ টাকা। কলকাতায় এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০৬.০৩ টাকা আর ডিজেলের দাম ৯২.৭৬ টাকা।ভ্যাট এবং মালবাহী চার্জের উপর নির্ভর করে দেশে পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম রাজ্যে আলাদা। কেন্দ্রীয় সরকারও মোটর জ্বালানির উপর আবগারি শুল্ক নিয়ে থাকে।

ইনোভা গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু ২, আহত ৭

মুম্বই, ১৫ অক্টোবর (হি.স.) : মুম্বইয়ের বিক্রোলি এলাকায় ইস্টার্ন এক্সপ্রেস হাইওয়েতে একটি দ্রুতগামী ইনোভা গাড়ি একটি গাছের সঙ্গে ধাক্কা লেগে দুজনের মৃত্যু হয়েছে। এই ঘটনায় সাতজন যাত্রী আহত হয়েছেন, যাদের মধ্যে ৬ জনকে ভান্ডুপের ফোর্টিস হাসপাতালে এবং একজনকে মুলুন্ডের বীর সাভারকার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আহতদের মধ্যে আয়ান কুরেশি (১৮) এর অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে। মৃতদের নাম জুনায়েদ কুরেশি (২৬) এবং সাহিল কুরেশি (১৮)। পুলিশ জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে কুরলা কসাই ওয়াদার নয়জন যুবক একটি ইনোভা গাড়িতে করে ভিওয়ান্ডির দিকে যাচ্ছিলেন। চালক জুনায়েদ গাড়ি চালাচ্ছিলেন এবং কাঞ্জুরমার্গ বাসস্টপের কাছে গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পিপল গাছের সঙ্গে ধাক্কা লাগে। পুলিশ দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের হাসপাতালে নিয়ে যায়।

গঙ্গার ঘাট পরিদর্শনের সময় সেতুর সঙ্গে স্টিমারের সংঘর্ষ

পটনা, ১৫ অক্টোবর (হি.স.) : শনিবার মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের নিরাপত্তায় একটি বড় ভুল সামনে এসেছে। পটনায় ছট পুজোর আগে ঘাট পরিদর্শনের সময় জয়প্রকাশ নারায়ণ সেতুর সঙ্গে তাঁর স্টিমারের সংঘর্ষের কারণে সামান্য আঘাত পান তিনি। মুখ্যমন্ত্রী এদিন পটনার ছটঘাট পরিদর্শন করছিলেন। এসময় জেপি সেতুর সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর স্টিমারের সংঘর্ষ হয়। এই ঘটনায় সামান্য আহত হন নীতীশ। এটি একটি বড় নিরাপত্তা ত্রুটি হিসাবে বিবেচিত হয়। এই বিষয়ে পটনা জেলা প্রশাসন বলছে, মুখ্যমন্ত্রীর কোনও আঘাত লাগেনি। প্রযুক্তিগত ত্রুটির কারণে স্টিমারকে বদলানো হয়েছে। প্রসঙ্গত, মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার আজ পটনার নাসরিগঞ্জ ঘাট, পাটনা সিটি ঘাট, ভদ্রা ঘাট, মহেন্দ্রু ঘাট সহ বেশ কয়েকটি ঘাট পরিদর্শন করেছেন। তিনি ছট উৎসবের প্রস্তুতির জন্য ঘাটগুলো ঘুরে দেখেন।

মধ্যপ্রদেশ থেকে শুরু করে ভারতেও এখন মাতৃভাষায় চিকিৎসা বিজ্ঞানের শিক্ষা

ভোপাল, ১৫ অক্টোবর (হি.স.) : চিন, রাশিয়া, জাপান, ইউক্রেনের মতো এখন ভারতেও চিকিৎসা শাস্ত্রের শিক্ষা হবে মাতৃভাষায়। দেশে শুরু হচ্ছে মধ্যপ্রদেশ থেকে। রাজ্যের ৯৭ জন চিকিৎসকের একটি দল চার মাসে দিনরাত পরিশ্রম করে ইংরেজি বই হিন্দিতে অনুবাদ করেছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ আগামীকাল রবিবার ভোপালের লাল প্যারেড গ্রাউন্ডে আয়োজিত একটি জমকালো অনুষ্ঠানে এই বইগুলি প্রকাশ করবেন।

মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান বলেন, শিশুরা জন্মের সঙ্গে সঙ্গে তাদের মাতৃভাষায় শিখতে শুরু করে এবং তাদের প্রতিভার এই বহিঃপ্রকাশ শুধুমাত্র তাদের মাতৃভাষায় করা যেতে পারে এবং সেই কারণেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রাথমিক এবং উচ্চতর শিক্ষা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। হিন্দিতেও মেডিকেল অধ্যয়ন পরিচালনার জন্য পাঠ্যপুস্তক তৈরি করা হয়েছে। ইংরেজি এখন আর বাধ্যতামূলক নয়। আগামীকাল রবিবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ হিন্দি ভাষাতে চিকিৎসা শাস্ত্রের শিক্ষা বই চালু করতে ভোপালে সফর করবেন।

চিকিৎসা শিক্ষামন্ত্রী বিশ্বাস সারং জানিয়েছেন, মধ্যপ্রদেশের হিন্দি বিশেষজ্ঞদের মেডিকেল কলেজের অধ্যাপকরা এমবিবিএস প্রথম বর্ষের বইয়ের অনুবাদ সংস্করণ প্রস্তুত করেছেন। পুরো প্রকল্পের নাম দেওয়া হয়েছে মান্দার। মন্দার নামকরণের পেছনে ধারণা ছিল যে, সমুদ্র মন্থনে যেভাবে মন্দার পর্বত থেকে অমৃত বের করা হয়েছিল, ঠিক সেভাবে ইংরেজি বইগুলি হিন্দিতে অনুবাদ করা হয়েছে। মান্দার সঙ্গে জড়িত চিকিৎসক ও বিশেষজ্ঞরা বুদ্ধিমত্তার পর বই তৈরি করেছেন। মন্ত্রী সারঙ্গ বলেন, আমি আনন্দিত যে এখন ভারতও বিশ্বের সেই সব দেশে যোগ দিয়েছে, যারা তাদের মাতৃভাষায় চিকিৎসা শিক্ষা দেয়। দেশে প্রথম শুরু হচ্ছে মধ্যপ্রদেশ থেকে।

চাকরিপ্রার্থীদের পুলিশি ধরপাকড় টেনে-হিঁচড়ে তোলা হল অবস্থান

কলকাতা, ১৫ অক্টোবর (হি. স.) : চাকরিপ্রার্থীদের সঙ্গে বচসা পুলিশের। আর তারপরই শুরু হয় পুলিশি ধরপাকড়। শনিবার দুপুরে শিয়ালদহ মেট্রো স্টেশনের কাছে আপার প্রাইমারি চাকরিপ্রার্থীরা অবস্থান করছিলেন। নিয়োগে বেনিয়মের প্রতিবাদ এবং চাকরির দাবিতে অবস্থান করছিলেন আন্দোলনরত আপার প্রাইমারি চাকরিপ্রার্থীরা। সেখানেই পুলিশের সঙ্গে তাঁদের বচসা বাধে এবং এরপর তাঁদের সেখান থেকে তুলে নিয়ে যান কর্তব্যরত পুলিশকর্মীরা।

কারও কলার ধরে টানতে টানতে, আবার কাউকে বসে থাকা অবস্থাতেই টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যান পুলিশকর্মীরা। চাকরিপ্রার্থীদের উদ্দেশ্য ছিল, কালীঘাটের উদ্দেশে যাওয়ার। কিন্তু আন্দোলনরত আপার প্রাইমারি চাকরিপ্রার্থীরা স্টেশন চত্বরে আসতে না আসতেই তাঁদের ধরপাকড় শুরু করেন পুলিশকর্মীরা। এরই মধ্যে পুলিশের চোখে ফাঁকি দিয়ে একদল এগিয়ে যেতে থাকে। শেষ পর্যন্ত শিয়ালদহ স্টেশন সংলগ্ন একটি সুপার মার্কেট এলাকা থেকে যখন তাঁরা মৌলালি এলাকায় তাঁরা পৌঁছান, সেই সময় তাঁদের আটকে দেয় পুলিশ। সেখান থেকে পুরুষ আন্দোলনকারীদের বেশিরভাগকে আটক করা হয়। পুলিশের সঙ্গে ওই ধস্তাধস্তির সময় চাকরিপ্রার্থীদের একজন অসুস্থ হয়ে পড়েন। সব মিলিয়ে পুলিশের সঙ্গে চাকরিপ্রার্থীদের একাংশের খণ্ডযুদ্ধের পরিস্থিতি তৈরি হয়। তখনও রাস্তার উপর বসে অবস্থান-বিক্ষোভ চালিয়ে যাচ্ছিলেন মহিলা আন্দোলনকারীরা। পরে মহিলা পুলিশকর্মীদের ডেকে নিয়ে এসে, তাঁদেরও সেখান থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রিজন ভ্যান, বাসে করে তুলে নিয়ে যাওয়া হয় আন্দোলনরত চাকরিপ্রার্থীদের। চাকরিপ্রার্থীদের বক্তব্য, তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে তাঁকে নিজেদের অবস্থার কথা জানাতে চান। কিন্তু তার আগেই পুলিশ তাঁদের তুলে নিয়ে যায়।

উল্লেখ্য, পুলিশের তরফে আগে থেকেই হাজরা মোড় ও শিয়ালদহ স্টেশন চত্বরে প্রচুর পরিমাণে উর্দিধারীদের মোতায়েন করা হয়েছিল। প্রসঙ্গত, সম্প্রতি আপার প্রাইমারিতে ১৫৮৫ জনকে ইন্টারভিউতে ডাকার জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। কিন্তু এই আন্দোলনকারীদের বক্তব্য, যে ১৫৮৫ জনকে ডাকা হয়েছে, তার বাইরেও অনেক যোগ্য চাকরিপ্রার্থী রয়েছেন। সেই দাবি নিয়েই এদিনের কর্মসূচি ছিল আপার প্রাইমারি নিয়োগপ্রার্থীদের।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

রাতে এই খাবারগুলো এড়িয়ে চলুন নইলে বিপদ

সুস্থ থাকতে গেলে পুষ্টিকর খাবার যেমন খেতে হবে, তেমনি পর্যাপ্ত ঘুমও প্রয়োজন। পর্যাপ্ত ঘুম না হলে শরীর ধীরে ধীরে খারাপ হতে থাকে। অনিদ্রার জন্য দুশ্চিন্তা ও মানসিক চাপ যেমন দায়ী, তেমন দায়ী কিছু খাবারও। অর্থাতএমন কিছু খাবার রয়েছে যা রাতে ঘুমানোর আগে খেলে ঘুম নষ্ট করে। জেনে নিন তেমনই কয়েকটি খাবারের কথা। ১। ক্যাফেইন সরাসরি মস্তিষ্কে প্রভাব ফেলে। যার ফলে মস্তিষ্ক সজাগ থেকে ঘুমে ব্যাঘাত ঘটায়। রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে কফি খেলে তার প্রভাব দীর্ঘ সময় থাকে। ফলে ঘুম দেরীতে আসে। ২। নানা অনুষ্ঠানে বা পার্টিতে গেলে উপায় নেই। তবে চেষ্টা করবেন রাতে বেশি মশলাদার খাবার না খেতে। এগুলো পেটে গিয়ে অস্বস্তি তৈরি করে অনিদ্রা ডেকে আনে। ৩। রেড মিটে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ফ্যাট ও প্রোটিন। যার ফলে হজম হতে প্রচুর সময় লাগে। ফলে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে। প্রয়োজনে দুপুরে খেয়ে নিন। যাতে হজমের জন্য অনেকটা সময় দিতে পারেন। ৪। বার্গার বা ফ্রেঞ্চ ফ্রাই খাবার হিসেবে সকলের প্রিয় হলেও ডিনারে এসব না খাওয়াই শ্রেয়। এতে থাকা বেশি মাত্রার স্যাচুরেটেড ফ্যাট হজম হতে প্রচুর সময় নেয় ও ঘুমের দফারফা করে দেয়। ৫। মন ভালো করতে চকোলেটের জুড়ি নেই। আরো অনেক গুণ রয়েছে চকোলেটের। তবে রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে চকোলেট খেলে ঘুম ভালো হয় না। ৬। আইসক্রিম খেতে সকলেই ভালোবাসেন। এটি খাওয়ার কথা বললে কারো আর সময়ের খেয়াল থাকে না। তবে ডিনারের পরে আইসক্রিম খেলে নানা পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হয়। এতে থাকা প্রচুর পরিমাণে চিনি ও ফ্যাট ঘুমের ব্যাঘাত ঘটায়। ৭। ফল খাওয়া সবসময়ই ভালো তবে ঘুমোতে যাওয়ার আগে নয়। ফলের মধ্যে থাকা শর্করা উপাদান ঘুমের ব্যাঘাত ঘটায়।

সকালে উঠে খালি পেটে ঘি খেলে মিলবে নানা উপকার

সকালে উঠে খালি পেটে ঘি খেলে নানা উপকার পাওয়া যায়। এর মধ্যে থাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট শরীরের নানা রকম রোগের প্রকোপ থেকে রক্ষা করে। তবে মনে রাখতে হবে সকালে উঠে ঘি খাওয়ার পর ৩০ মিনিট কিছু খাওয়া যাবে না।

* ঘি এর মধ্যে রয়েছে স্বাভাবিক অ্যামাইনো এসিড। এটি অস্বাভাবিক পেটের চর্বি কমাতে সাহায্য করে।

ওমেগা থ্রি, ওমেগা ফ্যাটি এসিড থাকার কারণে অপ্রয়োজনীয় বডি ফ্যাট এর সাহায্যে কমে। তাই খালি পেটে ঘি খেলে যারা ওজন কমাতে চান তাদের অনেক উপকার হতে পারে। এতে ব্যাট কোলেস্টেরল

কমবে ফ্যাট কমবে এবং শরীর সুস্থ হবে।

* খালি পেটে ঘি খেলে মস্তিষ্কের কাজ অনেক বাড়ে। ফ্যাট মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের কাজ সঠিক ভাবে করতে সাহায্য করে। ফ্যাটের সবচেয়ে ভাল ঘি। এছাড়া ঘি-এর মধ্যে থাকা নানা রকম প্রোটিন মস্তিষ্কে যথেষ্ট পরিমাণ প্রোটিন পৌঁছে দিয়ে উন্নততর কাজ করতে সহায়তা করে এছাড়া স্মরণশক্তি বৃদ্ধিতে সাহায্য করে ঘি।

* শরীরে অস্টিওপোরোসিসের মতন রোগ কমাতে সাহায্য করে এটি। সাধারণত বলা হয় একটি লিকুইড বিভিন্ন হাড়ের জয়েন্টে স্বাভাবিক লুব্রিকেন্ট হিসেবে কাজ করে খালি পেটে ঘি খেলে এই লুব্রিকেন্ট তৈরি হয় এবং যার ফলে জয়েন্টের নানারকম সমস্যা দূর হয়। অত্যাধিক পরিমাণ বাড়তে থাকা ক্যালসিয়াম নিয়ন্ত্রণ করতেও ঘি সাহায্য করে। * সারা শরীরে রক্ত সঞ্চালনে বিশেষ সাহায্য করে ঘি। সকালটা যদি খালি পেটে ঘি খেয়ে শুরু করেন তাহলে আপনার সারা শরীরে সারাদিন রক্তসঞ্চালনে বিশেষ সুবিধা হবে। এটি শরীরের বিভিন্ন কোষে ফ্রি রেডিকেল গুলিকে কমাতে সাহায্য করে এবং সঠিক রক্তসঞ্চালন থাকায় আপনি সুস্থ বোধ করেন।

সাধারণ ভেবে ভুল করবেন না, বাড়ছে কোভিড

শীত আসার সময় এলেই ঘন ঘন ফ্লুতে আক্রান্ত হয়ে পড়ে শিশু থেকে প্রবীণরা। পুজোর আগে থেকেই ঘরে ঘরে ভাইরাল ফিভারের রমরমা শুরু হয়েছে। কোভিডের জাপট কমলেও আমাদের ছেড়ে এখনও কিন্তু এই মারাত্মক ভাইরাসটি যায়নি। সাধারণ সর্দি-কাশি-জ্বর তো আছেই সঙ্গে বেশ কিছু লক্ষণ নতুন করে সামনে আসছে। সাধারণ সর্দি বা ফ্লু ও কোভিড ১৯-এর উপসর্গগুলি প্রায় একই রকম।

তাই বোঝার উপায় থাকে না আপনি কিসে আক্রান্ত। বর্তমানে সর্দা, ফ্লু ও কোভিড সৃষ্টিকারী ভাইরাসগুলি একইভাবে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। সংক্রামিত মানুষের নাক, মুখ থেকে বের হওয়া ব্যাকটেরিয়াই আরও বিস্তার লাভ করছে। সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার নিয়ম এখন অনেকটাই আলগা। ফলে এই ধরণের সমস্যাগুলি মাত্রাতিরিক্ত বেড়েই চলেছে। কিছু বোঝার আগেই সেগুলি সংক্রমিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে।

শীতের মুখে নিজেকে যদি সুস্থ রাখতে চান, তাহলে অবশ্যই টেস্ট ও সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে চলা ও মাস্ক পরার সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। ধরেই নিতে হবে আপনার মধ্যে করোনাভাইরাসের নয়া ভ্যারিয়েন্ট রয়েছে। এটা ভেবে নিলেই বুদ্ধিমানের মত কাজ হবে। কাশি, গলা ব্যথা, নাক দিয়ে অনবরত জল পড়া এগুলি সবই কোভিড১৯ এর উপসর্গ। আবার সাধারণ ফ্লুয়েরও একই লক্ষণ। অতিমারির প্রথমদিকে কোভিডে আক্রান্ত কিনা তা বোঝার জন্য সর্দি লাল চোখ, স্বাদ ও গন্ধ চলে যাচ্ছে কিনা তা দেখা হত। কিন্তু নয়া ভেরিয়েন্টের ডিগবাজিতে রোগীর মধ্যে এই উপসর্গগুলিও দেখা যাচ্ছে না। তবে কোভিড হননি, আবার অনেক আগে হয়ে গিয়েছে, এমন পরিস্থিতিতে কাশি থামার লক্ষণ নেই। করোনাভাইরাস সংক্রমিত হলেও বর্তমানে অনেক মানুষের মধ্যে কোনও লক্ষণ দেখা যায় না। কিন্তু বোঝার আগেই সেই ভাইরাস দ্রুত ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা এখন বেশ প্রবল। কাশিকে লক্ষণ ভাবা হলেও করোনাভাইরাস ও ফ্লু উভয়ের মধ্যেই পার্থক্য করা কঠিন। আপনার কি কোভিড কাশি আছে? বর্তমানে কাশির মাত্রা ও শক্তি বৃদ্ধি নিয়ে শুরু হয়েছে নয়া চর্চা। কোভিড কাশির বৈশিষ্ট্য নিয়ে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। সাধারণ কাশি ৬-৭ দিনের মধ্যেই সেরে যায়। কিন্তু কোভিড কাশি দীর্ঘস্থায়ী। শুধু তাই নয় শুকনো কাশিরও প্রবণতা রয়েছে। চিকিতকদের মতে, অনেকেই কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন, যাদের প্রথম দিকে অল্প কাশি দিয়ে শুরু হয়েছিল। তবে বর্তমানে সেই কাশি আবার নতুন করে শুরু হয়ে দীর্ঘদিন ধরেই তা হয়ে চলেছে। প্রাথমিকভাবে কফমুক্ত হওয়ায় একনাগাড়ে কাশি হয়ে যাচ্ছে। তাতে শরীরে সর্বাঙ্গে বথা হয়ে ক্লান্তিভাব দেখা যাচ্ছে। সাধারণ ফ্লু হিসেবে ধরা হলেও অনেক স্বাস্থ্য সংস্থা এমন কাশিকে কোভিড উপসর্গ বলেই তালিকাভুক্ত করেছে।

একটানা শুকনো কাশি হলে তা যন্ত্রণাদায়ক হয়ে ওঠে। গলা. কণ্ঠস্বর ও গভীর শ্বাস নেওয়ার ক্ষমতা সবই প্রভাবিত হয়। অনেকের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী শুকনো কাশি একটি সাধারণ সমস্যা। ঘন ঘন কাশিতে রোগীকে আরও ক্লান্তিকর করে তুলছে। বাড়ছে কাশির তীব্রতাও। কী ভাবে বুঝবেন আপনার কোভিড কাশি হয়েছে কিনা! বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, কিছু স্বতন্ত্র লক্ষণ রয়েছে যা সনাক্ত করতে সুবিধা হবে যে আপনার করোনাভাইরাস সংক্রমিত কাশি রয়েছে কিনা। কোভিড কাশি হলে কী করবেন?

উপরের লক্ষণগুলি যদি আপনার মধে দেখা যায়, তাহলে বুঝবেন আপনি কোভিড কাশিতে আক্রান্ত। তাই ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী বাড়ির বাইরে না বের হওয়াই ভাল। ঘন ঘন কাশি হলে সংক্রমণ ছড়াবে বেশি। বায়ুর মধ্যে ফেঁটা ফেঁটা জলবিন্দুগুলি ছড়িয়ে পরে বা কারোর গায়ের উপর পড়লে তা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে অসুস্থ করে তুলতে পারে। কোভিডের সমস্ত বিধিনিষেধগুলি মেনে চলুন। কোভিড কাশির চিকিৎসার জন্য সঠিক ওষুধ ব্যবহার করুন। নিজে থএকে কাফ সিরাপ খেতে যাবেন না। আয়ুর্বেদিক ভেষজ গ্রহণ করতে পারেন। তাতে শ্বাসযন্ত্রের পরিস্থিতি পার্শ-প্রতিক্রিয়া ছাড়াই নিরাময়ের জন্য বিকল্প কিছু নেই। প্রয়োজনে কোন ওষুধ ও ভেষজ ব্যবহার করবেন, তা একজন ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করে নিন।

আপনার হৃদরোগের ঝুঁকি আছে কি না বুঝবেন যেসব পরীক্ষায়

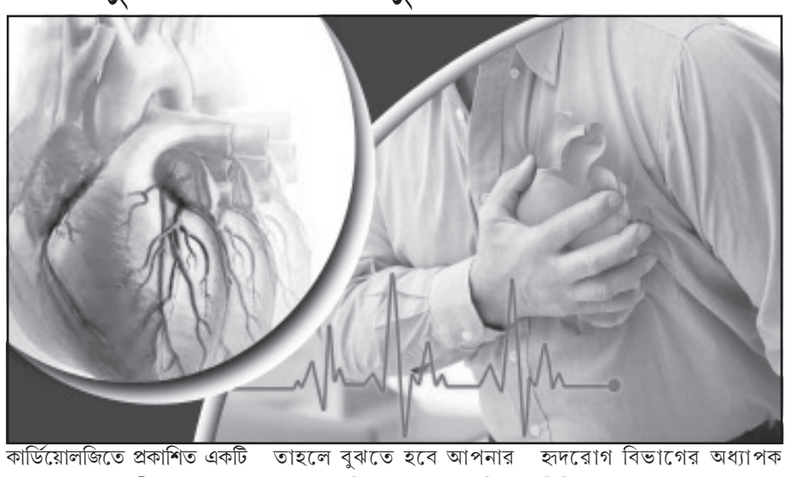

অনিয়মিত জীবনযাপনের কারণে বর্তমানে অনেকেই হৃদরোগে আক্রান্ত হচ্ছেন। যাদের বেশিরভাগই কম বয়সী। আগে সবারই ধারণা ছিল, বয়স বাড়লেই হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়ে! তবে এ ধারণা ভুল। কারণ হৃদরোগে অল্পবয়সীরাও আক্রান্ত হতে পারেন। এমনকি কিছু কিছু ক্ষেত্রে রোগী মারাও যেতে পারেন।

হৃদস্ত্র থেকে পাকস্থলী হয়ে যে ধমনীটি শরীরের নিচের অংশে নেমে গেছে, তার মধ্যখানে আছে একটি ফোলা অংশ।

কারও কারও ক্ষেত্রে এই অংশ বেশি মাত্রায় ফুলতে থাকে।

একসময় তা ফেটেও যেতে পারে। এটিই হৃদ্যন্ত্রের সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এমনকি দ্রুত চিকিতা না করলে ওই রোগীর মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

চিকিৎসার পরিভাষায় একে বলা হয়ে ''অ্যাবডোমিনাল এয়ারটিক অ্যানিউরিজম''। এ সমস্যা বিপজ্জনক হওয়ার আগে আবার টেরও পাওয়া যায় না।

আর যখন টের পাওয়া যায়, তখন রোগীকে বাঁচানো কষ্টকর হয়ে পড়ে। প্রায় ৮০ শতাংশ রোগীরই মৃত্যু হয় এ অসুখে। তবে এ সমস্যা আগে থেকেও টের পাওয়া যায় একটি মাত্র পরীক্ষা করেই।

সম্প্রতি আমেরিকার জার্নাল অব কার্ডিয়োলজিতে প্রকাশিত একটি গবেষণাপত্র অনুযায়ী, বুড়ো আঙুল পরীক্ষা করেই জানা যাবে আপনি হৃদরোগে আক্রান্ত কি না।

এমনটিই জানিয়েছেন চিকিতকরা। তারা ৩০৫ জন রোগীর উপর এ বিষয়ে পরীক্ষা করেছেন। তাদের মতে, অ্যাবডোমিনাল এয়ারটিক অ্যানিউরিজমের সমস্যা অনেক আগে থেকেই টের পাওয়া সম্ভব।

কীভাবে পরীক্ষাটি করবেন?

প্রথমে বাম হাতের বুড়ো আঙুল তালু বরাবর প্রসারিত করুন। যতদূর সম্ভব নিয়ে যান। যদি তালুর ভেতরেই আপনার বুড়ো আঙুল থেকে যায়, তাহলে চিন্তার কারণ নেই।

তবে বুড়ো আঙুলের শীর্ষভাগ যদি তালুর সীমানা অতিক্রম করে যায়, তাহলে বুঝতে হবে আপনার অ্যাবডোমিনাল এয়ারটিক অ্যানিউরিমে সমস্যা থাকতে পারে।

এ সমস্যায় যারা ভোগেন, তাদের পেশি ও হাড়ের সংযোগ স্থলগুলো শিথিল হয়ে যায়। এর ফলেই বুড়ো আঙুলটিকে তালু বরাবর টেনে অনেক দূর পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া যায়। কোনো ব্যথা বা অস্বস্তি হয় না।

বুড়ো আঙুল আর তালুর এই পরীক্ষা অনেক আগে থেকেই অ্যাবডোমিনাল এায়রটিক অ্যানিউরিজমের পূর্বাভাস দিতে পারবে বলে মত বিশেষজ্ঞদের। এতে রোগীর মৃত্যুর আশঙ্কাও অনেকটা কমানো যাবে।

চিকিৎসকদের মত কী? এ বিষয়ে ভারতের এসএসকেএম''র হৃদরোগ বিভাগের অধ্যাপক চিকিতক সরোজ মণ্ডল জানান, অ্যাবডোমিনাল এয়রটিক অ্যানিউরিজমের বিষয়ে আরও ভালোভাবে জানতে হবে। তালুর বাইরে বুড়ো আঙুল টেনে বের করতে অনেকেই হয়তো পরবেন। ''কারণ মারফান সিন্ড্রোমে আক্রান্তরা অতিরিক্ত লম্বা হন। এমনকি তাদের পেশি বা হাড়ের সংযোগস্থল অতিরিক্ত নমনীয় হয়। তার মানে এটা নয় যে এমন ব্যক্তি হৃদরোগে আক্রান্ত।'' বিশেষজ্ঞদের মতে, ''অ্যাবডোমিনাল এয়ারটিক অ্যানিউরিজম''এর প্রধান কারণ হলো ধূমপান ও মানসিক চাপ। এই দুটি অভ্যাস ত্যাগ করতে পারলেই হৃদরোগের আশঙ্কা কমতে পারে।

এখন পেয়ারা এর পাতাই বশে রাখবে আপনার ডায়াবেটিস

বাজারে এখন পেয়ারা সহজলভ্য। পেয়ারা খেতে ছোট-বড় সবাই পছন্দ করেন। শুধু স্বাদেই নয় এ ফলের স্বাস্থ্যগুণও অনেক। শারীরিক বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করে পেয়ারা।

জানলে অবাক হবেন, শুধু পেয়ারা নয় এর পাতাও স্বাস্থের জন্য উপকারী। বিশেষ করে ডায়াবেটিস সারাতে পেয়ারা ও এর পাতা দুর্দান্ত কার্যকরী।

পেয়ারা ও এর পাতায় আছে হাইপোগ্লাইসেমিক বা গ্লুকোজবিরোধী প্রভাব। যা রক্তে শর্করা ও কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে। পেয়ারায় থাকে প্রচুর পরিমাণে অ্যাসকরবিক অ্যাসিড।

এতে আরও আছে বেশ কিছু ক্যারোটিনয়েড (এক ধরনের অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট) যেমন বিটা-ক্যারোটিন, লাইকোপিন, লুটিন, গামা-ক্যারোটিন, বিটা-ক্রিপ্টক্সানথিন, ক্রিপ্টো ফ্ল্যাভিন, রুবিক্সানথিন ও নিওক্রোম।

এছাড়াও পেয়ারায় আছে ফেনোলিক যৌগ। যেমন- অ্যান্থোসায়ানিনস, মাইরিসেটিন ও এলাজিক এসিড। পেয়ারায় আরও আছে উচ্চ মাত্রায় ফাইবার ও বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ খনিজ যেমন- লোহা, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ও ফসফরাস।

একইসঙ্গে পেয়ারা পাতায় আছে অনেক মাইক্রো, ম্যাক্রোনিউট্রিয়েন্টস ও বায়োঅ্যাক্টিভ যৌগ। একটি গবেষণায় দেখা গেছে, পেয়ারা পাতায় ১৮.৫৩ শতাংশ প্রোটিন, ১০৩ মিলিগ্রাম ভিটামিন সি ও ১৭১৭ মিলিগ্রাম গ্যালিক অ্যাসিড আছে।

এছাড়াও পেয়ারা পাতায় আছে পলিস্যাকারাইড, প্রোটিন, কোয়ারসেটিন, ফ্ল্যাভোনয়েডস, গ্যালিক অ্যাসিড, ক্যাফিক অ্যাসিড, ফেরুলিক অ্যাসিড, ক্যাটেচিন, কেমফেরল, এপিকেটেকিন ও হাইপারিন।

ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে পেয়ারার উপকারিতার বিষয়ে কয়েকটি গবেষণায় দেখা গেছে, প্রতিদিন পেয়ারা খেলে কমে ডায়াবেটিসের ঝুঁকি। আরেকটি গবেষণা অনুসারে, ডায়াবেটিস রোগীরা নিয়মিত পেয়ারা খেলে রক্তে শর্করার মাত্রা কমে। একইসঙ্গে কোলেস্টেরলের মাত্রাও বশে থাকে। যা হৃদরোগের জটিলতা কমায়।

পেয়ারা শরীরের গ্লুকোজের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে। উচ্চ ফাইবারসমৃদ্ধ পেয়ারায় থাকে প্রচুর পরিমাণে পেকটিন (এক ধরনের ডায়েটারি ফাইবার)। যা অন্ত্রের মাধ্যমে গ্লুকোজ শোষণে বিলম্ব করে, ফলে শরীরে হঠাতকরে চিনি বৃদ্ধি পায় না।

এছাড়াও পেয়ারা ফ্লেভোনয়েড গ্লাইকোসাইড সমৃদ্ধ। এটি শক্তিশালী এক অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট। যা ডায়াবেটিসবিরোধী ফ্ল্যাভোনয়েড হিসেবে বিবেচিত, যেমন - স্ট্রিক্টিনিন, ইসোস্ট্রিক্টিনিন ও পেডুনকুলাগিন। এসব অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট শরীরে ইনসুলিন সংবেদনশীলতা বৃদ্ধিতে সহায়ক।

ইউএসডিএ অনুসারে, ১০০ গ্রাম পেয়ারায় ২২ মিলিগ্রাম ম্যাগনেসিয়াম থাকে। ম্যাগনেসিয়াম ইনসুলিন নিয়ন্ত্রণে বিরাট ভূমিকা রাখে। এর ফলে পেরিফেরাল টিস্যু, কার্ডিয়াক টিস্যু, কঙ্কালের টিস্যু ও অ্যাডিপোজ টিস্যুতে সহজেই ইনসুলিন প্রবেশ করতে পারে। এতে রক্তে শর্করার মাত্রা হ্রাস পায়। ফলে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে আসে।

শুধু পেয়ারা নয় পেয়ারার পাতাতেও ডায়াবেটিসবিরোধী উপাদান আছে। বিশ্বের বিভিন্ন স্থানেআজও ওষুধ হিসেবে পেয়ারার পাতা ব্যবহৃত হয়। পেয়ারা পাতায় ডায়াবেটিসবিরোধী প্রভাব আছে। এটি ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য নিরাপদ ও কার্যকর বলে বিবেচিত। যদিও এ বিষয়ে এখনও গবেষণা চলছে।

খাবার পরে গ্লুকোজের মাত্রা ঠিক রাখতে পেয়ারা পাতার নির্যাস পান করতে পারে। এক্ষেত্রে পেয়ারার পাতা পরিষ্কার করে ১০-১২ মিনিট জলে ফুটিয়ে তা চায়ের মতো পান করতে পারেন। এই পানীয়তে থাকে অ্যালজিক অ্যাসিড, সায়ানিডিন ও অন্যান্য পলিফেনল। খাবারের পর এটি সেবনে রক্তে শর্করার পরিমাণ ৩৭.৮ শতাংশ কমে যায়।

কিছু গবেষণায় বলা হয়েছে, ডায়াবেটিস রোগীরা যদি ৫-৭ সপ্তাহের জন্য পেয়ারা পাতার চা নিয়মিত পান করেন তাহলে ইনসুলিনের মাত্রা ঠিক থাকবে, নেফ্রোপ্যাথি ও স্থূলতার মতো ডায়াবেটিস জটিলতা কমায়। এমনকি লিভার ও কিডনির কার্যকারিতা উন্নত করতেও পেয়ারা পাতার চা খেতে পারেন। বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রতিবার খাওয়ার পর ডায়াবেটিস রোগীর উচিত পেয়ারা পাতার চা পান করা। কখনও খালি পেটে পেয়ারা খাবেন না। কারণ এটি অম্লীয় প্রকৃতির, তাই পেটে অ্যাসিড উতাদন বাড়িয়ে দিতে পারে। পেয়ারা খাওয়ার সর্বোত্তম সময় হলো খাবারের মাঝে।

মেদ কমাতে কাজে লাগান এই ৫ টি খাবার

দুর্গাপুজোর রেশ কাটতে না কাটতেই এসে যায় আলোর উতব। ধনতেরাস, কালীপুজো থেকে দিওয়ালি প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানের আনন্দ দুর্গাপুজোর থেকে কোনও অংশে কম নয়।

দুর্গাপুজো বলে কথা, একটু হলেও তো প্রতিদিনের নিয়মমাফিক ডায়েটচার্টে ফাঁকি পড়বেই। আর সেখানেই যে মহাবিপদ। টুকিটাকি খাওয়াদাওয়ার ফাঁকে যে শরীরে একটু হলেও মেদ জমেছে।

ওজন কমানোর সময়ে সবথেকে বেশি সমস্যা হল পেটের মেদ কমানোর ক্ষেত্রে। পেটের মেদ যেন কিছুতেই কমতে চায় না। আর সবথেকে তাড়াতাড়ি মেদ জমে যায় সেই পেটেই। সারাদিন জিম আর যোগাসন করে চলে পেটের মেদ কমানোর প্রচেষ্টা। কিন্তু আপনার ঘরেই রয়েছে এমন এক পানীয়, যা খেলে মাত্র ১০ দিনেই কমে যাবে পেটের মেদ।

আসুন বরং জেনে নেওয়া যাক-

১। জল, পাতিলেবু ও মুসাম্বির লেবু

হালকা উষ্ণ গরম জলের মধ্যে ফেলে দিন কয়েক টুকরো শসা আর কয়েক ফোঁটা পাতিলেবুর রস। পাতিলেবু ছাড়াও মুসাম্বির লেবু গোল গোল করে কেটে, সেই টুকরোগুলিও জলের মধ্যে দিয়ে রাখুন। যখন জল তেষ্টা পাবে, সেই জলই খাবেন বারবার করে। চটজলদি ওজন কমাতে কাজে দেবে এই সহজ টোটকাটি।

২। গরম জল ও আপেল সিডার ভিনিগার

প্রতিদিন সকালে খালি পেটে আপেল সিডার খান। এই আপেল সিডার ভিনিগার আপনার পেটে পিএইচ স্তরের যেমন ভারসাম্য বজায় রাখবে। আবার বারবার খিদের পরিমাণও কমিয়ে দেবে। এছাড়া পেটের চর্বি কমাতে সাহায্য করবে। সকালে হালকা উষ্ণ গরম জলে এক চামচ আপেল সিডার ভিনিগার মিশিয়ে নিয়মিত খান।

৩। মধু ও দারুচিনি

মধু এবং দারুচিনি শরীরের মেটাবলিজমকে উন্নত করে এবং ওজন কমাতে খুবই কার্যকরী। সকালে গরম জলে ১ চামচ মধু ও দারুচিনির মিশ্রণ মিশিয়ে পান করুন। এতে আপনার শরীরের বাড়তি মেদ তড়তড়িয়ে কমবে।

৪। সেলারি

সেলারি জুস যদি প্রতিদিন সকালে নিয়ম করে খাওয়া শুরু করুন। এতে পেটের অতিরিক্ত চর্বি খুব সহজেই কমে যাবে।

৫। পুদিনা পুদিনার রস যেমন হজমে খুবই সহায়ক। এছাড়াও পুদিনা পেটের মেদ রোধ করতে সাহায্য করতে পারে। খবরের সব আপডেট পড়ুন খবর অনলাইনে। লাইক করুন আমাদের ফেসবুক পেজ। সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল।

ক্লান্তি কাটান ফরাসি স্টাইলে রাঁধা মুরগি মাংস

সপ্তাহের মাঝপথে কাজের চাপও থাকে তুঙ্গে। এদিকে খামখেয়ালি আবহাওয়াতে মেজাজও থাকে বিগড়ে। এই ঠাণ্ডা এই গরম, সকালে ঠা ঠা পোড়া রোদে ঘামতে ঘামতে অফিসে এসে ফেরার সময় অকাল বৃষ্টি। ফলে ঘরে ঘরে জ্বর, সর্দির সমস্যা লেগেই রয়েছে। সদ্য পুজোর ছুটি কাটিয়ে লোকজন ফিরেছেন কাজে। ফলে মন খারাপ তো একটা আছেই। মন ভাল করতে জুড়ি নেই খাবারের। আর তাই এমন দিনে বানিয়ে ফেলুন সুস্বাদু কিছু খাবার। বাড়িতে ফ্রিজে চিকেন সব সময়ই থাকে। আজ চিকেনই থাক ডিনারে। চিরাচরিত চিকেন কষার পরিবর্তে বানিয়ে ফেলুন অন্য কোনও পদ। এতে মুখও ছাড়ডবে আর খেতেও লাগবে ভাল। আর তাই আজ সুদুর ফ্রান্স থেকে রইল দারুণ এই চিকেনের রেসিপি।

উপকরণ মুরগির থাই অংশের, মাংস- ২৫০ গ্রাম মাখন, রসুন কুচি, পেঁয়াজের পেস্ট টমেটোর পেস্ট, গাজর টুকরো করা- ১ কাপ, মাশরুম গোলমরিচ,ময়দা,মাখন,দুধ,হার্বস, যে ভাবে বানাবেন মাশরুম আগে পরিষ্কার করে ধুয়ে নিন। তার পর ছোট ছোট টুকরোয় কেটে নিতে হবে। পেঁয়াজের খোসা ছাড়িয়ে পাতলা স্লাইসে কেটে নিন। মুরগির টুকরোর গায়ে ময়দা মাখিয়ে নিন। তার পর নুন আর গোলমরিচ মাখান। এবার প্যানে মাখন দিয়ে তার মধ্যে রসুন, পেঁয়াজ কুচি আর মাংসের টুকরো দিয়ে ভেজে নিন। এরপর ওর মধ্যে চিকেন স্টক, গাজর, গোলমরিচের গুঁড়ো মিশিয়ে দিন। ময়দা, মাখন, দুধ, হার্বস দিয়ে হোয়াইট সস বানিয়ে দিন। চিকেন ফুটে উঠলে ওর মধ্যে সস ছড়িয়ে দিন। উপর থেকে পার্সলে পাতা ছড়িয়ে পরিবেশন করুন। এই চিকেনের সঙ্গে গার্লিক ব্রেড বানিয়ে নিতে পারেন। কিংবা মাখন দিয়ে হার্বস রাইস। ডিনারে বেশ ভাল লাগে। জ্বর, লর্দির মুখে খেলে জিভও ছাড়বে।

জম্মু ও কাশ্মীরে সন্ত্রাসীদের সাহায্যকারী পাঁচ সরকারি কর্মচারী বরখাস্ত

শ্রীনগর, ১৫ অক্টোবর (হি.স.) : জম্মু ও কাশ্মীর প্রশাসন সন্ত্রাসীদের সাহায্যকারী পাঁচজন সরকারি কর্মচারীকে বরখাস্ত করেছে। ওই পাঁচ কর্মচারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তারা হলেন তানভীর সেলিম, সৈয়দ ইফতিখার আন্দ্রাবী, আফাক আহমেদ ওয়ানি, ইরশাদ আহমেদ খান ও আবদুল মমিন পিয়ার। তাদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসীদের আর্থিক সহায়তার অভিযোগও রয়েছে। সূত্রের মতে, তানভীর সেলিম দার ১৯৯১ সালে জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশে যোগদান করেছিলেন এবং ২০০২ সালে তাকে অক্সিলিয়ারি ব্যাটালিয়নে বদলি করা হয়েছিল। তানভীর সেলিম দার বরাবরই বিচ্ছিন্নতাবাদী ও মৌলবাদী আদর্শের সমর্থক। সহায়ক ব্যাটালিয়নে মোতায়েনের সময় সেখানে সন্ত্রাসীদের অস্ত্র মেরামত ছাড়াও তাদের হাতে অস্ত্র পৌঁছে দেওয়ার কাজ শুরু হয়। তিনি লস্কর-ই-তৈয়বার কমান্ডারের হয়ে শ্রীনগরে ওভারগ্রাউন্ড কর্মী হিসেবে কাজ করতেন। তিনি তৎকালীন এমএলসি জাভেদ শালা ওরফে জাভেদ শাহ হত্যায় লস্কর-ই-তৈয়বার আত্মঘাতী সন্ত্রাসীদের সাহায্য করেছিলেন। সৈয়দ ইফতিখার আন্দ্রাবি বন বিভাগে প্ল্যান্টেশন সুপারভাইজার হিসাবে কাজ করার সময় লস্কর-ই-তৈয়বা এবং হিজবুল মুজাহিদিনের জন্য ওভারগ্রাউন্ড কর্মী হিসাবে কাজ করেছিলেন। তিনি জম্মু ও কাশ্মীরে কর্মরত সন্ত্রাসীদের অর্থ সাহায্য করেছিলেন এবং গুলাম কাশ্মীরে বসে থাকা অনেক সন্ত্রাসী নেতার সাথে তার সম্পর্ক বৃদ্ধি করেছিলেন। তিনি নিজেও এরকম একটি মডিউলের একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন। আফাক আহমেদ ওয়ানি, বারামুল্লার কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কে একজন ব্যবস্থাপক হিসাবে পোস্ট করেছেন, তিনি ২০২০ সালের জুন মাসে হান্দওয়ারায় ধরা পড়া লস্কর এবং হিজবুল মুজাহিদিনের নারকা সন্ত্রাসবাদ মডিউলের সাথেও যুক্ত। ইরশাদ আহমেদ খান, বারামুল্লার জলশক্তি বিভাগে প্রহরী হিসাবে কর্মরত ছিলেন। সন্ত্রাসীদের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিরাপদে রাখার জন্য কাজ করতেন। আব্দুল মমিন পীর নারকে সন্ত্রাসী মডিউল চালাচ্ছিলেন। হাওয়ালার মাধ্যমে সন্ত্রাসীদের অর্থের ব্যবস্থাও করতেন।

শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি-কাণ্ডে ফ্ল্যাট সিল করল ই ডি

কলকাতা, ১৫ অক্টোবর (হি. স.) : শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি-কাণ্ডে শনিবার সকাল থেকেই শহরের একাধিক জায়গায় তল্লাশি চালায় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। ১৮, ডাক্তার কার্তিক বোস লেনের একটি ফ্ল্যাটে হানা দিয়ে সেটি সিল করে দেন ইডি আধিকারিকরা। ইডি সূ জানা গিয়েছে, এই ফ্ল্যাটটির মালিক বিভাস অধিকারী। কার্তিক বোস লেনের ফ্ল্যাটটির বাইরে একটি বোর্ড লাগানো আছে। সেই বোর্ডে লেখা আছে, 'বেঙ্গল টিচার্স ট্রেনিং কলেজ অ্যাসোসিয়েশন'। ইডির দাবি, এই প্রতিষ্ঠানটি চালাতেন বিভাস। সংস্থাটির রেজিস্টার্ড নম্বরও উল্লেখ করা হয়েছে ওই বোর্ডে। রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা এপিসি রোড, আইডিয়াল হাইট ব্লক। এই ঠিকানাতেও শনিবার হানা দেন ইডি আধিকারিকরা।

ইডি সূত্রের খবর, বিভাসের এই বিএড কলেজে মোটা টাকার বিনিময়ে পড়ুয়ারা ভর্তি হতেন। চাকরিপ্রার্থীদের নিশ্চিত চাকরি পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হত। বিভাসের এক প্রতিবেশী রাধা মোদক জানিয়েছেন, ফ্ল্যাটটিতে অজ্ঞাতপরিচয় মানুষজনের আনাগোনা ছিল। ফ্ল্যাটে যাঁরা আসতেন, তাঁরা মূলত রাতের দিকে আসতেন বলে জানিয়েছেন তিনি। তাঁর দাবি, খুব বড় বড় ব্যাগ নিয়ে ফ্ল্যাটে আসতেন বিভাস। বিভাসের সঙ্গে সশস্ত্র নিরাপত্তারক্ষীরা থাকত বলেও জানিয়েছেন তিনি। ইডি আধিকারিকরা মনে করছেন, বিভাসের সঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের অপসারিত চেয়ারম্যান তথা তৃণমূল বিধায়ক মানিক ভট্টাচার্যের যোগাযোগ ছিল। অর্থের বিনিময়ে অযোগ্য প্রার্থীদের চাকরি পাইয়ে দিতে বিভাস সাহায্য করতেন বলে দাবি ইডির।

পৈত্রিক সম্পত্তিতে ভাগ পাওয়ায় দাবিতে ধর্নায় এমএ পাশ বধূ

হুগলি, ১৫ অক্টোবর (হি. স.) : পৈত্রিক সম্পত্তিতে ভাগ পাওয়ায় দাবিতে শনিবার হুগলির ডানকুনিতে ধর্নায় বসেন এক এমএ পাশ মহিলা। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় ডানকুনিতে। পৌরসভার চামুণ্ডা মন্দির সংলগ্ন বাড়িতে শনিবার সকালে ধর্নায় বসেন পিয়ালী পাল। তাঁর দাবি, দীর্ঘ দিন ধরে দাদার সহযোগিতায় বৌদি পাপিয়া পাল মানসিক ভাবে অত্যাচার করে যাচ্ছেন তাঁর উপর। এমনকী বাবার পৈত্রিক সম্পত্তি থেকেও বঞ্চিত করার চেষ্টা চলছে। বারবার প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েও কোনও সমাধান মেলেনি। সেই কারণে ধর্নায় বসেছেন তিনি। এ ব্যাপারে কাঠগড়ায় তুলছেন দাদা-বৌদিকে। যদিও দাদা-বৌদি গোটা অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। দাদা সমীর পাল আবার দাবি করে বলেছেন, তাঁর বোন বিয়ের পর থেকেই অশান্তি শুরু করেছে। উল্টে তাঁদেরই বাড়িতে না থাকার হুমকি দিচ্ছেন।

পিয়ালির অভিযোগ, বাবার নিজস্ব বাড়ি। তিনি মারা গিয়েছেন। আমার ন্যায্য অধিকার রয়েছে এই বাড়িতে। বৌদি আমার উপর অত্যাচার করছে। আমায় ধ্বংস করে দিয়েছে। আমি রবীন্দ্র ভারতী থেকে এমএ পাশ করেছিলাম। এখন আমায় রাস্তায় নামতে হয়েছে। প্রশাসনকে জানিয়েছি। পাড়া-প্রতিবেশী সব জানে। অনেক চিৎকার করেছি। পুরসভায় জানিয়েছি। পুরসভা পুলিশের কাছে পাঠাচ্ছে। পুলিশ বাড়িতে পাঠাচ্ছে। ২০২০ সালে করোনার সময় পুরসভাতেও আবেদন দিয়েছিলাম। কিন্তু লাভ হয়নি।'

অপরদিকে, ওই মহিলার দাদার বক্তব্য, 'আমরা চার বোন দুই ভাই। কুড়ি বছর আগে বিয়ে করেছি। আমি বড়। আমি বোনেদের দায়িত্ব নিয়ে বিয়ে দিয়েছি। আমার বোন আর আমার মা দীর্ঘদিন ধরে অত্যাচার করছে আমার বৌয়ের উপর। বধূনির্যাতন করছে ওরা। আমি কোনও কাউন্সিলরকে কিছু বলিনি। থানায় গেছিলাম অফিসাররা আমায় বলে-বুঝিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে।'

ডেঙ্গু সংক্রামক রুখতে বুদবুদ বাজারে ভ্যাট সাফাই কাজে হাত লাগালেন সহ সভাপতি

দুর্গাপুর, ১৫ অক্টোবর (হি.স.) : প্রায় এক বছর ধরে বন্ধ এক'শ দিনের কাজ। আর তার জেরে মুখ থুবড়ে পড়েছে বিভিন্ন পঞ্চায়েত এলাকায় পুকুর, জলাশয় সংস্কার থেকে রাস্তাঘাট, নিকাশী সাফাই কাজ। আর তাতে নোংরা আবর্জনার জঞ্জালের পাহাড় জমেছে। দুর্গন্ধ অতিষ্ঠ যেমন, তেমনই ছড়াচ্ছে মশা, মাছি বাহিত নানান রোগ। উৎসবের মরশুমে ক্রমবর্ধমান ডেঙ্গু সংক্রামক। আর তাই ডেঙ্গু সংক্রামক রুখতে বাজারের জমে থাকা ভ্যাটের জঞ্জাল সাফাইয়ের কাজে হাত লাগালেন খোদ পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি। এমনই নজিরবীহিন ছবি ধরা পড়ল গলসী-১ নং ব্লকের বুদবুদ বাজারে। প্রসঙ্গত, বুদবুদ বাজার বহু পুরোনো ও ঐতিহ্য বাহী। একটা সময় মহকুমা সদর ছিল বুদবুদ। পুরোনো জিটি রোড বাইপাস হওয়ার পর যানবাহনের চাপ অনেকটাই কমেছে। তবে বাজারে নোংরা আবর্জনা যত্রতত্র পড়ে থাকায় অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ হয়ে উঠেছে। তার ওপর দেদার প্লাস্টিকের ব্যাবহারে মজে গেছে নিকাশী। বাজারকে স্বচ্ছ রাখতে উদ্যোগী হয় বুদবুদ গ্রাম পঞ্চায়েত। গত বছর পুজোর আগে গোটা বুদবুদ বাজারে বসানো হয় ১০০ টি ডাস্টবিন। বুদবুদ বাজার, মানকর রোড, অ্যামুনিশেন রোড সহ সব জায়গায় বসানো হয়েছে ডাস্টবিন। প্রতিদিন নিয়ম করে সাফাই করার কাজের জন্য নোংরা ফেলার গাড়ীর ব্যাবস্থা হয়। ভর্তি হওয়া ডাস্টবিনের নোংরা ডাম্পিং গ্রউন্ডে ফেলার জন্য দুটো গাড়ীর সঙ্গে দুজন লোকও রাখা হয়। গোটা বাজার পরিচ্ছন্নতার সাধারন মানুষের নজর কেড়েছিল। মাস পাঁচেক সবই ঠিকঠাক চলছিল। কিন্তু তারপর আচমকায় মুখ থুবড়ে পড়ে সাফাই কাজ। আর তাতেই ঘটে বিপত্তি। ডাস্টবিন থেকে উপচে পড়ছে নোংরা জঞ্জাল। রাস্তার ওপর ছড়িয়ে পড়ছে আবর্জনা। দূর্গা পুজোর আগে বাজারের ডাস্টবিন সেভাবে সাফাই না হওয়ায় নোংরা জঞ্জাল উপচে পড়ছে রাস্তায়। পুজোর সময় ডেঙু সচেতনতায় জোর তৎপরতা শুরু করেছে রাজ্য সরকার। কাড়ি কাড়ি টাকা য বসানো হয়েছে হোর্ডিং। চলছে সচতনতার প্রচার, পথনাটিকা। অথচ পরিকাঠামো থাকা স্বত্বেও পুজোর মুখে ডাস্টবিন সাফাই না হওয়ায় প্রশ্নের মুখে পড়ে প্রশাসন। নোংরা জঞ্জাল ভর্তি ওইসব ডাস্টবিনে মশা মাছির আতুঁড় ঘরে পরিনত হয়েছে। আর তাতেই আতঙ্কিত হয়ে পড়ে সাধারন মানুষ। জমা জঞ্জালের দুর্গন্ধে অতিষ্ট এলাকাবাসী। তার ওপর বাজারে নিকাশী মজে যাওয়ায় বিপাকে পড়েছে ব্যাবসায়ীরা। যদিও স্থানীয় পঞ্চায়েতের অভিযোগ, এক''শ দিনের কাজ বন্ধ থাকায় লাটে উঠেছে নিকাশী সাফাই। আর তাতেই সামন্য বৃষ্টিতে নিকাশীর নোংরা জল উপচে পড়ছে দোকান বাজারে। গত কয়েকদিন ধরে বুদবুদ, পানাগড়,কাঁকসায় লাফিয়ে বাড়ছে ডেঙ্গু সংক্রমাক। এমনকি কাঁকসায় এক ডেঙ্গু আক্রান্ত স্কুল ছাত্রীর মৃত্যু হয়। তারপরই নড়ে চড়ে বসে পুর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান জেলা প্রশাসন। শনিবার সকালে গলসী-১ পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে বুদবুদ বাজারে ডাস্টবিন সাফাই কাজ শুরু হয়। বুদবুদের মানকর রোড জনবহুল সড়কের ট্যাক্সি স্ট্যান্ডের কাছে জমা ডাস্টবিন সাফাই শুরু হয়। আর তাতে সাফাইকর্মীদের সঙ্গে হাত লাগায় খোদ গলসী-১ নং পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি অনুপ চ্যাটার্জী। সাত সকালে আর পাঁচটা সাধারন নাগরিকের মতই মুখে মাস্ক পরে হাতে তুলে নেয় কোদাল, ধামা। দুর্গন্ধের মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা নোংরা জঞ্জাল জড় করে ধামায় ভর্তি করে। তারপর আবার ওই আবর্জনা ভর্তি ধামা সাফাই কর্মীদের সঙ্গে ট্রাক্টারে তুলে দেয়। সহ সভাপতির কাজে অনুপ্রানিত হয়ে পড়ে সাফাইকর্মীরা। একই সঙ্গে বাজারের সাধারন মানুষ থেকে ব্যাবসায়ীরা সাধুবাদ জানায়। সাফাইয়ের মাঝে গলসী-১ নং পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি অনুপ চ্যাটার্জী জানান,' গত প্রায় বছর থেকে কেন্দ্র সরকার ১০০ দিনের কাজের অনুদান বন্ধ করে দিয়েছে। ওই কাজে নিকাশী ও জঞ্জাল পরিস্কার করা হত। ফলে সেসব থমকে পড়েছে। আলাদা করে এসব পরিস্কারের জন্য টাকা নেই। আর্থিক সঙ্কট রয়েছে। উৎসবের মরশুমে পরিবেশ পরিস্কার রাখতে, পরিবেশকে দুষনমুক্ত রাখতে, ডেঙ্গু সংক্রামক রুখতে সাফাই অভিযান। তাই সাফাইকর্মীদের উদ্বুদ্ধ করতে আমি আমাদের কর্মীরা হাত লাগিয়েছি।' তিনি আরও বলেন, ' মশা-মাছিবাহিত রোগ থেকে বাঁচতে সাধারন মানুষের কাছে আবেদন প্ল্যাস্টিক ব্যাবহার বর্জন করুন। নিজের এলাকায় নিজেরা পরিস্কার রাখুন।'

নির্বাচন নিয়ে তৃণমূলকে হুঁশিয়ারি দিলীপ ঘোষের

হুগলি, ১৫ অক্টোবর (হি. স.) : পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে তৃণমূলের উদ্দেশে হুঁশিয়ারি দিলেন বিজেপি-র সর্বভারতীয় সহ সভাপতি দিলীপ ঘোষ। শনিবার প্রাতঃভ্রমণে দিলীপ ঘোষ বলেন, "আসল খেলা এবার পঞ্চায়েতে হবে। তৃণমূল কি খেলা করে, আমরা কি করি, খেলি দেখা যাক। খেলা আর একতরফা হবে না। গতবার পুলিশ দিয়ে, গুন্ডা দিয়ে করেছে। এবার মানুষও সজাগ আছে। তারা দেখছে কাকে ভোট দিয়ে জিতিয়েছে। নতুন সরকার হওয়ার দেড় বছরের মধ্যে আসল চেহারা বেরিয়ে গিয়েছে। নারী-শিশুদের সুরক্ষা নেই, মানুষের জীবনে সুরক্ষা নেই, সম্প্রদায়িক সম্প্রীতি শেষ। টাকার পাহাড় নেতাদের বাড়িতে বাড়িতে। এগুলো দেখেই ভোট দেবে মানুষ।"শিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন চেয়ারম্যান মানিক ভট্টাচার্যের প্রসঙ্গ টেনে এনে বিজেপি'র সর্বভারতীয় সহ সভাপতির বলেন, "মানিক ভট্টাচার্য টেট কেলেঙ্কারির চাঁই হওয়া সত্ত্বেও, তাঁর বিরুদ্ধে দল এখনও ব্যবস্থ নেয়নি। ওদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিলে, তৃণমূলে থাকবে কে? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কারও বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেবেন না, এখন টাকা সামলাতে আর নেতা সামলাতে ব্যস্ত।" সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাপস রায়ের মধ্যে সাম্প্রতিক বাগযুদ্ধ নিয়েও মুখ খুলেছেন দিলীপবাবু। তিনি বলেন, "সবার মধ্যে দ্বন্দ্ব চলছে। গালাগালি থেকে গুলোগুলি। আমরা বিজয়া সম্মিলনী করছি।মিষ্টি খাওয়াচ্ছি।" তাঁর আরও সংযোজন, "সুদীপ ও তাপসবাবুর মতো সিনিয়র নেতাদের মধ্যে যদি এই হয়, তাহলে তৃণমূলের নিচের তলার অবস্থা ভেবে দেখুন", কটাক্ষ দিলীপ ঘোষের।

শুটিং করতে ছত্তিশগড়ে পৌঁছলেন অভিনেতা অক্ষয় কুমার

রায়পুর, ১৫ অক্টোবর (হি. স.) : বলিউড অভিনেতা অক্ষয় কুমারের আসন্ন ছবির শুটিংয়ের জন্য ছত্তিশগড়ে পৌঁছলেন অভিনেতা অক্ষয় কুমার। রায়গড়ের আশেপাশের এলাকায় প্রায় ৪ দিন ধরে চলবে ছবির শুটিং। অভিনেতা অক্ষয় কুমার দক্ষিণের ছবি সোরারাই পোত্রুর রিমেকের শুটিং হবে ছত্তিশগড়ে। বহু জাতীয় পুরস্কার জিতেছে ছবিটি। ছবিতে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন অক্ষয় কুমার ও অভিনেত্রী রাধিকা মদন। ছত্তিশগড়ে এর আগে বেশ কিছু বলিউড ছবির শুটিং হয়েছে, তবে অক্ষয়ের এই ছবিটি সবচেয়ে বড় বাজেটের ছবি।

৫ লক্ষ টাকার গয়না নিয়ে "চম্পট" চোরেরা

হাওড়া, ১৫ অক্টোবর (হি. স.) : মেয়ের বিয়ের জন্য রাখা কয়েক লক্ষ টাকার সোনার গয়না নিয়ে চম্পট দিল চোর। শুক্রবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটেছে হাওড়ার গোলাবাড়ি থানার পিলখানা থার্ড লেনের একটি ফ্ল্যাটে। তদন্তে নেমেছে পুলিশ। তবে এখনও পর্যন্ত কেউ ধরা পড়েনি। আগামী ডিসেম্বর মাসে মেয়ের বিয়ে। পেশায় লোহার ব্যবসায়ী মোহাম্মদ মোস্তাকিন সে জন্যই বাড়িতে নগদ টাকা ও গয়না রেখেছিলেন বলে পুলিশ সূত্রে খবর। কিন্তু তার আগে দরজা ও আলমারি ভেঙে কমপক্ষে পাঁচ লক্ষ টাকার সোনার গয়না এবং পঞ্চাশ হাজার টাকার বেশি নগদ নিয়ে চম্পট দিল চোরেরা, এমনই অভিযোগ ব্যবসায়ীর। গোলাবাড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন মোস্তাকিন। ঘটনার তদন্তও শুরু করেছে পুলিশ। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করা যায়নি। পড়শিদের অনেকের অবশ্য প্রশ্ন, এতগুলো টাকা ও সোনার গয়না কোন ভরসায় বাড়িতে রেখেছিলেন মোস্তাকিন? উল্টো দিকে, নিরাপত্তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। মেয়ের বিয়ের আগে এত বড় ঘটনায় স্বাভাবিক ভাবেই মুষরে পড়েছে পরিবার। এর পর কী হবে? অনিশ্চয়তা সদস্যদের মধ্যে।

বিজেপির বিরুদ্ধে পতাকা ছেঁড়ার অভিযোগে পথ অবরোধ তৃণমূলের

পূর্ব মেদিনীপুর, ১৫ অক্টোবর (হি. স.) : ফের রাজনৈতিক উত্তাপ ছড়াল নন্দীগ্রামে। শনিবার বিকেলে নন্দীগ্রামে বিজেপির তরফে আয়োজিত বিজয়া সম্মিলনীতে উপস্থিত থাকবেন সেখানকার বিধায়ক তথা রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তার আগেই নন্দীগ্রামের মহেশপুর এলাকায় বিজেপির বিরুদ্ধে দলের পতাকা ছেঁড়া এবং কর্মীদের মারধর করার অভিযোগ ওঠে। রাস্তা অবরোধ করে তৃণমূল ।তৃণমূলের অভিযোগ, গভীর রাতে তাদের দলীয় পতাকা, ফ্লেক্স ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে। বিজেপি তাদের বিরুদ্ধে ওঠা যাবতীয় অভিযোগ অস্বীকার করেছে। শনিবার সকালে মহেশপুর বাজারে যাওয়ার প্রধান রাস্তায় কয়েকজন কর্মী নিয়ে পথ অবরোধ করেন নন্দীগ্রাম ১ ব্লকের প্রাক্তন তৃণমূল সভাপতি স্বদেশ দাস। তিনি বলেন, "বিজেপি বিনা প্ররোচনায় তৃণমূলের কর্মী-সমর্থকদের মারধর করছে। দলের পতাকা ছিঁড়ে দিচ্ছে। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতেই আমাদের এই পথ অবরোধ।"

পুনর্বাসন ও মাটি শক্ত করায় অগ্রাধিকারের আর্জি তথাগতের

কলকাতা, ১৫ অক্টোবর (হি. স.) : বৌবাজারে বাস্তুচ্যুতদের পুনর্বাসন ও মাটি শক্ত করার কাজে অগ্রাধিকারের আর্জি জানালেন মেট্রো রেলের প্রাক্তন আধিকারিক তথাগত রায়। শনিবার তিনি টুইটারে লিখেছেন, "পশ্চিমবঙ্গ সিপিএমের রাজ্য সচিব অনিল বিশ্বাস লাখ কথার এক কথা বলেছিলেন, "রাজনীতির বাইরে কিছু হয় না"। বৌবাজারের মদন দত্ত লেনের দুর্ঘটনায় এর সত্যতা প্রতি মুহূর্তে বোঝা যাচ্ছে। একটা পুরোপুরি প্রযুক্তিগত সমস্যার ব্যাপারে পাল্লা দিয়ে রাজনৈতিক হ্যাজানোর প্রকাশ দেখা যাচ্ছে মহম্মদ সেলিম, কুনাল ঘোষ ও দিলীপ ঘোষের মধ্যে। একথা ঠিক যে মমতা জোর করে মেট্রোর রুট বদলেছিলেন প্রযুক্তিগত সমস্যার কথা না ভেবে। কিন্তু সেকথা বলবার কি এইটা সময়? এখন প্রাথমিক কাজ, যারা বাস্তুচ্যুত হয়েছেন তাঁদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা এবং গ্রাউটিং করে মাটি শক্ত করা। এই সব জিনিসে রাজনীতি ঢোকাবার বামপন্থী প্রবণতা ঝেড়ে ফেলতে না পারলে বাঙালির ভবিষৎ অন্ধকার। অবশ্য এমনিতেই বা কি উজ্জ্বল?"

যুবককে মারধরের ঘটনায় গ্রেফতার তিন সিভিক ভলেন্টিয়ার

ঝাড়গ্রাম, ১৫ অক্টোবর (হি. স.) : এক যুবককে মারধরের ঘটনায় যুক্ত থাকায় তিন সিভিক ভলেন্টিয়ারকে গ্রেফতার করল পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে ধৃত তিন সিভিক ভলেন্টিয়ারের নাম সঞ্জিব মাহাতো,রাকেশ মাহাতো, বসন্ত মাহাতো। ধৃত ব্যক্তিদের বাড়ি নয়াগ্রাম থানার ধূমসাই এলাকার আড়রা এলাকায়। এদিন ধৃত ব্যক্তিদের ঝাড়গ্রাম আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন ।পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে শুক্রবার ধুমসাই এলাকায় একটি রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্কে টাকা তোলার জন্য গিয়েছিলেন এক যুবক। সেখানে টাকা তোলা নিয়ে সমস্যা হলে ব্যাঙ্কে একটা ঝামেলা হয়। সেই সময় অভিযুক্ত তিন সিভিক ভলেন্টিয়াররা ওই ব্যক্তিকে বেধড়ক মারধর করে ।সেই সময় ওই সিভিকরা ডিউটিতে ছিল না বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। মারধরের ঘটনায় নয়াগ্রাম থানায় অভিযোগ দায়ের হয় ওই তিন সিভিকের বিরুদ্ধে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ ওই তিনজনকে গ্রেফতার করেন।

নবান্নে বৌবাজার নিয়ে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক

কলকাতা, ১৫ অক্টোবর (হি স)। বউবাজারে মেট্রো বিপর্যয় নিয়ে কলকাতা পুরসভার বৈঠক বাতিল। উচ্চপর্যায়ের বৈঠকটি হল নবান্নে। শনিবার বিকেলে মুখ্যসচিবের নেতৃত্বে এই বৈঠকে ভারচুয়ালি অংশ নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিশেষজ্ঞদের দেওয়া রিপোর্ট নিয়ে ওই বৈঠকে আলোচনা হয়। এদিন মুখ্যসচিব উচ্চপর্যায়ের বৈঠক ডাকেন নবান্নে। যোগ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রীও। রাজ্যের মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব, কলকাতার মেয়র, পুলিশ কমিশনার, পুর কমিশনার, কেএমআরসিএল কর্তৃপক্ষ ছাড়া রেল বোর্ডের কর্তারাও ছিলেন বৈঠকে। ভার্চুয়াল মাধ্যমে বৈঠকে যোগ দেন মমতা। ঠিক হয়েছে, ১২টি ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ির ২৮টি পরিবারের ১৮০ জনের যাঁদের এখনও হোটেলে রাখার ব্যবস্থা করা হয়নি, তাঁদের অবিলম্বে হোটেলে থাকার এবং সময়মত ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করতে হবে। আরও বেশি বাড়িতে ফাটল ধরলে সেগুলোর বাসিন্দাদেরও এভাবে পর্যাপ্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে। ঠিক হয়েছে, ৩০ দিনের বেশি গৃহহীন পরিবারকে ৫ লক্ষ এবং ভাড়াটে ও দোকানের কর্মীদের ১০০ বর্গফুট পর্যন্ত ১.৫ লক্ষ টাকা করে এবং ১০০ বর্গফুটের বেশি স্থান হলে ৫ লক্ষ টাকা করে কলকাতা মেট্রো কর্তৃপক্ষের তরফে দেওয়া হবে। যেসব বাড়ি ও দোকান সারাই করা যাবে না, সেগুলো নতুন করে তৈরি করে দিতে সবে। এর পর তিন বছর কেএমআরসিএল এগুলোর দেখভালের দায়িত্বে থাকবে। ২০১৯ সালে প্রথমবার বিপর্যয়ের পর নিজে ঘটনাস্থলে গিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দুর্গতদের সঙ্গে কথা বলেছিলেন। মেট্রো কর্তৃপক্ষের সঙ্গেও আলোচনা সেরেছিলেন তিনি। বারবার একই ঘটনা ঘটায় তিনিও বিরক্ত বলেই জানা যাচ্ছে নবান্ন সূত্রে। বিপর্যয়ের একটি দ্রুত সুরাহা চান তিনি। সেখানে সকলকে ঘটনাস্থলে যাওয়ার নির্দেশ দেন তিনি। এর পরই বউবাজার পৌঁছন ফিরহাদ।

ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলকে অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী

নয়াদিল্লি, ১৫ অক্টোবর (হি.স.) : এশিয়া কাপ জয়ের জন্য ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলকে অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শনিবার প্রধানমন্ত্রী টুইট করেছেন, আমাদের মহিলা ক্রিকেট দল ধৈর্য এবং দক্ষতার সাথে আমাদের গর্বিত করেছে। মহিলা এশিয়া কাপ জেতার জন্য দলকে অভিনন্দন। তিনি দুর্দান্ত দক্ষতা এবং টিমওয়ার্ক দেখিয়েছেন। খেলোয়াড়দের তাদের আসন্ন প্রচেষ্টার জন্য শুভকামনা। উল্লেখ্য, এদিন শ্রীলঙ্কাকে ৮ উইকেটে হারিয়ে এশিয়া কাপ জিতেছে ভারতের মহিলা ক্রিকেট দল।

বারাকপুরের পুজোয় তৈরি হচ্ছে ৬০ ফুটের কালী প্রতিমা

বারাকপুর, ১৫ অক্টোবর (হি.স.) : বারাকপুর শিল্পাঞ্চলে প্রতিবছর কালী পুজোর অন্যতম আকর্ষণ মণিরামপুর। এবারও প্রতিবছরের মত বারাকপুরের অন্যতম আকর্ষণ হতে চলেছে মণিরামপুরে বটতলা স্পোর্টিং ক্লাবের পুজো। প্রতিবছর দশ ফুটের কালী প্রতিমা তৈরি করেই শ্যামাপুজো হত। গত দু'বছর করোনার পর এবছর একটু অন্যরকম ভাবেই পুজোর আয়োজন করার কথা ভেবেছিলেন উদ্যোক্তারা। সেই ভাবনা থেকেই একেবারে ৬০ ফুটের কালী প্রতিমা তৈরি করছে এই ক্লাব। যা এবার বারাকপুর শিল্পাঞ্চলের পুজোর অন্যতম আকর্ষণ হতে চলেছে। বারাকপুর মহকুমা জুড়ে এত বড় কালী প্রতিমা এর আগে তৈরি হয়েছে বলে মনে করতে পারছেন না পুজো উদ্যোক্তারা।

ক্লাব সূত্রে জানা গিয়েছে, এবছর স্বাধীনতার ৭৫তম বছর। সেই কারণে পুজো কমিটি উদ্যোক্তারা প্রথমে ভেবেছিলেন ৭৫ ফুটের কালী প্রতিমা তৈরি করা হবে। কিন্তু পরে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ৬০ ফুটের প্রতিমা তৈরির। দুর্গাপুজোর অষ্টমীর দিন থেকেই প্রতিমা তৈরির কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। প্রতিমা তৈরি করছেন চন্দননগরের শিল্পী প্রাণকৃষ্ণ পাল। একইসঙ্গে প্রতি বছরের মত এবছরও বিশেষ আকর্ষণ থাকছে চন্দননগরের আলোকসজ্জা।

শিয়ালদহ মেইন লাইনে বাতিল ৪২টি লোকাল ট্রেন

কলকাতা, ১৫ অক্টোবর (হি. স.) : শনিবার ও রবিবার শিয়ালদহ মেইন লাইনে ৪২টি লোকাল ট্রেন বাতিল থাকবে। নৈহাটি-হালিশহরের মাঝে আপ লাইনে লাইন মেরামতির জন্য ব্যাহত হবে যাত্রী পরিষেবা। এদিন রাত ১০ থেকে রবিবার সকাল ১০টা পর্যন্ত ১২ ঘণ্টা চলবে এই কাজ। যার জেরে এদিন যে সব ট্রেন বাতিল থাকবে সেগুলি হল শিয়ালদহ-কৃষ্ণনগর, শিয়ালদহ-গেঁদে, শিয়ালদহ-শান্তিপুর, শিয়ালদহ-রানাঘাট, কল্যাণী সীমান্ত-নৈহাটি লোকাল। পাশাপাশি রবিবার বাতিল ট্রেনগুলি হল শিয়ালদহ-কৃষ্ণনগর, শিয়ালদহ-গেঁদে, শিয়ালদহ-শান্তিপুর, শিয়ালদহ-নৈহাটি, শিয়ালদহ-কল্যাণী সীমান্ত, নৈহাটি-কল্যাণী সীমান্ত এবং শিয়ালদহ-নৈহাটি লোকাল। এছাড়াও কয়েকটি ট্রেনের যাত্রাপথ সংক্ষিপ্ত করা হবে।

আগুনে ভস্মীভূত গুরুগ্রামের অটো পার্টস তৈরির কারখানা

গুরুগ্রাম ১৫ অক্টোবর (হি. স.) : হরিয়ানার গুরুগ্রামে অটো পার্টস তৈরির কারখানায় ভয়াবহ আগুন। শনিবার ভোর রাতে ঘটনাটি ঘটেছে। আগুনে ভস্মীভূত হয়ে গেছে অটো পার্টস কারখানাটি। জানা গিয়েছে, শনিবার ভোর রাতে গুরুগ্রামের একটি অটো পার্টস তৈরির কারখানায় ভয়ংকর আগুন লাগে। আগুন লাগার খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ছুটে আসে দমকল বাহিনী। আগুনের সাথে সাথে বিস্ফোরণের শব্দও পাওয়া যায়। কিভাবে এই আগুন লাগল, তা অবশ্য এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি। তবে এই আগুনে হতাহতের খবর মেলেনি এখনও। কিন্তু এই ভয়ংকর অগ্নিকাণ্ডের জেরে এলাকায় ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়েছে। এই ভয়ংকর অগ্নিকাণ্ডে অটো পার্টস কারখানাটি পুরোপুরি ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। কিভাবে আগুন লাগল পুরো বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে তদন্ত।

রাজ্য থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে বিদায় নিচ্ছে বর্ষা

কলকাতা, ১৫ অক্টোবর (হি স)। আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে রাজ্য থেকে বিদায় নিচ্ছে বর্ষা। তবে আসন্ন কালীপুজোর আগে ১৮ অক্টোবর নাগাদ উত্তর আন্দামান এবং সংলগ্ন দ্বীপপুঞ্জ এলাকায় একটি নিম্নচাপ সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সেই নিম্নচাপ সাইক্লোনে রূপান্তরিত হতে পারে, ২০ অক্টোবর নাগাদ।শনিবার আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পক্ষ থেকে এই খবর জানিয়ে বলা হয়, এর ফলে আগামী চার দিন উত্তরবঙ্গ সহ গোটা রাজ্যে আবহাওয়া শুষ্ক থাকবে। কোথাও বৃষ্টি হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। সম্ভাব্য সাইক্লোন সম্পর্কে তথ্য আগামী সোমবারের পর জানাতে পারবে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। এখনও পর্যন্ত এই বিষয়ে বলার মত কোন পরিস্থিতি তৈরি হয়নি বলে আলিপুর আবহাওয়া দফতরের আবহাওয়াবিদরা দাবি করেন। তাই এখনই ওই সাইক্লোন এবং নিম্নচাপকে ঘিরে বঙ্গের আবহাওয়ার পরিস্থিতি কতটা পরিবর্তিত হবে সে ব্যাপারে ধোঁয়াশা রয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতরের আধিকারিকদের মনে।

জানা গিয়েছে, শনিবার ও বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরের পাশাপাশি কলকাতা, হাওড়া, এবং উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলাতে।কয়েক দিন আবহাওয়া শুষ্ক থাকার দরুন দিনের তাপমাত্রা ৩২ থেকে ৩৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি এবং রাতের তাপমাত্রা ২৪ থেকে ২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি থাকবে। উত্তরবঙ্গ থেকে শনিবার বর্ষা বিদায় নেয়। এবার রবিবারের মধ্যে দক্ষিণবঙ্গ থেকেও এ বছরের মত বিদায় নিচ্ছে বর্ষার মরসুম। কিন্তু কালীপুজোর আগে সাইক্লোন আর নিম্নচাপকে কেন্দ্র করে দুর্যোগের আশঙ্কা ক্ষীণ হলেও তা কিন্তু থেকেই যাচ্ছে।

কাশ্মীরি পণ্ডিতের উপর হামলার পিছনে এক সন্ত্রাসীর হাত

শ্রীনগর, ১৫ অক্টোবর (হি.স.) : শোপিয়ানে কাশ্মীরি পণ্ডিতের উপর হামলার পিছনে এক সন্ত্রাসবাদীর মদত রয়েছে বলে মধ্য কাশ্মীর এবং দক্ষিণ কাশ্মীরের রেঞ্জ-র ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ সুজিত কুমার শনিবার জানিয়েছেন। প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, এই হামলার পিছনে একজন সন্ত্রাসী ছিল, যে আজ শোপিয়ানে একজন কাশ্মীরি পন্ডিতকে গুলি করে হত্যা করে। সাংবাদিকদের সাথে কথা বলার সময় সুজিত কুমার বলেন, এটি নিয়ে তদন্ত করা হচ্ছে এবং প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে যে একজন সন্ত্রাসী এই ঘটনার সাথে জড়িত ছিল। পুলিশের উপ-মহাপরিদর্শক বলেন, 'নিরাপত্তা রক্ষীদের এবং এলাকার ভারপ্রাপ্ত কর্তার পক্ষ থেকে যদি কোনও নিরাপত্তা ত্রুটি পাওয়া যায় তবে অবশ্যই ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' তিনি আরও বলেন, এই হামলার দায় কাশ্মীর ফ্রিডম ফাইটার (কেএফএফ) গ্রুপ করেছে।

রাজ্যে এক সাথে ১০,১৭৫টি সরকারি চাকুরির ঘোষণার জন্য সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিজেপির যুব মোর্চার উদ্যোগে র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করেন তথ্য সংস্কৃতিমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী।

সালিশি সভার ৩০ মিনিট পর করিমগঞ্জের পশ্চিম কানিশাইলে উদ্ধার গৃহবধূর মৃতদেহ! খুনের সন্দেহ! আটক অভিযুক্ত স্বামী

করিমগঞ্জ (অসম), ১৫ অক্টোবর (হি.স.) : গার্হস্থ্য বিবাদ সম্পর্কিত সালিশি সভায় আপস মীমাংসার প্রায় ৩০ মিনিট পর করিমগঞ্জ জেলা সদর সংলগ্ন পশ্চিম কানিশাইলে জনৈক গৃহবধূ জাহানারা খানম চৌধুরীর মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। ঘটনাকে খুন বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে পুলিশ অভিযুক্ত স্বামী জিয়াউর রহমানকে আটক করছে। করিমগঞ্জ শহর সংলগ্ন পশ্চিম কানিশাইলে গৃহবধূর মৃতদেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে! ঘটনাকে খুন সন্দেহ করে পাঁচজনকে অভিযুক্ত করে করিমগঞ্জ সদর থানায় এফআইআর দায়ের করা হয়েছে ইতিমধ্যে অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা রুজু করে সদর থানার পুলিশ আটক করেছে অভিযুক্ত স্বামী জিয়াউর রহমানকে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, বিয়ের ছয় বছরের মাথায় স্বামীর ঘরে মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে উত্তর করিমগঞ্জের ফকিরবাজারের জাব্দা গ্রামের মকসুদ আহমেদ চৌধুরীর মেয়ে জাহানারা খানম চৌধুরীর। ছয় বছর আগে শহর সংলগ্ন পশ্চিম কানিশাইলের প্রয়াত আব্দুল হান্নানের ছেলে জিয়াউর রহমানের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল জাহানারার। যৌতুকের দাবিতে স্বামীর ঘরে লাগাতার নির্যাতনের শিকার হতেন বলে অভিযোগ মেয়ের বাবার পরিবারের। এছাড়াও সন্তান না হওয়ায় স্বামী ও শ্বাশুড়ির হাতে নির্যাতিত হতেন গৃহবধূ! এ সব ঘটনাকে কেন্দ্র করেই গতকাল রাতে ঝগড়ার সূত্রপাত বলে জানান মেয়ের বাবার বাড়ির লোকেরা। তাঁরা বলেন, গতকাল এ নিয়ে বিবাদ ঘটলে মেয়ের স্বামীর ঘরে উপস্থিত ছিলেন তাদের বিয়ের ঘটক আব্দুল শুকুর। তিনি রাত ১১টা নাগাদ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনে চলে যান। সালিশি সভায় সিদ্ধান্ত হয়েছিল, এই মেয়েকে আর তাঁরা রাখবেন না! ঘটক বলেছিলেন, রাতটা পার হোক সকাল হলে মেয়ের বাবার পরিবারের লোকদের এনে সমাধান করা হবে। এই বলে তিনি চলে আসেন রাত ১১টায়। তার ৩০ মিনিট পর গৃহবধূর বাবা তার মেয়েক ফোন করলেও কথা বলতে পারেনি! তখনি তাঁদের সন্দেহ জাগে! এর পর থেকেই তাঁরা ফোনে বারবার চেষ্টা করেও ফোন পাননি মেয়ের। উপায়ন্তর হয়ে রাত ১২:১৭ মিনিটে মেয়ের শ্বাশুড়ির মোবাইলে ফোন করেন তাঁর বাবার বাড়ির লোকেরা। তখন শ্বাশুড়ি মনোয়ারা বেগম ফোনটা না ধরে প্রতিবেশী জনৈক মহিলা ফোন ধরে বলেন, আপনারা তাড়াতাড়ি এখানে আসুন, ফোনে বলা যাবে না। তৎক্ষণাৎ মেয়ের বাবার বাড়ির লোকেরা কানিশাইলে চলে যান। গিয়ে দেখতে পান মেয়ে তাঁর শয্যাকক্ষের বিছানার উপর মৃত অবস্থায় রয়েছে, পাশাপাশি ঘরের সিলিং ফ্যানে একটি উড়না ঝুলে রয়েছে। খবর দেওয়া হয় সদর থানায়। খবর পেয়ে দলবল নিয়ে পুলিশ গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে প্রাথমিক তদন্ত সেরে আজ শনিবার ভোর পাঁচটা নাগাদ মৃতদেহ নিয়ে আসে করিমগঞ্জ সিভিল হাসপাতালে ময়না তদন্তের জন্য। এদিকে মেয়ের স্বামী জিয়াউর রহমান, শ্বাশুড়ি মনোয়ার বেগম সহ আরও তিনজনকে অভিযুক্ত করে সদর থানায় এফআইআর দায়ের করেন মেয়ের বাবার বাড়ির লোকেরা। অভিযোগ স্বামী, শ্বাশুড়ি সহ আরও তিনজনের সহযোগে ঘটক আসার পর হত্যা করা হয়েছে তাঁদের মেয়েকে। এদিকে স্বামী জিয়াউর রহমানকে আটক করা হলেও বাকি অভিযুক্তদের গ্রেফতারের দাবি তুলেছেন তাঁরা। সদর পুলিশের বক্তব্য. ময়না তদন্তের রিপোর্ট আসলে বোঝা যাবে হত্যা, নাকি আত্মহত্যা!

ভারত-বাংলাদেশ আবৃত্তি উৎসব

আগরতলা, ১৫ অক্টোবর।। শ্রুতি আয়োজিত 'সকল ভাষার সম্মানে, সকল ভাষার বিকাশে ৭ম ভারত-বাংলাদেশ আবৃত্তি উৎসব আগামী ১৬ ও ১৭ অক্টোবর, ২০২২ আগরতলায় মুক্তধারা প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত হবে। ১৬, অক্টোবর বিকাল ৫ টায় উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন ত্রিপুরা সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের মাননীয় সচিব ড. প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী, আইএএস। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন বাংলাদেশ সহকারী হাইকমিশন, আগরতলা, ত্রিপুরার মাননীয় সহকারী হাইকমিশনার, জনাব আরিফ মহম্মদ। সম্মানীত অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন ত্রিপুরা সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা রতন বিশ্বাস, বাংলাদেশ সহকারী হাইকমিশন, আগরতলা, ত্রিপুরার প্রথম সচিব ও দূতালয় প্রধান জনাব * রেজাউল হক চৌধুরী, ওএনজিসি ত্রিপুরার ইনচার্জ কর্পোরেট কম্যুনিকেশনস মনীষ ভুঁইয়া। বিশেষ অতিথি বাংলাদেশের ঢাকার বিশিষ্ট বাচিকশিল্পী ড় শাহাদাৎ হোসেন নিপু, বাংলাদেশের ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিশিষ্ট বাচিকশিল্পী মোঃ মনির হোসেন। সভাপতিত্ব করবেন ভারত-বাংলাদেশ ছবি ও কবিতার সভাপতি .. শংকর বন্দ্যোপাধ্যায়। থাকছে ভারত ও বাংলাদেশের শিল্পীদের পরিবেশনা। বাংলাদেশের শিল্পীরা হলেন ঢাকার ড় শাহাদাৎ হোসেন নিপু, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মোঃ মনির হোসেন ঢাকার মাসুম আজিজুল বাসার, সিলেটের সুকান্ত গুপ্ত, চট্টগ্রামের এ.এইচ.এম. মুজাহিদুল ইসলাম আল তুষি, রুবেল চৌধুরী, প্রবীর মহাজন আরমান হাফিজ রাহুল ঘোষ দস্তিদার-কারিশমা কবির ঐশী,শারমিন মুস্তারী নাজু। ত্রিপুরার * বিশিষ্ট আবৃত্তিকার ও শিল্পীদেরও মধ্যে থাকছেন প্রণব সাহা, সুমন ভট্টাচার্য, গোপা সেনগুপ্তা, অধ্যাপক মোজাহিদ রহমান, পিনাকপানি, দেব, দীপক সাহা, পিন্টুলাল সাহা, মিলি রায়চৌধুরী, জয়িতা ভট্টাচার্য (আগরতলা, মণিপুরী কবিতায়, কে সারিডা, মগ ভাষায় ক্রাইরি মগ চৌধুরী, চাকমা ভাষায় মেঘনলিয়া চাকমা ককবরক ভাষায় সত্য পোয়াতিয়া ও হিন্দী কবিতায় রাজা চক্রবর্তী। থাকছেন আবৃত্তিতে থাকছেন শিবানী সাহা, সৃষ্টি দেবনাথ, রাইমা দেবনাথ প্রমুখ। থাকছে তারুণ্যের উচ্ছ্বাস শ্রুতি, আগরতলার দলগত পরিবেশনা। সঙ্গীত সহ আবৃত্তিতে পুষ্পিতা চক্রবর্তী ও স্মিতা ভট্টাচার্য। সঙ্গীত পরিচালনায় অনুনয় বিশ্বাস, আবহ সৌম্যেন্দ্র নন্দী ও সৌম্যজিৎ নন্দী। সঞ্চালনায় কুশল গুপ্ত। ১৯ অক্টোবর বিকাল ৫.৩০ দ্বিতীয় দিনের উৎসব শুরু হবে। আজ এক সাংবাদিক সম্মেলনে এ সংবাদ জানান শ্রুতির পরিচালক স্মিতা ভট্টাচার্য।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা**)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ত্রিপুরা মেডিকেল

● প্রথম পাতার পর

রয়েছে বলেও অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, ত্রিপুরায় উন্নত স্বাস্থ্য পরিকাঠামো গড়ে তোলার বিষয়ে সরকার বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে। আইজিএম এবং এজিএমসি হাসপাতালে স্থাপন করা হয়েছে অক্সিজেন প্ল্যান্ট, যা উত্তর পূর্বাঞ্চলের মধ্যে সর্ববৃহৎ। মহিলা ক্ষমতায়নে ত্রিপুরা সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগ সম্পর্কেও মুখ্যমন্ত্রী এদিন তার বক্তব্যে তুলে ধরেন।

অনুষ্ঠানে আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার সাফল্যের এবং আয়ুষ্মান ভারত ডিজিটাল মিশনের উপর একটি তথ্যচিত্রও প্রদর্শিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনায় উপকৃত সুবিধাভোগীদের সাথে মতবিনিময় করেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিকে, মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের লোগোর উদ্বোধন করা হয়েছে।

এদিন ত্রিপুরায় আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনায় জেলাস্তরে সফল বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন জেলার ডিস্ট্রিক্ট প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর সহ এই যোজনায় আওতাভুক্ত সুবিধাভোগীদের সংবর্ধিত করা হয়েছে। ত্রিপুরায় আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা বাস্তবায়নে শ্রেষ্ঠ প্রকল্প রূপায়ণকারী জেলা, সর্বাধিক আয়ুষ্মান কার্ড ইস্যু, রোগীদের হাসপাতালে ভর্তি করেছেন এমন আরোগ্য মিত্র ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাফল্যের নিরিখে পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।

তাছাড়া আয়ুষ্মান ভারত ডিজিটাল মিশনের অধীনে সর্বাধিক আভা কার্ড ইস্যু, ন্যাশনাল কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স স্ট্যান্ডার্ড, লক্ষ্য কর্মসূচির সাফল্যের নিরিখে রাজ্যের বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানকেও পুরস্কৃত করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য অতিথিগণ তাদের হাতে পুরস্কার তুলে দিয়েছেন

গ্রেফতার

● প্রথম পাতার পর

আগরতলা থানায় একটি চুরির মামলা দায়ের হয়। সেই মামলার তদন্তকারি অফিসার ছিলেন এসআই রঞ্জিত দাস। ঘটনার তদন্তক্রমে শুক্রবার মধ্যরাতে মামলার তদন্তকারি অফিসার দুই জনকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতরা হল দুর্গা চৌমুহনী এলাকার সুখেন ঋসি দাস ও রানীরবাজার এলাকার শঙ্কর তাঁতি। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তারা চুরির ঘটনার সাথে যুক্ত থাকার বিষয়টি স্বীকার করে। তাদের স্বীকারোক্তি মুলে চুরি যাওয়া একটি টিভি উদ্ধার করা হয়েছে। প্রাথমিক তদন্ত শেষে পুলিশ রিমান্ডের আর্জি জানিয়ে শনিবার ধৃতদের আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

দক্ষিণবঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভবনা, উত্তরবঙ্গে শীতের আমেজ

কলকাতা, ১৫ অক্টোবর (হি. স.) : আগামী তিনদিনের মধ্যে বিদায় নিচ্ছে বর্ষা। তবে রাজ্য থেকে বর্ষা বিদায় নিলেও খটখটে শুকনো পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে না। বৃষ্টির পরিমান কমবে। দক্ষিণবঙ্গের আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি বজায় থাকবে। যদিও কিছু কিছু জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ সহ বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হবে। আগামী ১৬ অক্টোবর থেকে উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির পরিমাণ কমবে বলে খবর। ইতিমধ্যেই শীতের আমেজ মিলতে শুরু করে দিয়েছে।

শনিবার আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী তিন দিনের মধ্যে বাংলা থেকে বর্ষা বিদায় নিচ্ছে। তবে রাজ্যে থেকে বর্ষা বিদায় নেওয়ার পর খটখটে শুকনো পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে না। তবে আশা করা হচ্ছে বৃষ্টির পরিমাণ কমবে। সেই সঙ্গে কিছু কিছু জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ সহ বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হবে। আগামী ১৬ অক্টোবর থেকে উত্তরবঙ্গেও বৃষ্টির পরিমাণ কমবে। দক্ষিণবঙ্গের ক্ষেত্রে বজায় থাকবে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি। তাপমাত্রারও তেমন কোনও পরিবর্তন হবে না। উত্তরবঙ্গে শীতের আমেজ মিলতে শুরু করে দিয়েছে। সেখানে এখন সন্ধ্যার পর থেকেই তাপমাত্রা কমতে দেখা যাচ্ছে। অনুভূতি হচ্ছে হাল্কা শীতের। শনিবার কাকভোরে জলপাইগুড়ি শহরে ঘন কুয়াশাও দেখা গিয়েছে। রাস্তাঘাট, নদীর পাড় ঢেকে গিয়েছে ঘন কুয়াশায়। দক্ষিণবঙ্গে ধীরে আবহাওয়া শীতের দিকে এগবে। বাংলায় এবার শীতের ছোঁয়া মেলার সম্ভাবনা নভেম্বরের শেষ বা ডিসেম্বরের শুরুতে।

অ্যাম্বুল্যান্সের ধাক্কায় মা ও মেয়ের মৃত্যু রণক্ষেত্র উলুবেড়িয়া

উলুবেড়িয়া, ১৫ অক্টোবর (হি. স.) : হাওড়ার উলুবেড়িয়ার জগৎপুর জোড়াকলতলায় ১৬ নম্বর জাতীয় সড়কের অ্যাম্বুল্যান্সের ধাক্কায় মৃত্যু হল মা ও মেয়ের। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার সকালে। দুর্ঘটনার পর টায়ার জ্বালিয়ে জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষুব্ধ স্থানীয়রা। যার ফলে জাতীয় সড়কে যানচলাচল বন্ধ হয়ে যায়। সমস্যায় পড়েন যাতায়াতকারীরা।

জানা গেছে, শনিবার ভোরবেলা মেয়ে টুসুকে বাগনানে বৃত্তি পরীক্ষা দিতে নিয়ে যাওয়ার জন্য বাড়ি থেকে বেরন গৃহবধূ অপর্ণা। জাতীয় সড়কের পাশে জোড়া কলতলায় মা ও মেয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, অত্যন্ত দ্রুত গতিতে আসা একটি অ্যাম্বুল্যান্স প্রথমে এক সাইকেল আরোহীকে ধাক্কা মারে। এরপর জাতীয় সড়কের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা মা ও মেয়েকে ধাক্কা মারে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় মা ও মেয়ের। তবে সাইকেল আরোহী গুরুতর জখম। তাঁকে উলুবেড়িয়া মহকুমা হাসপাতালে ভরতি করা হয়। সেখানেই আপাতত সাইকেল আরোহীর চিকিৎসা চলছে। চিকিৎসকরা জানান, ওই সাইকেল আরোহীর শারীরিক অবস্থা আপাতত স্থিতিশীল। এরপরই উত্তেজিত জনতা অ্যাম্বুল্যান্সটিকে দাঁড় করায়। অ্যাম্বুল্যান্সে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। এরপর মা ও মেয়ের মৃতদেহ নিয়ে জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন উত্তেজিত জনতা। প্রায় আড়াই ঘন্টারও বেশি সময় কেটে গেলেও মৃতদেহ তুলতে বাধা দেয়। অবরোধকারীদের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে জাতীয় সড়ক সংলগ্ন জোড়াকলতলায় আন্ডারপাসের দাবি জানানো হয়েছে। তা সত্ত্বেও প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তিরা সেসব বিষয়ে মাথা ঘামাননি বলেই অভিযোগ। আন্ডারপাস থাকলে এমন বিপদ হত না বলেই দাবি তাঁদের। এদিকে, জাতীয় সড়কে অবরোধের জেরে বন্ধ হয়ে যায় যানচলাচল। চরম বিপাকে নিত্যযাত্রীরা।

উদ্ধার

● প্রথম পাতার পর

থাকায় একা ঘরের মধ্যে ফাঁসিতে আত্মহত্যা করে অভিজিৎ। তার মা জানান ঘরের ভিতরে এসে দেখে অভিজিৎ জ্বলন্ত অবস্থায় রয়েছে। পরবর্তী সময় চিৎকার চেঁচামেচি করে তার মা। খবর দেওয়া হয় রাধা কিশোরপুর থানায়। পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে দ্রুত ছুটে আসেন। পুলিশ জানিয়েছে ময়না তদন্ত করে মৃতদেহ তুলে দেওয়া হবে তার পরিবারের হাতে। এ নিয়ে গোটা এলাকায় কান্নার রোল পড়ে যায়।

ধর্ষণে বাধা পেয়ে যুবতীর গলা ও পেটে অস্ত্রের কোপ, ধৃত ১

উত্তর ২৪ পরগনা, ১৫ অক্টোবর (হি. স.) : শুক্রবার রাতে রাস্তায় এক যুবতীকে একা পেয়ে ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগ। ধস্তাধস্তি এবং মহিলার চিৎকারে ছুটে এসেছিলেন স্থানীয়রা। এর পর যুবতীর গলা এবং পেটে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে পালান তিন দুষ্কৃতী। এক জনকে ধরে ফেলেন স্থানীয়রা। তাঁকে গ্রেফতারও করেছে পুলিশ। এই ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনায়। অন্যদিকে, আশঙ্কাজনক অবস্থায় কলকাতার আরজিকর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ওই নির্যাতিতা।

স্থানীয় সূত্রে খবর, রাস্তার পাশে বাঁশবাগানে তুলে নিয়ে গিয়ে মহিলাকে ধর্ষণের চেষ্টা করে তিন যুবক। নিজেকে বাঁচাতে ধাক্কাধাক্কি এবং চিৎকার শুরু করেন ওই যুবতী। সে সময় তাঁর শরীরের একাধিক অংশে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করেন দুষ্কৃতীরা। এলাকাবাসীদের কয়েক জনের চেষ্টায় এক দুষ্কৃতীকে ধরা গিয়েছে। এখন পুলিশি হেফাজতে রয়েছেন তিনি। ওই অভিযুক্তের নাম আশিস পাল। অন্য দুই অভিযুক্তের খোঁজ শুরু করেছে পুলিশ। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। দুষ্কৃতীরা ওই এলাকার নন বলে দাবি করেছেন স্থানীয়রা। এই পুরো ঘটনায় এলাকাবাসী আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। এক বাসিন্দার কথায়, "আমার পাড়ার দু'জন রাস্তা দিয়ে আসছিল। ওরা দেখে রাস্তায় ধস্তাধস্তি চলছে। ওরা আমাকে ফোন করে ডাকে। আমরা আসামাত্র দু'জন মিলে এক মহিলাকে চাকু দিয়ে গলায় চালিয়ে দেয়। সবাইকে ধরার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু এক জনকে ধরতে পেরেছি আমরা।"

বউবাজারে মেট্রো বিপর্যয়, চলছে বিপজ্জনক বাড়ি খালি করার কাজ

কলকাতা, ১৫ অক্টোবর (হি. স.) : বউবাজারে মেট্রো বিপর্যয়ের জেরে বাড়ি খালি করার কাজ চলছে। চেষ্টা হচ্ছে শনিবারের মধ্যে নির্দিষ্ট ৪৫ টি বাড়ির সব কটি খালি করার। গোটা প্রক্রিয়া তদারকি করছেন কেএমআরসিএলের এমডি সি এন ঝা এবং প্রকল্প অধিকর্তা এন সি কারনালি। তাঁরা জানান, শুক্রবার ১০টি বাড়ি খালি করে দেওয়া হয়েছে। বাকিগুলিও খালি করা হবে। সব মিলিয়ে এই ৪৫টি বাড়িতে ৪০০ জন বাসিন্দা রয়েছেন। ১৩৬ জনকে ৫টি হোটেলে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। শুক্রবার ভোরে বউবাজারের মদনদত্ত লেনে বাড়িগুলিতে ফাটল ধরে। বাসিন্দাদের মধ্যে আবার আতঙ্ক গ্রাস করে। ভোর সাড়ে তিনটে নাগাদ নীচের স্তর থেকে জল আসতে শুরু করে। অনেকে ভেবেছিলেন কিছু হবে না। কিন্তু, দুর্ভাগ্যবশত বিপত্তি ঘটে গেল। বিশেষজ্ঞদের মতামত নেওয়ার পরও কেন এমন হল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। আগামী দিনে আরও বড় বিশেষজ্ঞ এনে পরিস্থিত পর্যালোচনা করা হবে। মেট্রো কর্তাদের দাবি, মাটির তলার বাকি ৫টি স্টেশনে কোনও সমস্যা হচ্ছে না, সমস্যা কেবল এই স্টেশনেই। মেট্রোর তরফে জানান হয়েছে, ক্ষতিগ্রস্ত স্থানীয় দোকানদের জন্য ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। যাঁদের ১০০ বর্গফুটের দোকান রয়েছে তাঁরা ১ লক্ষ টাকা এবং ১০০ বর্গফুটের বড় দোকান থাকলে ৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ পাবেন।

এবার বিশেষ নজর কেষ্ট-হীন কালীপুজোয়

বীরভূম, ১৫ অক্টোবর (হি. স.) : বীরভূম জুড়ে অনুব্রতর সম্পত্তিতে নজর রেখেছে সিবিআই। বাড়ি, জমি, আত্মীয়দের সম্পত্তি, রাঁধুনির ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ যাচ্ছে না কোনও কিছুই। তাঁর কালী প্রতিমার এই বিপুল গয়না কোথা থেকে আসত, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে পারে গোয়েন্দাদের মনে। বিরোধীরা বলছেন, এবার তো স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে, কিসের টাকায় ওই গয়না আসত। এবার তাই নজর থাকছে কেষ্ট-হীন কালীপুজোয়।

করোনাকালে মায়ের গায়ের গয়নায় কমতি হয়নি। ২০২০ সালে প্রায় ৩০০ ভরি সোনার গয়না পরানো হয়েছিল প্রতিমার গায়ে। আর গত বছর মায়ের অঙ্গে উঠেছিল ৫৭০ ভরি গয়না। শোনা যায়, জেলার বিভিন্ন ব্যবসায়ীরা সে সব গয়না দিতেন। আর সেগুলো নিজে হাতে পরিয়ে দিতেন অনুব্রত।

ভোট হোক বা পূজা, সবেতেই অনুব্রতর উপস্থিতি বরাবরই ছিল বেশ উজ্জ্বল। এবার সেই বীরভূমের সেই বেতাজ বাদশা অনুব্রত মণ্ডলের দুর্গা পুজো কেটেছে গরাদে। কালীপুজোতে তাঁর অব্যাহতির সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। প্রশ্ন উঠেছে বীরভূমে তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ের কালী পুজো নিয়ে।

প্রতি বার সেই কালী পুজোর জৌলুস থাকে চোখে পড়ার মতো। নিজের হাতে সোনার গয়নায় মা কালীকে সাজান অনুব্রত। এক-আধটা গয়না নয়, কয়েকশ ভরি গয়নায় সাজানো হয় কালী প্রতিমাকে। চোখ ঝলসে যাওয়ার মতো সেই প্রতিমা দেখতে যান অনেকেই। তবে এবার হয়ত অনুব্রত থাকবেন না। এলাকার বাসিন্দাদের মনে প্রশ্ন উঠছে, এবারও কি একই রকম থাকবে জৌলুস? জেলা তৃণমূল সূত্রে খবর, এবারও পুজো হবে নিয়ম মেনেই। তবে গরু পাচার মামলায় অনুব্রত গ্রেফতার হওয়ায় নাকি এবার গয়না দিতে চাইছেন না অনেক ব্যবসায়ীই। তবে কি ভক্তিতে নয়, ভয়েই সে সব গয়না দিতেন ব্যবসায়ীরা?

বুকে পা দিয়ে হাঁটব কেউ আটকাক, ফের আক্রমণাত্মক মন্তব্য দিলীপ ঘোষের

হুগলি, ১৫ অক্টোবর (হি. স.) : আবারও আক্রমণাত্মক ভঙ্গিমায় বিজেপি-র সর্বভারতীয় সহ সভাপতি দিলীপ ঘোষ। শনিবার প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে ফের বললেন, বুকে পা দিয়ে হাঁটবেন। কেউ তাঁকে আটকে দেখাক।

শুক্রবার খানাকুলে গিয়ে রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেছিলেন, বাংলায় গণতন্ত্র আছে বলে দিলীপ ঘোষের মতো ব্যক্তিরা ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তারই প্রত্যুত্তরে দিলীপ ঘোষ শনিবার বলেন, "গণতন্ত্র ওদের দয়ায় আছে নাকি? গণতন্ত্র আছে কেন্দ্রের জন্য, তাই ওরা করে খাচ্ছে। নাহলে যে কোনও দিন ভেঙে দিত সরকার। তখন তো ভিখারি হয়ে যাবে। রাস্তার কুকুরও জিজ্ঞেস করবে না কেমন আছো বলে। সাধারণ মানুষের সঙ্গে যে ব্যবহার করেছে, টাকা পয়সা নিয়ে জামাকাপড় খুলে নেবে লোকে। আর বেশিদিন না, মাস ছয়েকের মধ্যে এটা হবে।'' উল্লেখ্য, শনিবার হুগলির আরামবাগ মহকুমায় বেশ কয়েকটি দলীয় কর্মসূচি করবেন দিলীপ ঘোষ। পুরশুড়া বিধানসভায় বিজয়া সম্মিলনী, খানাকুলের রামনগরে বাইক অভিযাত্রার পর রাজহাটিতে জনসভা করবেন তিনি।

যুবক

● প্রথম পাতার পর

বাড়ি থেকে কাজ সেরে টি আর ০১এ -পি -৫০৯৫নাম্বারের একটি বাইকে করে জামাল মিয়াকে সাথে নিয়ে যাচ্ছিল। কলসিমুড়া কাঁঠালতলী এলাকা হয়ে বাড়ি যাওয়ার পথে চৌমুনিতে আসতেই বক্সনগর থেকে বেপরোয়া ভাবে দ্রুত বেগে আআসা একটি টি-আর-০৭-এফ ৭২৫৬নাম্বারের পালসার বাইক রমিজের বাইকে ধাক্কা মেরে রাস্তার ওপারে ছিটকে ফেলে দেয়। সংঘর্ষের বিকট শব্দে ঘটনাস্থলে এলাকার লোকজন ছুটে আসে। দুটি বাইকে থাকা আহতদের তড়িঘড়ি এলাকার লোকজন বক্সনগর সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যায়। কর্তব্যরত চিকিৎসক গুরুতরভাবে আহত শাকিল মিয়াকে জিবি হাসপাতালের রেফার করে দেন। জানা যায় শাকিল মিয়া নেশাগ্রস্থ অবস্থায় ছিল।

এলাকাবাসীর

● প্রথম পাতার পর

না পেলে এই পথ অবরোধ তুলবে না বলে জানান। পরবর্তী সময়ে ডিডাব্লিউএস-এর এসডিও অন্য আধিকারিকের সাথে কথা বলে পরিশ্রুত পানীয় জল পরিষেবা স্বাভাবিক করে দেন।

আন্ত অফিস ক্রীড়া ও বিনোদন সংস্থার বিভিন্ন ইভেন্টে প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ ৩ নভেম্বর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ অক্টোবর।। আন্ত অফিস ক্রীড়া ও বিনোদন সংস্থার বিভিন্ন ইভেন্টের প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছিল গত ৪ আগস্ট থেকে। এই সমস্ত ইভেন্টগুলি শেষ হবে আগামী ২ নভেম্বর। এরপর আগামী ৩ নভেম্বর রবীন্দ্রভবনে অনুষ্ঠিত হবে পুরস্কার বিতরণী। শনিবার আগরতলা প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলন করে এই কথা জানান সম্পাদক রাজীব ব্যানার্জী। তিনি আরও জানান এই বছর প্রথমবারের মাত অল সিভিল সেক্ট্রেটিরেয়েট-র দুটি ইভেন্টের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে রাজ্যে। এর মধ্যে ১০ থেকে ১৪ নভেম্বর পর্যন্ত রবীন্দ্রভবনে অনুষ্ঠিত হবে সাংস্কৃতিক ও নাটক প্রতিযোগিতা। ১৬ থেকে ২০ নভেম্বর হাপানিয়াস্থিত আন্তর্জাতিক মেলার মাঠ অনুষ্ঠিত হবে ক্যারাম প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতার সূচনা করবেন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মানিক সাহা। দুই দুইটি বিষয়ের উপর জাতীয় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হচ্ছে এটা বড় কথা বলে জানান তিনি।

ইভিএম

● প্রথম পাতার পর

ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন সহ প্রয়োজনীয় নির্বাচনী সামগ্রী।

রাত্রিকালীন আহারকে গুরুত্ব না দিয়ে কর্তব্যরত আধিকারিক সহ শাসক এবং বিরোধী দলের প্রতিনিধিদের উৎসাহ ছিল খুব। মজুত শেষে নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অনুসারে সকলের উপস্থিতিতে নিজ নিজ দলের সিলমোহর লাগিয়ে ভোট প্রক্রিয়ার মজুত করা সামগ্রীকে সুরক্ষিত করেন উপস্থিত প্রতিনিধিগন।

গৃহবধূর

● প্রথম পাতার পর

মহিলার বক্তব্য ঘটনার সময় ওনার নাবালিকা কন্যা অপর একটি ঘরে টিভি দেখছিল। ঘটনার পর মহিলার স্বামী বাড়িতে আসলে মহিলা স্বামীকে ঘটনার বিষয়ে জানান। শুক্রবার রাতে অভিযুক্তর বিরুদ্ধে খোয়াই থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। জানা যায় কোন এক অজ্ঞাত কারণে খোয়াই থানার পুলিশ মামলা গ্রহণে অনিহা প্রকাশ করেছে। এখন দেখার মহিলা ন্যায় বিচার পায় কিনা।

ক্রীড়া

মুস্তাক আলী ক্রিকেটে ত্রিপুরা রবিবার হায়দ্রাবাদের মুখোমুখি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ অক্টোবর।। আগামীকাল ত্রিপুরা হায়দ্রাবাদের বিরুদ্ধে খেলবে। সৈয়দ মুস্তাক আলী ট্রফি টুর্নামেন্টে। পুরুষদের সিনিয়র টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। ত্রিপুরার খেলা নামকাওয়াস্তে। ইতিমধ্যে তিনটি ম্যাচ খেলে নিয়েছে। একটিতে জয় পেয়ে ত্রিপুরা চার পয়েন্ট পেয়েছে। অন্য দুটিতে পরাজয়। পক্ষান্তরে, হায়দ্রাবাদের পাল্লা ভারী। কেননা, তারা ইতিমধ্যে খেলে নেওয়া তিন ম্যাচের মধ্যে দুটিতে জয় পেয়েছে। গোয়া কে হারিয়েছে ৩৬ রানের ব্যবধানে। দ্বিতীয় ম্যাচে পন্ডিচেরিকে চার রানের ব্যবধানে পরাজিত করেছে। তবে পাঞ্জাবের কাছে হায়দ্রাবাদ ৫৯ রানে হেরেছে। এদিকে, ত্রিপুরা প্রথম ম্যাচে গোয়ার কাছে ৫ উইকেটে হারলেও দ্বিতীয় ম্যাচে রজত সুদীপের দুর্দান্ত ব্যাটিংয়ের সৌজন্যে উত্তরপ্রদেশের বিরুদ্ধে ছয় উইকেটে জয় পেয়েছে ত্রিপুরা। তৃতীয় ম্যাচে পাঞ্জাবের কাছে নয় উইকেটে এক প্রকার পর্যুদস্ত হয়েছে রাজ্য দল। আগামীকাল হায়দ্রাবাদের বিরুদ্ধে খেলবে। খেলা জয়পুরে কে.এল সাইনি স্টেডিয়ামে। আজ, শনিবার বিরতি পেয়ে দু''দলই যথারীতি ওয়ার্ম-আপ করে নিয়েছে। তবে প্রথম একাদশ স্থির করবে টিম ম্যানেজমেন্ট, আগামীকাল খেলা শুরুর ঠিক আগে।

শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে মহিলাদের এশিয়া কাপ টি-২০তে চ্যাম্পিয়ন ভারত

সিলেট, ১৫ অক্টোবর (হি.স.) : মহিলাদের এশিয়া কাপ টি-২০তে চ্যাম্পিয়ন হল ভারত। সিলেটে ফাইনালে প্রথমে ব্যাট করা শ্রীলঙ্কাকে ৬৫ রানে বেঁধে রেখে ৫১ বলে ২ উইকেট হারিয়ে সেই রান তুলে নিলেন হরমনপ্রীত কৌররা। শনিবার বাংলাদেশের সিলেটে টস হারে ভারত। প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয় শ্রীলঙ্কা। কিন্তু ভারতীয় বোলারদের দাপটে একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়ে শ্রীলঙ্কা ব্যাটিং। মাত্র ৬ রান করে আউট হয়ে যান শ্রীলঙ্কার অধিনায়ক চামারি আতাপাটু। শোচনীয় অবস্থায় পড়ে যায় গোটা শ্রীলঙ্কা দল। প্রথমে মনে হচ্ছিল, পঞ্চাশ রানের গণ্ডিও পেরতে পারবেন না শ্রীলঙ্কা ব্যাটাররা। তবে শেষের দিকে ২২ বলে ১৮ রান করেন ইনোকা রনবীরে। দলের দশ নম্বর ব্যাটারের হাত ধরে ৬৫ রানে পৌঁছয় শ্রীলঙ্কা।
জবাবে ব্যাট করতে নেমে শুরুতে শেফালি ভর্মা (৫)-র উইকেট হারালেও স্মৃতি মন্ধনার ২৫ বলে ৫১ রানের অপরাজিত ইনিংসের সৌজন্যে অনায়াসে জিতে যায় ভারত। অধিনায়িকা হরমনপ্রীত কৌর ১১ রানে অপরাজিত থাকেন। ৮.৩ ওভারে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয় ভারতীয় মহিলা দল। এবার নিয়ে মোট সাতবার মহিলাদের এশিয়া কাপে চ্যাম্পিয়ন হল ভারত। ২০০৪ থেকে মহিলাদের এশিয়া কাপ শুরু হয়েছে। প্রতিবারই ভারত ফাইনালে খেলেছে। শুধুমাত্র ২০১৮ ছাড়া প্রতিবার কাপ জয়ের নজির গড়েছেন হরমনপ্রীতরা।

পানিসাগরে ফুটবল সেমিতে ভুমতাথসান্না

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ অক্টোবর।। দুরন্ত ম্যাচ। শেষ পর্যন্ত ফয়সলা হয় টাইব্রেকারে। তাতে জয় পেয়ে চতুর্থ তথা শেষ দল হিসাবে সেমিফাইনালে উঠলো ভুমতাথসান্না ক্লাব। পরাজিত করলো ফিউচার এফ সি দলকে। পানিসাগর স্পোর্টস ক্লাব আয়োজিত অটল বিহারী বাজপেয়ী প্রাইজমানি ফুটবল প্রতিযোগিতায়। শনিবার আর সি পি মাঠে হয় আসরের চতুর্থ কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচটি। তাতে ভুমতাথসান্না দল টাই ভেঙ্গে পেনাল্টি শুট আউটে ৫-৪ গোলে ফিউচার এফ সি দলকে পরাজিত করে। নির্ধারিত সময়ে ম্যাচের ফলাফল ছিলো ২-২। বিজয়ী দলের পক্ষে মালসাওমলে, সমীর এবং বিজীত দলের পক্ষে ডেনিয়েল হালাম ও প্রণব সরকার গোল করেছিলেন। একসময় পিছিয়ে থেকেও সমতা ফিরিয়েছিলো ফিউচার এফ সি দল। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। খেলা পরিচালনা করেন রেফারি তপন কুমার নাথ।

সাব্রুমে ফুটবল জয়ী তিপ্রাসা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ অক্টোবর।। জয় পেলো ইউনাটেড তিপ্রাসা এফ সি দল। ২-১ গোলে পরাজিত করলো বিলোনিয়া মহাবিদ্যালয়কে। সাব্রুমের ৪০ মন্ডল যুব মোর্চার উদ্যোগে পন্ডিত দীনদয়াল স্মৃতি প্রাইজমানি নকআউট ফুটবল প্রতিযোগিতা। শনিবার ব্রজেন্দ্রনগর স্কুল মাঠে ম্যাচের শুরু থেকেই বল দখলের জন্য হাড্ডাহাড্ডি লড়াই শুরু হয় দুদলের ফুটবলারদের মধ্যে। বল দখলের লড়াইয়েও ছিলো একে অপরকে ছাপিয়ে যাওয়ার চেষ্টা। প্রথমার্ধে ১-১ গোলে ম্যাচ ছিলো অমিমাংশিত। ইউনাটেড তিপ্রাসা দলের পক্ষে ঈশান ত্রিপুরা এবং হিরন মোহন ত্রিপুরা গোল করেন। বিজীত দলের পক্ষে একমাত্র গোলটি করেন আশিক ত্রিপুরা। তবে ব্যবধান আরও বাড়াতে পারতো ইউনাটেড তিপ্রাসা এফ সি দল। ম্যাচটি পরিচালনা করেন বাপি দেবনাথ। প্রসঙ্গত: আসরের চ্যাম্পিয়ন এবং রানার্স দল সুদৃশ্য ট্রফি সহ প্রাইজমানি বাবদ যথাক্রমে পাবে ২৫ এবং ১৫ হাজার টাকা। এছাড়া থাকবে আকর্ষনীয় পুরস্কার।

ব্যাঙ্গালুরুতে সিনিয়র মহিলা ক্রিকেট ত্রিপুরার সামনে গ্রুপ শীর্ষের হাতছানি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ অক্টোবর।। জয়ের পাশাপাশি রান রেটও বাড়িয়ে নেওয়ার ইচ্ছে ত্রিপুরা দলের। প্রতিপক্ষ প্রতিবেশী মিজোরাম। এ পর্যন্ত তিন ম্যাচের কোনটিতেই মিজো রমনীরা জয়ের স্বাদ গন্ধও পায়নি। পরপর তিন ম্যাচে হেরে মিজোরাম মহিলা ক্রিকেট দল ৮ দলীয় গ্রুপ-এ''র পয়েন্ট তালিকায় আপাতত তলানিতে রয়েছে। পক্ষান্তরে ত্রিপুরা, দেশের ৪র্থ বৃহত্তম রাজ্য উত্তরপ্রদেশের সঙ্গে সমসংখ্যক ১০ পয়েন্ট পেয়ে যুগ্মভাবে শীর্ষে রয়েছে। তবে রান রেটের নিরিখে উত্তর প্রদেশকে শীর্ষে রেখে ত্রিপুরাকে দ্বিতীয় শীর্ষেই বলা যায়। প্রথম ম্যাচ ত্রিপুরা ৪৮ রানের ব্যবধানে নাগাল্যান্ডকে পরাজিত করে অভিযান শুরু করেছে। দ্বিতীয় ম্যাচে ফের জয় পেয়েছে ত্রিপুরা মেঘালয়ের বিরুদ্ধে ভিজেডি মেথডে ১৪ রানের ব্যবধানে। তৃতীয় ম্যাচটি উত্তরপ্রদেশের বিরুদ্ধে বৃষ্টিতে পরিত্যক্ত হওয়ার সুবাদে পয়েন্ট ভাগ করে নিয়েছে। উত্তরপ্রদেশ প্রথম ম্যাচে মিজোরামকে ৮৫ রানে এবং দ্বিতীয় ম্যাচে উত্তরপ্রদেশের বিরুদ্ধে ছয় রানে জয়ী হওয়ার সুবাদে রানের গড়ে নিজেদের অবস্থান এগিয়ে রেখেছে। উল্লেখ্য, মিজোরাম পরপর তিন ম্যাচে যথাক্রমে উত্তরপ্রদেশের কাছে ৮৫ রানে, হায়দ্রাবাদের কাছে ১০ উইকেটে এবং নাগাল্যান্ডের কাছে ৩১ রানে হেরে পয়েন্ট খুইয়ে অনেকটা নিঃস্ব অবস্থায় রয়েছে। তবে বলা বাহুল্য, পরিবেশ-জলবায়ু বিরূপ পরিস্থিতির সৃষ্টি না করলে ত্রিপুরা দলের খেলোয়াড়দের ইচ্ছে রয়েছে মিজোরামের বিরুদ্ধে জয়ের পাশাপাশি রানের গড় বাড়ানোর কাজটিও সেরে নিতে। এখন ব্যাঙ্গালুরুতে আলোর স্টেডিয়ামে আগামীকাল সকাল ন''টায় ম্যাচ শুরুর অপেক্ষায় খেলোয়ারদের পাশাপাশি রাজ্যের ক্রিকেট মহলও।

ওপেন টেবিল টেনিস টুর্নামেন্ট সম্পন্ন রবিবার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ অক্টোবর।। প্রথমবারের মতো আয়োজিত ওপেন স্টেট টেবিল টেনিস টুর্নামেন্ট এখন বেশ জমজমাট পর্যায়ে। উদ্বোধনী দিনে আজ সব কটি গ্রুপ এবং বিভাগের লীগ পর্যায়ের খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আগামীকাল অন্তিম দিনে টুর্নামেন্টের চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলা তথা সেমিফাইনাল ও ফাইনাল ম্যাচগুলো হবে এবং প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হবে। প্রতিযোগিতা হচ্ছে এনএসআরসিসি-র ইনডোর হল-এ। ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্ট লেভেল টেবিল টেনিস এসোসিয়েশন আয়োজিত ওপেন স্টেট টেবিল টেনিস টুর্নামেন্টে পুরুষ বিভাগের ৩০ জন এবং মহিলা বিভাগের ২০ জন খেলোয়াড় অংশ নিয়েছেন। শনিবার এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান ও বিশেষ অতিথি হিসেবে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার আগরতলাস্থিত আঞ্চলিক শাখার উচ্চ পদস্থ আধিকারিক মনোজ কুলকার্নি, প্রাক্তন সাঁতারু দুলাল দত্ত, এনএসআরসিসি-র প্রশাসনিক অফিসার তথা পদ্মশ্রী দীপা কর্মকার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। স্বাগত ভাষণ রাখেন অর্গানাইজিং সেক্রেটারি সুজিত বণিক। উল্লেখ্য, প্রতিযোগিতায় পুরুষ বিভাগে সিঙ্গেলস ও ডাবলস মহিলা বিভাগে সিঙ্গেলস ও ডাবলসএবং মিক্সড ডাবলসইভেন্টে লড়াই হচ্ছে। এই প্রতিযোগিতা ঘিরে সংশ্লিষ্ট মহলে বেশ উৎসাহ ও উদ্দীপনারও সৃষ্টি হয়েছে।

রাজ্যে রেটিং দাবা ঘিরে ব্যাপক উৎসাহ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ অক্টোবর।। রাজ্যে আয়োজিত রেটিং দাবা ঘিরেও ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা রয়েছে। দ্বিতীয়বারের মতো আয়োজিত মা-মানিক স্মৃতি ফিডে রেটিং দাবা টুর্নামেন্টে ত্রিপুরা সহ সারাদেশের বেশ ক''টি রাজ্য থেকে ১৭৩ জন দাবাড়ুর অংশগ্রহণ নিশ্চিত ত্রিপুরার ক্রীড়া আঙ্গিনাকে ভাবিয়ে তুলেছে। খেলা হচ্ছে এনএসআরসিসি-র ইনডোর হল-এ। ইতিমধ্যে চতুর্থ রাউন্ডের খেলা শেষ হয়েছে। মোট ১০ রাউন্ডের মধ্যে আজ, শনিবার খবর লেখা পর্যন্ত সময়ে পঞ্চম রাউন্ডের খেলা চলছে। ১৮ অক্টোবর অন্তিম রাউন্ডের খেলা শেষে বিশেষ অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের আর্থিক পুরস্কার ও সুদৃশ্য ট্রফি প্রদান করা হবে। উল্লেখ্য, চতুর্থ রাউন্ডের খেলা শেষে এ পর্যন্ত ছয় জন অপরাজিত ভূমিকায় পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে রয়েছে। ত্রিপুরার অর্শিয়া দাশ ও দিগন্ত রায় শীর্ষে অবস্থান করে বেশ নজর কেড়েছে। এছাড়া, পশ্চিমবঙ্গের সমব্রত ব্যানার্জি, অভিষেক সরকার, অনিকেত নারায়ন বিশ্বাস এবং রূপম মুখার্জিও যৌথভাবে শীর্ষে রয়েছেন। আসামের মহেন্দ্র বোড়া, পিয়াল রায়চৌধুরী, মনিপুরের এলামবাম শশীকান্ত সিং এবং ত্রিপুরার কিংশুক দেবনাথও এগিয়ে থাকার চেষ্টা করছে।

কিল্লায় মহিলা ফুটবলে জয়ী স্টুডেন্ট ইউনিটি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ অক্টোবর।। জয় পেলো স্টুডেন্ট ইউনিটি। পরাজিত করলো মাইথোলং কামি দলকে কে। মহিলা ফুটবলে। জয়ৈং কামি মাঠে ৮ দলকে নিয়ে মঙ্গলবার থেকে শুরু হয়েছিলো আসর। শনিবারবার জয়ৈং কামি মাঠে মুখোমুখি হয় স্টুডেন্ট ইউনিটি এবং মাইথোলং কামি দল। ম্যাচে আগাগোড়া প্রাধান্য নিয়ে খেলে ৩-১ গোলে জয় পায় স্টুডেন্ট ইউনিটি। বিজয়ী দলের পক্ষে উর্বিনা জমাতিয়া, রূপা জমাতিয়া এবং দ্রুপতি দেববর্মা গোল করেন। বিজিত দলের পক্ষে একমাত্র গোল টি করেন নাইসিঙ্গি জমাতিয়া। খেলা পরিচালনা করেন সুনীতা জমাতিয়া। মূলত: কিল্লা থেকে প্রতিভাবান ফুটবলার বের করে আনার লক্ষ্যেই ওই আসরের উদ্যোগ। কম দল আসরে অংশ নেওয়ায় প্রথমে লিগ ভিত্তিতে হবে খেলা। কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে হবে নকআউট পর্যায়ে খেলা।

Tender Notice for Consultancy Services for a Baseline survey for Climate Resilience of Forest Eco-systems, Biodiversity, and Adaptive Capacities of Forest Dependent communities in Tripura (CREFLAT)

Project number -BMZ No.: 2015 67 650 (Grant) & 2015 67 643 (Loan)

The KfW, German Development Bank in partnership with Tripura Forest Department (TFD), Govt of Tripura is undertaking Climate Resilience of Forest Ecosystems, Biodiversity & Adaptive Capacities of Forest in the state of Tripura. The project objective is to Investments in sustainable community forestry models to improve natural resources,minimize climate-related risks and increase rural productivity and income for the local population andcommunities. CREFLAT intends to hire a ConsultancyServicefor a Baseline survey for Climate Resilience of Forest Eco-systems, Biodiversity, and Adaptive Capacities of Forest Dependent communities in Tripura (CREFLAT) Project for which RfP has been invited vide No. F.E/ 5.8.2/FBL/CREFLAT/2022/1141 dated 14.10.2022.

(i) Interested Parties may download the complete Request for Proposal (RFP) Document, from the tender/procurement section on the website lado.trijoura.govin. The floating date of tender i.e. 14th October, 2022 onwards and till 15th November, 2022 or shall obtain it from the CREFLAT office.

(ii) No liability will be accepted for downloading the incomplete document.

(iii) Sealed Completed Proposals will be received at the address mentioned below on any working day up to 16:00 hours on 15th November, 2022 and respective Proposal of Bids shall be opened on the same day at 16:30 hours at the following address:

(iv) Details as to preproposal meeting, eligibility criteria, evaluation procedure, and other terms and conditions are given in RFP.

(v) Project Director, CREFLAT reserves the right to accept or reject any or all proposals without incurring any obligation to inform the affected applicant/s of the grounds.

Sd/- C.L. Das, IFS)
CEO&PD
ICA/C/2551/22 IGDC CREFLAT Project

PNIeTNo. 120-122 /EE/DWS/BLG/2022-23 dated 11/ 10/2022

The Executive Engineer, DWS Division, Bishalgarh Sepahijala Distriut, Tripura on behalf of the "Governor of Tripura" invites on line percentage rate single bid from eligible bidders up to 15.00 hrs. 02/11/2022 for Repairing & rewinding of different capacity damage/ burnt submersible motor (2nd call) in Charilam, Bishalgarh, Nalchar RD Block under Sepahijala. For details please visit **https://tripuratenders.gov.in** and **https://etenclers.gov.in** / eprocure /app. or contact with at the 0/0 the Executive Engineer, DWS Di\ ision, Bishalgarhfor clarifications. if any.

Sd/-Illegible
Executive Engineer
ICA/C/2557/22 DWS Division, Bishalgarh

PCM- Group-এর 2nd Round (অফলাইন) কাউন্সেলিং সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা TBJEE, PCM-Group- এর মেধা তালিকার অন্তর্ভুক্ত ছাত্র-ছাত্রীদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে 1st Round অনলাইন কাউন্সেলিং -এর পর TIT, Narsingarh, Techno College of Engineering, Agartala এবং ICFAI University- তে বিভিন্ন বিভাগের শুণ্য আসন গুলি পূরণ করার জন্য অফলাইন কাউন্সেলিং -এর মাধ্যমে নিম্নলিখিত দিনগুলিতে কাউন্সেলিং -এর দিন ধার্য করা হয়েছে।

ক্রমিক নং	কলেজের নাম	কাউন্সেলিং-এর তারিখ	Phone No. & Website link	মন্তব্য
১	TIT, Narsingarh	১৮-১০-২০২২ইং	0381-234-2330 https://titagartala.ac.in/b-tech-admission	অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদির জন্য সংশ্লিষ্ট কলেজের / বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে দেওয়া ফোন নম্বর অথবা ওয়েবসাইট - এ যোগাযোগ করার জন্য বলা হচ্ছে।
২	Techno College of Engineering, Agartala	১৯-১০-২০২২ইং	9774810480 https://tiaedu.org	
৩	ICFAI University	২০-১০-২০২২ইং	9436548376/9862454830 https://tutripuraadmissions.winnou.net	

T]EE-2022 এর মেধা তালিকার অন্তর্ভুক্ত এবং কাউন্সেলিং -এর জন্য Registered ছাত্র-ছাত্রীদের যারা এখনো ভর্তির সুযোগ পায়নি তাদেরকে নির্ধারিত তারিখে সংশ্লিষ্ট কলেজের বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে যোগাযোগ করার জন্য বলা হচ্ছে। ইচ্ছুক ছাত্র-ছাত্রীদের কাউন্সেলিং -এর জন্য প্রয়োজনীয় সংশাপত্রাদির অরিজিনাল ও প্রত্যয়িত কপি ইত্যাদি সঙ্গে নিয়ে আসার জন্য বলা হচ্ছে।

বি দ্র:- ছাত্র-ছাত্রীদের কাউন্সেলিং -এর দিনগুলিতে সকাল ১১টার মধ্যে নিজে উপস্থিত থাকতে হবে।

Sd/-Illegible
(D. Debbarma)
Joint Director
Higher Education Department
ICA-D-1211-22

NOTIFICATION
FOR WALK-IN -INTERVIEW

A Walk-in interview will be held in Government Degree College, Old Agartala, Tulakona, (Near Tulakona High School) Jirania, West Tripura, on 21.10.2022 (Friday) from 11:00 AM onwards for the engagement of Guest/Visiting Lecturers in the following subjects:

1) Political Science, 2) Sociology, 3) Bengali, 4) History, 5) Sanskrit, 6) Education, 7) English, Candidates willing to appear the said Walk-In-Interview are requested to bring their original certificates and to submit Biodata along with photocopies of their certificates on 21.10.2022 at the Office of the Principal-In-Charge, Government Degree College, Old Agartala, Tulakona, Near Tulakona High School, Jirania, West Tripura, from 11:00 AM. 4:00 PM.

Qualifications:-

1) At least 55% marks in Master's Degree (50% in case of SC/ST/PH & Ph.D. Degree - Holders)
2) Priority will be given to the NET/SLET/Ph.D. Degree Holders.

Engagement will be made on the basis of merit by way of maintaining the reservation policy of the State Government. Allotment of classes and Payment of the honourarium will be made as per Guidelines/ Norms fixed by the State Government. All the engagements are purely temporary basis. An amount of Rs.500/- (Five Hundred) will be provided as honourarium for attending each class. Number of classes will be allotted as per requirement of the College and the maximum ceiling of Rs.20,000/- per person per month for one-year w.e.f. 15th October 2022, and shall continue for the academic year 2022-23. No TA/DA is admissible for appearing the interview.

Date of Interview: 21.10.2022 (Friday)
Time of Interview:
Shift-I: 11:00AM to 1:30 PM - Political Science, Sociology, History, Bengali,
Shift-II: 2:00 PM to 4:00 PM- English, Sanskrit, Education.
Venue of Interview: Government Degree College, Old Agartala, Tulakona, Near Tulakona High School, Jirrania, West Tripura.

Sd/-Illegibel
(Dr. Ratan Majumder)
Principal-In-Charge
Government Degree College
Old Agartala, Tulakona,
Jirania West Trripura
ICA-D-1207-22

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

সুস্থ সমাজের জন্য বিচার ব্যবস্থার প্রতি আস্থা ও গতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ: প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৫ অক্টোবর (হি.স.) : একটি সুস্থ সমাজের জন্য বিচার ব্যবস্থায় আস্থা এবং গতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ন্যায়বিচার পেলে দেশবাসীর সাংবিধানিক ব্যবস্থার প্রতি আস্থা মজবুত হবে বলে মনে করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শনিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সারা দেশের আইনমন্ত্রী এবং আইন সচিবদের সর্বভারতীয় সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনে ভাষণে একথা বলেন। গুজরাটে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে ভাষণ দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বিচার বিভাগের বিভিন্ন দিক এবং সেগুলোতে উপযুক্ত পরিবর্তন আনার বিষয়ে তার মতামত দেন।

অন্যান্য দেশের উদাহরণ নিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আইনের সংজ্ঞা বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য সংসদ বা বিধানসভায় একটি খসড়া তৈরি করা হয়। ওখানে আইনের সংজ্ঞা সহজে বোঝার জন্য তৈরি করা হয়েছে। এসব দেশে আইন বাস্তবায়নের সময়সীমাও নির্ধারণ করা হয় এবং নতুন পরিস্থিতিতে আইনটি ফের পর্যালোচনাও করা হয়।

প্রধানমন্ত্রী একটি সুষ্ঠু বিচার ব্যবস্থাকে ''সহজ জীবনযাপনের'' একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হিসেবে বিবেচনা করেন। তিনি বলেন, দেশের জনগণ যেন সরকারের অনুপস্থিতি অনুভব না করে, দেশের জনগণ যেন সরকারের চাপ অনুভব না করে।প্রধানমন্ত্রী এই সময়ের মধ্যে বিচারাধীনদের বিষয়টিও উত্থাপন করে বলেন, রাজ্য সরকারগুলিকে বিচারাধীন বন্দিদের বিষয়ে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করা উচিত যাতে বিচার ব্যবস্থা মানবিক আদর্শের সাথে এগিয়ে যায়।

সংস্কারের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমাদের সমাজের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল আমরা অগ্রগতির পথে হাঁটতে গিয়ে নিজেদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ সংস্কার করেছি। তিনি আরও বলেন, আমাদের সমাজে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠা আইন-কানুন, কু-প্রথা ও ভুল প্রথাগুলো দূর হয়ে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় তিনি তার সরকারের উদ্যোগের কথা উল্লেখ করে বলেন, গত ৮ বছরে আমরা ৩২০০টি কমপ্লায়েন্স সম্পন্ন করেছি। দেড় হাজারের বেশি পুরনো ও অপ্রাসঙ্গিক আইন বাতিল করা হয়েছে। এর মধ্যে অনেক আইন দাসত্বের সময় থেকে চলে আসছে। তিনি রাজ্যগুলিকে তাদের নিজস্বভাবে অনুরূপ পর্যালোচনা করার আহ্বান জানিয়েছেন।

আমবাসায় দলীয় কর্মীদের সম্মেলনে বিজেপির প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য সহ অন্যান্যরা।

নেহেরু যুব কেন্দ্রের উদ্যোগে নেশা মুক্তি ভারত অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ অক্টোবর।। নেহেরু যুব কেন্দ্রের অনুমোদন প্রাপ্ত আরিয়া যুব কেন্দ্রের উদ্যোগে শনিবার এক অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে রাজ্যের ৬ টি জেলায় শুরু হল নেশা মুক্তি ভারত অভিযান। আগরতলা প্রেসক্লাবে প্রদীপ প্রজ্জলনের মধ্যদিয়ে এইদিনের অনুষ্ঠানের সুচনা করেন মন্ত্রী রাম প্রসাদ পাল। উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দিপক মজুমদার, আরিয়া যুব কেন্দ্রের রাজ্য কনভেনার ডালিয়া সিংহ সহ অন্যান্যরা। অনুষ্ঠানে আলোচনা করতে গিয়ে মন্ত্রী রাম প্রসাদ পাল বলেন বর্তমান সরকার প্রতিষ্ঠার পর প্রথমেই নেশা মুক্ত ত্রিপুরা গড়ার ডাক দেওয়া হয়েছে। বর্তমান যুব সমাজ আগামিদিনে দেশের ভবিষ্যৎ। এই যুব সমাজকে নেশার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য সরকারের কর্মসূচী জারি রয়েছে। নেশার হাত থেকে যুব সমাজকে রক্ষা করার জন্য সকলকে এক সাথে কাজ করতে হবে বলেও জানান তিনি।

প্রয়াত অভিনেতা রবি কোলট্রেন

এডিনবরা, ১৫ অক্টোবর (হি. স.) : প্রয়াত অভিনেতা রবি কোলট্রেন। বয়স হয়েছিল ৭২ বছর। শুক্রবার স্কটল্যান্ডের ফলকির্কের এক হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়।রবির আসল নাম অ্যান্থনি রবার্ট ম্যাকমিলান। ১৯৫০ সালে দক্ষিণ ল্যাঙ্কাশায়ারে অভিনেতার জন্ম হয়। ছোটবেলা থেকেই শিল্প ও সংস্কৃতির অনুরাগী ছিলেন। অভিনেতার বাবা ছিলেন একজন শিক্ষক ও মা ছিলেন একজন পিয়ানোবাদক। নিজেও পিয়ানো বাজাতে জানতেন অভিনেতা।ছোটবেলা থেকেই অভিনয় করতে চেয়েছিলেন রবি কোলট্র্যান। আটের দশকে একটি টেলিভিশন সিরিজের মধ্যে দিয়ে অভিনয় জীবন শুরু করেন রবি। ১৯৮৩ সালে কমেডি সিরিজ 'আলফ্রেসকো', ১৯৮৭ সালে 'টুটি ফ্রুটি' নামক সিরিজে নজর কাড়েন। ১৯৯৩ থেকে ১৯৯৫ অবধি টেলিভিশন সিরিজ 'ক্র্যাকার'-এ অভিনয় করে ভূয়শী প্রশংসা পান রবি। ১৯৯৪ থেকে ১৯৯৬ সালের মধ্যে তিনি পর পর তিন বার 'বাফটা' পুরস্কার জেতেন। তবে হ্যারি পটারের প্রিয় শিক্ষক 'হ্যাগরিড'-এর চরিত্রে অভিনয় করে গোটা বিশ্বের নজরে পড়েন তিনি। অভিনেতার মৃত্যুতে হ্যারি পটার লেখিকা জে কে রাউলিং সোশ্যাল মিডিয়ায় শোকপ্রকাশ করেছেন। শোকপ্রকাশ করেছেন হ্যারি পটার ছবির গোটা টিম। তাঁর মৃত্যুতে শোকের ছাড়া নেমে এসেছে বিশ্বের চলচ্চিত্রপ্রেমীদের মধ্যে।

১০ টাকার কয়েন এর প্রচলন বাড়াতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বিশেষ উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ অক্টোবর।। ১০ টাকার কয়েনের প্রচলন বাড়াতে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া। রাজ্যের বিভিন্ন ব্যাঙ্ক গুলির সহায়তায় শহরের বিভিন্ন স্থানে চলছে কয়েন মেলা। শনিবার এইচ ডি এফ সি ব্যাংকের উদ্যোগে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সহায়তায় রাজধানীর মোটরস্ট্যান্ডে হয় এই কয়েন মেলা ও সচেতনতা মূলক প্রচারাভিযান। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার ত্রিপুরা শাখার ম্যানেজার দেবজিৎ দে জানান রাজ্যে সমস্ত ক্ষেত্রে ১০ টাকার কয়েন বেশী করে ব্যবহারে আনতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সাধারণ মানুষের মধ্যে ১০ টাকার কয়েন নেওয়ার ক্ষেত্রে অনিহা রয়ে গেছে। এই ক্ষেত্রে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আবেদন জানাচ্ছে ১০ টাকার ১৪ ধরনের কয়েন আছে। সব গুলিই আইনত বৈধ। এগুলি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে তৈরি করা হয়েছে। বিভিন্ন সময় এই কয়েনগুলি ইস্যু করা হয়েছে। এমনকি কারুর কাছে বেশি মাত্রায় ১০ টাকার কয়েন থাকলে তা ব্যাঙ্কে গিয়ে জমাও করেত পারেন। জন সাধাবণকে অবগত করতেই ১০ টাকার কয়েন নিয়ে প্রচারাভিযান চালানো হচ্ছে বলে জানান তিনি। এদিন মোটরস্ট্যান্ড এলাকায় দোকান মালিক, যান চালক ও সাধারণ মানুষকে এই বিষয়ে অবগত করেন ব্যাঙ্ক কর্মীরা।

তুরস্কের কয়লা খনিতে ভয়াবহ বিস্ফোরণে নিহত কমপক্ষে ২৫

আঙ্কারা, ১৫ অক্টোবর (হি. স.) : তুরস্কের একটি কয়লা খনিতে ভয়াবহ বিস্ফোরণে এখনও পর্যন্ত প্রাণ হারিয়েছেন অন্তত ২৫ জন। বিস্ফোরণে জমি ধসে বেরনোর পথ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় মাটির গভীরে এখনও আটকে রয়েছেন অনেক শ্রমিক। এপর্যন্ত ১১ জন শ্রমিককে উদ্ধার করা হয়েছে।

সূত্রের খবর, শুক্রবার রাতে তুরস্কের উত্তরে বার্তিন প্রদেশের একটি খনিতে বিস্ফোরণ ঘটে। দুর্ঘটনার সময় ওই খনিতে প্রায় ১১০ জন শ্রমিক কাজ করছিলেন। অর্ধেকই খনিটির প্রায় ৩০০ মিটার গভীরে কর্মরত ছিলেন। ঘটনায় এখনও পর্যন্ত প্রাণ হারিয়েছেন অন্তত ২৫ জন। বিস্ফোরণের জেরে জমি ধসে বেরনোর পথ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় মাটির গভীরে এখনও আটকে রয়েছেন অনেকেই। তুরস্কের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ফাহরেতিন কোকা জানিয়েছেন দ্রুত উদ্ধার কাজ চলছে। এপর্যন্ত ১১ জন শ্রমিককে ওই খনি থেকে বের করে আনা হয়েছে। তাঁদের চিকিৎসা চলছে।

উদ্ধারকর্মীরা রাত থেকেই আটকে পড়া শ্রমিকদের উদ্ধার করার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। কৃষ্ণসাগরের উপকূলে আমাসরা এলাকায় অবস্থিত ওই খনি থেকে যাঁদের উদ্ধার করা হচ্ছে তাদের অবস্থা খুবই শোচনীয়। বিস্ফোরণের ঘটনায় যারা এখনও নিখোঁজ তাঁদের পরিবারের লোকজন খনি এলাকায় ভিড় জমিয়েছে। তুরস্কের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সুলেমান সৌলু জানিয়েছেন, খনির ৩০০ থেকে ৩৫০ মিটার গভীর অংশটি সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। সেখানে প্রায় ৪৯ জনের মতো শ্রমিক কর্মরত ছিলেন। সেখানে এখনও উদ্ধারকর্মীরা পৌঁছতে পারেননি। কী কারণে এই বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে এ বিষয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে। প্রাথমিক ভাবে মনে করা হচ্ছে, খনিগর্ভে জমে থাকা মিথেন গ্যাসের ভাণ্ডারে জন্যই এই বিস্ফোরণ ঘটেছে।

কাশ্মীর: বান্দিপোরা থেকে ১৬ কেজি আইইডি উদ্ধার, ব্যর্থ বড়সড় সন্ত্রাসী ষড়যন্ত্র

বান্দিপোরা, ১৫ অক্টোবর (হি.স.) : উত্তর কাশ্মীরের বান্দিপোরা জেলার আস্তাংগু এলাকায়, নিরাপত্তা বাহিনী একটি ইম্প্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস (আইইডি) উদ্ধার করে বড়সড় সন্ত্রাসবাদী ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করেছে। আইইডি পাওয়ার পর ওই এলাকায় যানবাহন চলাচল আপাতত বন্ধ রয়েছে।

জানা গিয়েছে, শনিবার সকালে আস্তাংগু এলাকায় বান্দিপোরা-সোপোর সড়কে টহল দেওয়ার সময়, নিরাপত্তা বাহিনীর একটি যৌথ দল ১৬ কেজি ওজনের একটি আইইডি লাগানো দুটি গ্যাস সিলিন্ডার দেখতে পায়। আইইডি দেখে নিরাপত্তা বাহিনী বোমা ডিসপোজাল স্কোয়াডকে ঘটনাস্থলে ডাকা হয়। বোমা ডিসপোজাল স্কোয়াড তথ্য পাওয়ার পরপরই ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। আইইডি পাওয়ার পর ওই সড়কে যান চলাচল বন্ধ রয়েছে।

শিবসেনার নির্বাচনী প্রতীক দুটি তলোয়ার এবং ঢাল নিয়ে আপত্তি শিখ সম্প্রদায়ের

মুম্বই, ১৫ অক্টোবর (হি.স.) : শিবসেনার শিন্দে গোষ্ঠীর নির্বাচন কমিশনে দেওয়া দুটি তলোয়ার এবং একটি ঢাল নিয়ে আপত্তি জানিয়েছে শিখ সম্প্রদায়। নান্দেডের সচখন্দ গুরু বোর্ডের প্রাক্তন সদস্য রঞ্জিত সিং কামথেকার এবিষয়ে নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ করে বাতিলের দাবি জানিয়েছেন।কামথেকার শনিবার সাংবাদিকদের বলেন, দুটি তলোয়ার এবং একটি ঢাল নির্বাচনী প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করা উচিত নয় কারণ প্রতীকটি খালসা পন্থের ধর্মীয় প্রতীকের সঙ্গে মিলে যায়। তিনি আরও বলেন, গুরু গোবিন্দ সিং যখন খালসা পন্থ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সেই সময় তিনি খালসা পন্থকে তলোয়ার ও ঢাল দিয়েছিলেন। প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় এর প্রতীক পূজা করা হয়। তিনি বলেন, শিবসেনার শিন্দে গোষ্ঠীও নির্বাচন কমিশনের কাছে ত্রিশূল প্রতীক চেয়েছিল, তবে এটি ধর্মীয় কারণে কাউকে বরাদ্দ করা হয়নি। কামথেকর বলেন, নির্বাচন কমিশন যদি তাদের কথা না শোনে, তবে তারা এই বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হবেন।

কাশ্মীরের শোপিয়ানে কাশ্মীরি পণ্ডিতকে গুলি করে হত্যা

শোপিয়ান, ১৫ অক্টোবর (হি.স.) : কাশ্মীরের শোপিয়ানে কাশ্মীরি পণ্ডিতকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে শনিবার পুলিশ জানিয়েছে, এদিন কাশ্মীরের শোপিয়ান জেলার চৌধুরীগুন্ড গ্রামে এক কাশ্মীরি পণ্ডিতকে গুলি করে হত্যা করা হয়। কাশ্মীরি পণ্ডিতকে দক্ষিণ কাশ্মীরের শোপিয়ান জেলার চৌধুরীগুন্ড গ্রামের বাসিন্দা পুরান কৃষাণ ভাট হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। গুলি বিদ্ধ হওয়ার পরই শীঘ্রই তাকে শোপিয়ান জেলা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় এবং যেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। এদিকে হামলাকারীদের ধরতে নিরাপত্তা কর্মীরা এলাকাটি ঘিরে রেখেছে।

ইন্দোর: বিল্ডার টিনু সাঙ্ঘভি এবং অন্যান্য ব্যবসায়ীদের বাড়িতে আয়করের অভিযান

ইন্দোর, ১৫ অক্টোবর (হি.স.) : শনিবার সকালে শহরে বড়সড় অভিযান চালাল আয়কর বিভাগ এবং ইডি। উভয় সংস্থা বিল্ডার টিনু সংঘভি সহ অন্যান্য ব্যবসায়ীদের বাড়িতে অভিযান চালিয়েছে। বর্তমানে তল্লাশি অভিযান চলছে এবং নথিপত্র যাচাই-বাছাই করা হচ্ছে।আয়কর বিভাগ এবং ইডি দল সকাল আটটা থেকে শহরের বিল্ডারদের বাড়ি ও অফিসে তল্লাশি শুরু করে। টিনু সংঘভির জওহর মার্গে সাংঘভি কনস্ট্রাকশনের একটি অফিস আছে।

মুদ্রাস্ফীতি নিয়ে বিজেপিকে আক্রমণ করে হিমাচলবাসীর কাছে কংগ্রেসকে ভোট দেওয়ার আবেদন বাঘেল-র

সোলান (হিমাচল প্রদেশ), ১৫ অক্টোবর (হি.স.) : রাজ্যের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে হিমাচল প্রদেশের জনগণকে কংগ্রেসকে বিজয়ী করার জন্য আবেদন জানিয়েছেন ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেল। হিমাচল প্রদেশের সোলানে একটি জনসভায় ভাষণ দেওয়ার সময় মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেল মুদ্রাস্ফীতি নিয়ে রাজ্যে এবং কেন্দ্রের ক্ষমতাসীন বিজেপিকেও আক্রমণ করে অভিযোগ করেন, সরকার সাধারণ মানুষের পকেট থেকে টাকা বের করে নিচ্ছে।

তিনি বলেন, বিজেপি সরকার পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম বাড়িয়ে আপনার পকেট থেকে টাকা বের করার জন্য কাজ করে। এখন তারা ''রোটিস''-এর উপর ৫ শতাংশ এবং ১৮ শতাংশ জিএসটি চাপিয়েছে। তিনি দাবি করেন, ২০১৮ সালে রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের আগে কংগ্রেসের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ১০ দিনের সময়সীমার বিপরীতে ছত্তিশগড়ে তাঁর সরকার ২ ঘন্টার মধ্যে কৃষি ঋণ মকুব করেছে। প্রসঙ্গত, শুক্রবার নির্বাচন কমিশন (ইসিআই) ঘোষণা করেছে, হিমাচল প্রদেশে বিধানসভা নির্বাচনের জন্য ১২ নভেম্বর ভোটগ্রহণ হবে এবং ৮ ডিসেম্বর ফলাফল ঘোষণা করা হবে।

কমল দৈনিক করোনা সংক্রমণ, ২৪ ঘণ্টায় দেশে করোনা আক্রান্ত ২,৪৩০ জন

নয়াদিল্লি, ১৫ অক্টোবর (হি. স.) : শুক্রবারের তুলনায় দেশে কমল দৈনিক করোনা সংক্রমণ। তবে সামান্য বেড়েছে মৃত্যু। শনিবার কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ২, ৪৩০ জন। মৃত্যু হয়েছে ৮ জনের। সুস্থ হয়েছেন ২,৩৭৮। করোনা অ্যাকটিভ কেস দাঁড়িয়েছে ৩৫।

এখনও পর্যন্ত দেশে কোভিড সংক্রমিত মোট ৪ কোটি ৪৬ লক্ষ ২৬ হাজার ৪২৭ জন। গতকালের তুলনায় সংক্রমণ সামান্য কমলেও গত ২৪ ঘণ্টায় ফের উর্ধমুখী অ্যাকটিভ কেস। দেশের সক্রিয় রোগী বর্তমানে ২৬ হাজার ৬১৮ জন। গোটা দেশে আকটিভ কেসের হার ০.০৬ শতাংশ। স্বাস্থ্যমন্ত্রকের বুলেটিন অনুযায়ী, ভারতে এখনও অবধি কোভিডে প্রাণ হারিয়েছেন মোট ৫ লক্ষ ২৮ হাজার ৮৭৪ জন। দেশের বেশিরভাগ রাজ্যে সংক্রমণে লাগাম টানা সম্ভব হলেও এখনও চিন্তায় রাখছে মহারাষ্ট্রের করোনা গ্রাফ। একদিনে সে রাজ্যে আক্রান্ত ৪৭৭ জন। মারণ ভাইরাসের বলি চারজন। ধীরে ধীরে কমছে রাজধানী দিল্লি, তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, কেরলের অ্যাকটিভ কেসও। এদিকে গত ২৪ ঘণ্টায় বাংলার আক্রান্ত ১৬৬ জন। প্রাণ হারিয়েছেন একজন। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এখনও পর্যন্ত দেশে ৪ কোটি ৪০ লক্ষ ৭০হাজার ৯৩৫ জন করোনা থেকে মুক্ত হয়েছেন। সুস্থতার হার ৯৮.৭৬ শতাংশ। স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রকের দেওয়া তথ্য জানাচ্ছে, দেশে করোনার টিকার ডোজ দেওয়া হয়েছে ২১৯ কোটির বেশি। গত ২৪ ঘণ্টাতেই টিকা পেয়েছেন প্রায় ৬ লক্ষ। টিকাকরণের পাশাপাশি করোনা রোগী চিহ্নিত করতে জোর দেওয়া হচ্ছে টেস্টিংয়েও। গতকাল দেশে ২ লক্ষ ৪১ হাজার ৭০৭ জনের নমুনা পরীক্ষা হয়েছে।

বিশালগড়ে সোয়া লক্ষ টাকার শাড়ি সহ আটক তিন ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ অক্টোবর।। বিশালগড় রেলস্টেশনের মুখে এক লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকার শাড়ি আটক পুলিশের হাতে। ঘটনায় তিন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বিশালগড় মহকুমা পুলিশ আধিকারিক রাহুল দাস সহ পুলিশবাহিনী একটি বোলেরো গাড়িকে ধাওয়া করে বিশালগড় রেলস্টেশনের মুখে গিয়ে আটক করে গাড়িটিকে। বোলেরো গাড়ি থেকে এক লক্ষ ২৫ হাজার টাকার শাড়ি উদ্ধার করেছে পুলিশ। বোলেরো গাড়িতে থাকা চালকসহ মোট তিনজনকেও আটক করে বিশালগড় থানায় নিয়ে আসা হয়। মহকুমা পুলিশ আধিকারিক রাহুল দাস জানান শুক্রবারদিন মহাকুমার পুলিশ আধিকারিক সহ বিভিন্ন থানার পুলিশ যানবাহন তল্লাসীতে বসে। বালেরো গাড়িটি এই রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় পুলিশ গাড়িটিকে সিগন্যাল দেয় আটক করার জন্য বোলেরু গাড়ি কি সিগনাল অমান্য করে একজন ট্রাফিক কনস্টেবলকে ধাক্কা দিয়ে পালিয়ে যায়। তখন মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সহ অন্যান্য পুলিশ কর্মীরা গাড়িটির পেছনে ধাওয়া করে। বিশালগড় রেলস্টেশনের কাছে গিয়ে গাড়িটিকে আটক করে বিশালগড় থানায় নিয়ে আসে। গাড়িটি থেকে এক লক্ষ ২৫ হাজার টাকার শাড়ি উদ্ধার করা হয়েছে। শাড়িগুলোর মালিকানা নিয়ে এবং কাগজপত্র নিয়ে পুলিশ তদন্ত করছে। তবে সঠিক কাগজপত্র পাওয়া যায়নি। যাদেরকে আটক করা হয়েছে তাদের বাড়ি কমলাসাগর এলাকায়। মহকুমা পুলিশ আধিকারিক গোটা বিষয়টি তদন্ত করছে বলে জানিয়েছে। বর্তমানে বিশালগড় পুলিশ আধিকারিকের হাতে আটক তিনজন ব্যক্তি বিশালগড় থানা পুলিশের হেফাজতে রয়েছে।

অন্নপূর্ণা সেবক দলের কাজকর্মে খুশি তেলিয়ামুড়াবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ অক্টোবর।। বয়স ৫০, ছেলে মেয়ে থাকা সত্ত্বেও নেই। তাই পথের ধারে ঘুরে ঘুরে বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রাম চালিয়ে হাসপাতালের বিছানায়। তাকে তেলিয়ামুড়া বাজার সংলগ্ন এলাকা থেকে তুলে এনেছিল অন্নপূর্ণা সেবক দলের কিছু সদস্যরা। তেলিয়ামুড়া বাজারের মধ্যে জ্বরে কাতরাচ্ছিল বয়স ৫০ এর কাজল বৈদ্য। এই সময় ছিল না তার পাশে ছেলে মেয়ে। বাড়িটা ধলাই জেলার আমবাসায়। ছেলে মেয়ে থাকে তেলিয়ামুড়াতে। আর সেই ছেলে মেয়েদের টানে আমবাসা ছেড়ে পথের ধারে আশ্রয় ৫০ উর্ধ কাজল বৈদ্যের। শুধু চোখের আড়াল থেকে ছেলেমেয়েদের দেখার জন্য। ফুটপাতে জীবন বেঁধে নিয়েছে কাজল বৈদ্য। তবে দীর্ঘ প্রায় কুড়ি বছর ধরে তেলিয়ামুড়া শহরের আনাচে কানাচে কিংবা পথের ধারে ঠাঁই নিয়েছে কাজল। বিগত কিছুদিন ধরে জ্বর এবং রক্তচাপ জনিত রোগে ভুগছিল। ব্যাতিক্রম ছিলনা শুক্রবার রাতেও। এদিকে প্রতিদিনের মতো অন্নপূর্ণা সেবক দলের তরফ থেকে ভবঘুরে জন্য খাবার সরবরাহ করতে গিয়ে দেখতে পায় বাজারের মধ্যে পঞ্চাশ উর্ধ কাজল বৈদ্য রাস্তার পাশে পরে রয়েছে। তা দেখে সেবক দলের সদস্য তথা গৌরব বণিক সহ অন্যান্য সদস্যরা কাজল বৈদ্যর অবস্থা খারাপ দেখতে পেয়ে তাৎক্ষণিক তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। বর্তমানে কাজল চিকিৎসা চলছে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতাল। এদিকে অন্নপূর্ণা সেবক দল তেলিয়ামুড়া শহরের ভবঘুরেদের জন্য প্রতি রাতের খাবারের পাশাপাশি দুঃস্থ মানুষদের জন্যও কাজ করে থাকে। তাদের এই উদ্যোগে সত্যিই প্রশংসনীয়।

সায়গলকে দিল্লি নিয়ে যেতে মরিয়া ইডি পরোয়ানা চেয়ে আবেদন দিল্লির আদালতে

নয়াদিল্লি, ১৫ অক্টোবর (হি. স.) : তৃণমূলের বীরভূম জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডলের দেহরক্ষী সায়গল হোসেনের বিরুদ্ধে হাজিরা পরোয়ানা চেয়ে এবার দিল্লির পিএমএলএ আদালতে আবেদন করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। দিল্লির আদালতে সায়গলকে হাজির করে নিজেদের হেফাজতে নিতে চান কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা। সেই কারণে দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউতে পিএমএলএ আদালতে আবেদন করেছে ইডি। সোমবার এই সংক্রান্ত মামলার শুনানি রয়েছে। প্রসঙ্গত, গরুপাচার মামলার তদন্তে কিছুদিন আগেই আসানসোলে সংশোধনাগারে গিয়ে সায়গল হোসেনকে জেরা করেছিলেন ইডির আধিকারিকরা। কিন্তু ইডির বক্তব্য, সায়গল তদন্তে সহযোগিতা করছে না। সেই কারণে, জেলবন্দী সায়গলে গ্রেফতার করে ইডি এবং নিজেদের হেফাজতে নিয়ে দিল্লিতে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি শুরু করে।

প্রথমে আসানসোল আদালতে আবেদন করা হয়েছিল। কিন্তু সেই সময় বিচারক ইডির আবেদন খারিজ করে দিয়েছিলেন পদ্ধতিগত ত্রুটির কারণে। এরপর বিষয়টি নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল ইডি। কিন্তু সেখানেও জোর ধাক্কা খেতে হয়েছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে। কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিলেন, সঠিক না থাকলে দিল্লিতে নিয়ে যাওয়ার আর্জিতে সম্মতি দেওয়া হবে না। এই বিষয়ে দিল্লিতে পিএমএলএ আদালতই দিতে পারবে বলে জানিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট। পাশাপাশি বিচারপতি ইডির পদক্ষেপ নিয়েও বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন। কেন দিল্লিতে না গিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে এই বিষয়ে আবেদন, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ।

সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন আমরা বাঙালী দলের নেতৃত্বরা। ছবি নিজস্ব